Acc. No. 2231 Shelf No. A1 5L3

Title
SubTitle Harināma Cintāmaṇi

Role ☑ Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler |

Kedarnata Bhaktivinoda

Edition

Publisher Radhikaprasad Datta

Place Kalikatā Year 1900 Ind.Yr. Cai 414

Lang. Bengali Script Bengali

Subject
Glorification of Harināma

P.T.O. ➡

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি।

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

প্রণীত।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক

সজ্জনতোষণী কার্য্যালয়, ১৮১নং মাণিকতলা

ষ্ট্রীট, রামবাগান হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৪।

Harinama Chintamani

BY

Babu Kedarnath Dutt Bhakti Vinode
M. R. A. S. (London), Retired M. P. C.S. (Bengal) &c.

and Published in Sajjan Toshani vol., XII. by Babu Radhika Prasad Dutt, 181 Maniktala Street Calcutta.

PRINTED BY B. L. DUTT AT JESUS PRESS.
63 NIMTALA GHAT-STREET, CALCUTTA

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীনাম মাহাত্ম্য সূচনা ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাম গ্রহণ বিচার ১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাভাস বিচার ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাপরাধ—সাধুনিন্দা ৪০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ ৫৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুর্ব্ববজ্ঞা ৬৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা ৭৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামে অর্থবাদ অপরাধ ৮৮

নবম পরিচ্ছেদ

নামবলে পাপবুদ্ধি ৯৫

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ ১০২

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান ১০৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নামাপরাধ—প্রমাদ ১১৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অহং মম ভাবাপরাধ ১২৫

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেবাপরাধ ১৩৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভজন প্রণালী ১৪১

প্রবোধিনী কথা।

এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ্য নয়। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্তে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং নামাশ্রয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে তাঁহারাই এই গ্রন্থ আলোচনার অধিকারী। সাধন ভক্তি যত প্রকার আছে তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয় এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শিক্ষাষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থ মতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ বুড়ন নামে কোনগ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাক্তনীয়সংস্কার ক্রমে হরিভজনে রতি হয়। গৃহত্যাগ করত বেনাপুলের বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম সংকীর্ত্তনে ও স্মরণে দিনযাপন করিতেন। কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে বেশ্যাকে তাঁহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই বেশ্যা সুকৃতিক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বেনাপুলের কুটীর সেই নবীন ভক্তাকে অর্পণ করিয়া হরিদাস সে দেশ পরিত্যাগ করেন। হরিনাম গান করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আচার্য্যের সহিত তিনি ঐ

গ্রামের মকররীদার মজুমদারোপাধিক শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধনের সভায় যাতায়াত করিতেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক কোন ব্রহ্মবন্ধুর সহিত শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিতর্ক হয়। হিরণ্য গোবর্দ্ধন সেই ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিলে পর বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ হয়। ঐ সময়ে গোবর্দ্ধন পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস নিতান্তবালকবয়সেও হরিদাসের কৃপা প্রযুক্ত বৈষ্ণব প্রবৃত্তি লাভ করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর ক্লেশ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিদাস তাঁহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়াগ্রামে গঙ্গাতীরে একটি গোফা করিয়া নির্জ্জনে হরি ভজন করিতে লাগিলেন। ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন ভক্তি প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুকায়িত থাকিতে পারেন না! ভক্তি প্রভা বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের ঈর্ষা উদয় হইল।তাহারা মুলুকপতি দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিশেষরূপে নির্যাতন করে। হরিদাস সর্ব্বভূতদয়ায় পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ সে স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় স্বীয় গোফায় আসিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর নাম প্রচারে আচার্য্য স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন সে সময়ে হরিদাসকে সিদ্ধবকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া সমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন ও বিরহমহোৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ে নিজ শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হরিদাসকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে নাম তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করান। এই সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে অনেকস্থলে বর্ণিত আছে। আমরা কোন সময়ে কোন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া শ্রীহরিদাস প্রচারিত নামতত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত কোন কোন দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সহজিয়া বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সে গুলিকে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিলাম। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব মত সম্মত বোধ হইল। একখানি গ্রন্থে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের সম্পূর্ণ রসিকার্থ পাওয়া গেল। তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। বোধ হয় শ্রীহরিদাস কোন শুদ্ধ ভক্তকে নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ গ্রন্থ খানি রচনা করিয়া রাখেন। উক্ত গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের শ্রীহট্ট দেশীয় তৎপ্রেরক ভক্তবর্গকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা হরিদাসের নাম সম্বন্ধে যত উপদেশ পাইয়াছি সে সমস্ত এই হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে সংগ্রহ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন ভক্তদিগের সুখ বৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন নামৈকপরায়ণ ব্যতীত কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি নাই এবং তাহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কও আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না।

সাধন ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার। কিন্তু কেবল নামা-

শ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন, শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন পদ্ধতি তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্রীহরিনাম চিন্তামণি পয়ার গ্রন্থ, ইহা স্ত্রী বালক কিম্বা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলেই পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের ক্লেশ হইবে এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত বচনাদি উদ্ধার করিলাম না। প্রমাণমালা বলিয়া আর একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ আছে তাহাতে এই হরিনাম চিন্তামণির প্রত্যেক বাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে সেই গ্রন্থও শীঘ্র ভক্তজনের জন্য প্রকাশিত হইবে।

অকিঞ্চন দাস

শ্রীভক্তিবিনোদ।

বর্ণানুক্রমে নির্ঘণ্ট।

অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা ২৭
অচিৎ বৈভব ৭
অচিন্ত্য ভেদাভেদ ৮১
অতীন্দ্রিয়ত্ব ১১২
অনন্য ভজন ১৪
অনন্ত বুদ্ধি ২৫
অনবধান ১১৭,১২০
অনর্থনাশ ২৪,৯৬
অনুকূল বিচার ২৫
অনুভাব ১৪৭
অনুরাগ ১১৭
অপরাধ ৩৩,৩৬,১০১
অভক্ত ৫১
অভিধেয় ৮,২৮
অভেদ বুদ্ধি ৬৪
অর্চ্চনমার্গ ১৪৯
অর্থবাদ ৯০
অশৌচ বাধা ২৪
অসতৃষ্ণা ২৮
আগ্রহ ১২২
আচার্য্যতা নামে ১৬,১১৪,৩৩
আত্ম নিবেদন ১২৮
আপন দশা ১৫৯,১৬১
আম্নায় ৭৯
আলম্বন ১৪৬
উত্তম বৈষ্ণব ৫২
উদ্দীপন ১৪৭
উদ্ধারের উপায় ১০
উন্নতিক্রম ১৩০
উপাসনা ১৫১
উপেয় ১৪, ১০৮
ঔদাসীন্য ১১৯
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ৫১
কপটনামাভাস ৩৬
কর্ম্মকাণ্ড ৯
কর্ম্ম ও জ্ঞানের শক্তি ৯৩
কর্ম্মফল ৯১
কর্ম্মীয় গৌণপথ ১২
কর্ম্মের স্বরূপ ১০৯
কাদাচিৎকদোষ ৪৮
কৃষ্ণ তত্ত্ব ৪, শক্তি, ৪
কৃষ্ণ ১১, রূপ ১৮, গুণ ১৯,

কৈবল্য ১১২
গুণ ১৯
গুরু আশ্রয় ৬৮
গুরু-তত্ত্ব ও পূজা ৭৪
গুরুত্যাগ ৭৫
গুরুপরীক্ষা ৭৯,
গুরুযোগ্যতা ৬৯, ৭৩
গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ৭৫
গুরুসেবা ৭৭
গৃহত্যাগী সাধু ৪৪
গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ৫৮
গৃহী সাধু ৪৩
গৌণনাম ২২
গৌণপথ ১১
গৌণোপায় ১১১
চিচ্ছক্তি ১৪৩
চিদ্বস্তু ১৯
চিদ্বৈভব ৭
চিদ্ব্যাপার ২০
চিন্ময় নাম ৯২
ছায়া নামাভাস ৩৪
জীবতত্ত্ব ৮১
জীব বৈভব, মুক্ত, বদ্ধ, বহির্ম্মুখ জীব ৮
জীবশক্তি ১৪৪
জীবের গুণ ৫৫
জাড্য ১১৭
জ্ঞানকাণ্ড ১০
জ্ঞানীয় গৌণপথ ১২
তামস মন্ত্র ৮৬
ত্রিবিধ বৈভব ৪
দয়া কৃষ্ণের ৯
দশমূল ৮০
দশা ১৪৫
দশাপরাধ ১৪৪
দাম্ভিকতা ৪৬
দীক্ষা ৭২
দৃঢবরণ ১৫৮
দেশকালবাধা ২৪
নববিধভক্তি ৮২
নামগ্রহণ ১৫
নামনিত্য ১৮
নামমুখ্যঅঙ্গ ২১
নাম রস ১২৯
নামাচার্য্যতা ১৬
নামাপরাধ ৩৩, ১৩২
নামাভাস, ২২, ২৫, ২৭, ৩০, ৩৪
নামাভাসী ১০০

নামালোচনা ১৪
নামেব্যবধান ২৩
নামের চিন্ময়ত্ব ৯২
নামের সর্ব্বমূলত্ব ২০
নামের স্বরূপ ১৭, ১০৮
নিত্যমুক্তভেদ ৮১
নিত্যবদ্ধ ৮১
নিকপট নাম ১২০
নিষ্কপট বিশ্বাস ২৫
পঞ্চদশা ১৫৪
পরতত্ব ৭
পরিহাস ৩১, ৩২
পাপগন্ধ ৪৫, ৯৭
পাপাচরণ ৯৮
প্রক্রিয়া ১২২
প্রতিকূল বর্জ্জন ২৫
প্রতিবিম্ব নামাভাস ৩৫
প্রমাণ ৭৯
প্রমাদ ৯৮, ১১৬
প্রমেয় সম্বন্ধ জ্ঞান ৮২
প্রয়োজন ২৮, ৮৩
প্রাকৃত বৈষ্ণব ৫১
প্রাকৃত শুভকর্ম্ম ৯
প্রেম ৮৩
বদ্ধজীব ৮, ৮১
বরণ দশা ১৫৭
বর্ণচতুষ্টয় ৬১
বহির্ম্মুখজীব ৮
বিক্ষেপ ১২১
বিভাব ১৪৬
বিষ্ণুগুণ ৫৬
বিষ্ণুজ্ঞান ৬২
বিষ্ণুতত্ব ৬, ৫৫
বেদবিরুদ্ধবাদ ৮৩
বৈভব ৪
বৈরাগীগুরু ৭১
বৈষ্ণবপ্রায় ২০, ৫১
বৈষ্ণবলক্ষণ ১৬
বৈষ্ণবতর তম, ১৭
ব্যতিরেকভাব ১৩১
ব্যবহিত নাম ২৩
ব্রহ্মতত্ব ৬৩
ব্রহ্মবস্তু ১১
ব্রহ্মলয় সুখ ১৪
ভক্তিক্রিয়া ১৪৬
ভক্তিস্বরূপ ১৪৫
ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতি ১১
ভজননৈপুণ্য ১৩১

ভাবতত্ত্ব ১৪৭,১৫৫
ভাবসেবা ১০৯
ভাবার্জ্জন ৬১
ভাবোদয় ১৩০
মধ্যম বৈষ্ণব ৫২
মর্কট বৈরাগ্য ৯৯
মায়াতত্ত্ব ৭,১৪৩
মায়াদেবী ৮৭,৮৪
মায়াবাদ ২৩, ৩৭, ৬২, ৬৫, ৭৩,
মুক্তজীব ৮, ৮১
যুগধর্ম্ম ১১৫
রসগুণস্বরূপ ১৪৫
রসতত্ত্ব ১৪২,১৪৫
রসের বিভাব ১৪৭
রুচি ১৫৭
রূপনিত্য ১৮
লিঙ্গভঙ্গ ১৫২
লীলা ১৯
শক্তিসঞ্চার ৫৮
শরণাপত্তি ১২৫
শিক্ষা ৭২
শিষ্য ৬৫
শুদ্ধ সত্ত্ব ৬, ১১০
শুভকর্ম্ম ৯, ১০৯
শ্রদ্ধা ২৪,১০৩
শ্রবণদশা ১৫৫
সঙ্কেত ৩১, ৩২
সত্ত্ব ৬, ৭
সম্বন্ধ ২৯
সাধক ১১৭
সাধন ১৪, ১৫৩
সাধ্য ১৪
সাধুনিন্দা ৪০ ৪১ ৫৩
সাধুনির্ণয় ৪১,৪৬
সাযুজ্য ৩৮, ১১২
সিদ্ধভাব ১৫৭
সিদ্ধা ১৬৩
সুকৃতি ১১
সুপাত্র বিচার ৭০
সেবাপরাধ ১০৪
স্তোভ ৩১, ৩২
স্ত্রীসঙ্গী ৫০
স্থায়ীভাব ১৪৭
স্মরণদশা ১৬০, ১৬১
স্বরূপ.ভেদ ১৭
স্বাভাবিকী উপাসক ১৫১
হরি একপরতত্ত্ব ৮০
হেলা ৩১, ৩২, ৩৩

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—(ঃ০ঃ)—

শ্রীনাম মাহাত্ম্য সূচনা।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ॥

লবণ জলধি তীরে, নীলাচলে শ্রীমন্দিরে,
দারুব্রহ্ম পুরুষপ্রধান।
জীবে নিস্তারিতে হরি, অর্চ্চারূপে অবতরি,
ভোগ মোক্ষ করেন প্রদান ॥
সেই ধামে শ্রীচৈতন্য, মানবে করিতে ধন্য,
সন্ন্যাসী রূপেতে ভগবান।
কলিতে যে যুগধর্ম্ম, বুঝাইতে তার মর্ম্ম
কাশী মিশ্র ঘরে অধিষ্ঠান ॥

নিজ ভক্তবৃন্দ লয়ে, নিজে কল্পতরু হয়ে
কৃষ্ণপ্রেম দেন সর্ব্বজনে।
নানা মতে ভক্তমুখে (১) ভক্তিকথা শুনি সুখে
জীব শিক্ষা দেন সুযতনে॥
একদিন ভগবান, সমুদ্রে করিয়া স্নান,
শ্রীসিদ্ধ বকুলে হরিদাসে।
মিলি আনন্দিত মনে, জিজ্ঞাসিলা সযতনে,
কিসে জীব তরে অনায়াসে॥
প্রভুর চরণ ধরি, অনেক বিনয় করি,
গলদশ্রু পুলক শরীর।
হরিদাস মহাশয়, কাঁদিতে কাঁদিতে কয়,
প্রভু তব লীলা সুগভীর॥
আমি অতি অকিঞ্চন, নাহি মোর বিদ্যাধন,
তব পা আমার সম্বল।
এহেন অযোগ্য জনে, প্রশ্ন করি অকারণে,
বল প্রভু হবে কিবা ফল॥
তুমি কৃষ্ণ স্বয়ং প্রভো, জীব উদ্ধারিতে বিভো,
নবদ্বীপ ধামে অবতার।

---

(১) শ্রীরামানন্দ রায় মুখে রসকথা; শ্রীসার্ব্বভৌম মুখে মুক্তি তত্ত্ব কথা; শ্রীরূপের মুখে রস বিচার ও শ্রীহরিদাসের মুখে নামমাহাত্ম্য।

কৃপা করি রাঙ্গা পায়, রাখ মোরে গৌর রায়,
তবে চিত্ত প্রফুল্ল আমার ॥
তোমার অনন্ত নাম, তবানন্ত গুণগ্রাম,
তবরূপ সুখের সাগর।
অনন্ত তোমার লীলা, কৃপা করি প্রকাশিলা,
তাই আস্বাদয়ে এ পামর (২) ॥
চিন্ময় ভাস্কর তুমি, কিরণের কণ আমি,
তুমি প্রভু আমি নিত্যদাস।
চরণ পীযূষ তব, মম সুখ সুবৈভব,
তব নামামৃত মোর আশ ॥
এমত অধম আমি, কি বলিতে জানি স্বামি,
তবু আজ্ঞা করিব পালন।
যা বলাবে মোর মুখে, তোমারে বলিব সুখে,
দোষ গুণ না করি গণন ॥

---

(২) তুমি কৃপা করিয়া তোমার চিন্ময় নামরূপ-গুণলীলা এই জড়বিশ্বে উদয় করিয়াছ বলিয়া আমার ন্যায় জীব সকল তাহা আস্বাদন করিতেছে। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যক্ষ ভাবই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।

কৃষ্ণতত্ত্ব,

এক মাত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর (৩)।
নিত্য শক্তিযোগে কৃষ্ণ বিভু পরাৎপর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণশক্তি,

কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ হইতে না হয় স্বতন্ত্র।
যেই শক্তি সেই কৃষ্ণ কহে বেদমন্ত্র ॥
কৃষ্ণ বিভু, শক্তি তাঁর বৈভব স্বরূপ।
অনন্ত বৈভবে কৃষ্ণ হয় একরূপ ॥

ত্রিবিধ বৈভব,

শক্তির প্রকাশ যেই সেইত বৈভব।
বিভুর বৈভব মাত্র হয় অনুভব ॥

---

(৩) স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ কৃষ্ণ। তিনি স্বভাবতঃ অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু। শক্তি তাঁহার ধর্ম্ম; সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নয়। শক্তিই বিভুচৈতন্যের বৈভব। অনন্তবৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞানচর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহা পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রভা স্বরূপ। অষ্টাঙ্গ যোগে অন্য সমস্ত সত্তার অন্তর্যামী সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে জগদনুস্যূত পরমাত্মা বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহাও কৃষ্ণের এক অংশ জ্ঞানমাত্র। সুতরাং ব্রহ্মও পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বরূপগত খণ্ড-ভাবদ্বয়। কৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তি সম্পন্ন পূর্ণচৈতন্য। ইচ্ছাময় পুরুষ সর্ব্বদা সত্যসঙ্কল্প।

বৈভব ত্রিবিধ তব গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চিদচিৎ জীব তিন শাস্ত্রের গোচর (৪)॥

চিদ্বৈভব,

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আদি যত কৃষ্ণধাম।
গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি আদি যত নাম॥
দ্বিভুজ মুরলীধর আদি যত রূপ।
ভক্তানন্দপ্রদ আদি গুণ অপরূপ॥
ব্রজে রাসলীলা নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন।
এইরূপ কৃষ্ণলীলা বিচিত্র গণন (৫)॥
এ সমস্ত চিদ্বৈভব অপ্রাকৃত হয়।
আসিয়াও এ প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক নয়॥

---

(৪) কৃষ্ণের বৈভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ চিদ্বৈভব, অচিৎ অর্থাৎ মায়া বৈভব এবং জীব বৈভব।

(৫) চিদ্বৈভব সমস্তই কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের পরাশক্তি। পূর্ণচিচ্ছক্তি পরিণামই চিদ্বৈভব। চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের চিদ্ধাম সমূহ, চিন্নামনিচয়, চিৎস্বরূপগণ এবং সর্ব্বপ্রকার চিল্লীলা সামগ্রী সমুদায়ই চিদ্বৈভব। চিচ্ছক্তির সন্ধিনীপ্রভাব হইতে সত্তা সমূহ, সম্বিৎ প্রভাব হইতে জ্ঞান সমূহ এবং হ্লাদিনী প্রভাব হইতে আনন্দজনক ভাব সম্বন্ধ ও রস উদিত হইয়াছে। যোগমায়া চিচ্ছক্তির সমস্ত পরিণতিই জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত, সর্ব্বদা শুদ্ধ সুখময়।

চিদ্ব্যাপার সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্ব সার।
বিষ্ণুপদ বলি বেদে গায় বার বার॥

কৃষ্ণের চিদ্বিভূতাই বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্ব,

নাহি তাহে জড়ধর্ম্ম মায়ার বিকার।
জড়াতীত বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বসার॥
শুদ্ধ সত্ব রজস্তম গন্ধ বিরহিত।
রজস্তম মিশ্র মিশ্রসত্ব সুবিদিত (৬)॥
গোবিন্দ বৈকুণ্ঠনাথ কারণোদ শায়ী।
গর্ভোদক শায়ী আর ক্ষীরসিন্ধু স্থায়ী॥
আর যত স্বাংশ পরিচিত অবতার।
সেই সব শুদ্ধসত্ব বিষ্ণুতত্ত্ব সার॥

---

(৬) সত্ব দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসত্ব। চিদ্বৈভব স্থিত সমস্ত সত্বই শুদ্ধসত্ব। জড়জগতের সমস্ত সত্বই মিশ্রসত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে রজঃ ও তমঃ নাই। জন্মই রজঃ। অনাদি চিন্ময় সত্তায় জন্ম ধর্ম্ম রূপ রজঃ নাই, বিনাশ ধর্ম্মরূপ তমঃও নাই তাহা নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ সকল স্বতঃ শুদ্ধসত্ব হইলেও অবিদ্যা সংযোগে মায়ার রজঃও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছে; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান সংযোগে রজস্তম মিশ্র হওয়াতে মিশ্র সত্ব মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা শুদ্ধসত্ব মায়ার ঈশ্বর। মায়া তাঁহার পরিচারিকা।

গোলকে বৈকুণ্ঠে আর কারণ সাগরে।
অথবা এ জড়ে থাকে বিষ্ণু নাম ধরে॥
প্রবেশি এ জড় বিশ্ব মায়ার অধীশ।
বিষ্ণু নাম প্রাপ্ত বিভু সর্ব্বদেব ঈশ (৭)॥
মায়ার ঈশ্বর মায়ী শুদ্ধ সত্বময়।

মিশ্রসত্ব,

মিশ্রসত্ব ব্রহ্মা শিব আদি সব হয়॥

চিদ্‌ বৈভবের বিস্তৃতি,

এ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আর বিষ্ণুধাম।
তব চিদ্বৈভব নাথ তব লীলাগ্রাম॥

অচিদ্‌বৈভব মায়াতত্ত্ব,

বিরজার এই পারে যতবস্তু হয়।
অচিৎ বৈভব তব চৌদ্দলোক ময়॥
মায়ার বৈভব বলি বলে দেবীধাম।
পঞ্চভূত মনবুদ্ধি অহঙ্কার নাম (৮)॥

---

(৭) এই প্রাপঞ্চিক জগতে চিদ্বৈভব অবতীর্ণ হইয়াও প্রাপঞ্চিক হয় না, চিদ্বৈভবই থাকে। ইহা অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, চিদ্বস্তু শুদ্ধ সত্ব।

(৮) পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী ও পঞ্চভূতময় বদ্ধজীবের স্থূল দেহ এই সকল স্থূল। মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার ময় জীবের বাসনা দেহই লিঙ্গ দেহ এই সমস্তই প্রাকৃত। চিৎকণ জীবের যে শুদ্ধসত্ত্বা তাহাতে যে শুদ্ধসত্বময় মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে, তাহা চিন্ময় এবং লিঙ্গ দেহ হইতে বিলক্ষণ।

এ ভূর্ল্লোক ভুবলোক আর স্বর্গলোক।
মহর্ল্লোক জনতপ সত্য ব্রহ্মলোক॥
অতল সুতল আদি নিম্নলোক সাত।
মায়িক বৈভব তব শুন জগন্নাথ॥
চিদ্বৈভব পূর্ণতত্ত্ব মায়া ছায়া তার।

জীব বৈভব,

চিদণুস্বরূপ জীব বৈভব প্রকার॥
চিদ্ধর্ম্ম বশতঃ জীব স্বতন্ত্র গঠন।
সংখ্যায় অনন্ত সুখ তার প্রয়োজন॥

মুক্তজীব,

সেই সুখ হেতু যারা কৃষ্ণেরে বরিল।
কৃষ্ণ পারিষদ মুক্ত রূপেতে রহিল॥

বদ্ধ বা বহির্ম্মুখ জীব,

যারা পুন নিজ সুখ করিয়া ভাবনা।
প।র্শ্বস্থিতা মায়া প্রতি করিল কামনা॥
সেই সব নিত্যকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হৈল।
দেবীধামে মায়াকৃত শরীর পাইল॥
পুণ্য পাপ কর্ম্মচক্রে পড়িয়া এখন।
স্থূল লিঙ্গ দেহে সদা করেন ভ্রমণ॥
কভু স্বর্গে উঠে কভু নিরয়ে পড়িয়া।
চৌরাশি লক্ষ যোনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥

তথাপি কৃষ্ণদয়া,

তুমি বিভু তোমার বৈভব জীব হয় (৯)।
দাসের মঙ্গল চিন্তা তোমার নিশ্চয় ॥
দাস যাহা সুখ মানি করে অন্বেষণ।
তুমি তাহা কৃপা করি কর বিতরণ ॥

প্রাকৃত শুভকর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড,

মায়ার বৈভবে যে অনিত্য সুখ চায়।
তোমার কৃপায় সে অনায়াসে পায় ॥
সেই সুখ প্রাপ্ত্যুপায় শুভ কর্ম্ম যত।
নিরমিলে ধর্ম্মে যজ্ঞ যোগ হোমব্রত ॥
সেই সব শুভকর্ম্ম সদা জড়ময়।
চিন্ময়ী প্রবৃত্তি তাহে কভু না মিলয় (১০) ॥

---

(৯) জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকেন কৃষ্ণ তাহার সখারূপে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল সেই অবস্থায় সেইখানে দিয়া থাকেন। জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য কৃষ্ণ ঈশ জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ নিয়ন্তা জীব নিয়াম্য। কৃষ্ণ স্বতন্ত্র, জীব কৃষ্ণ পরতন্ত্র। কৃষ্ণ প্রভু,জীব দাস। কৃষ্ণ ফলদাতা, জীব ফলভোক্তা।

(১০) ধর্ম্ম বর্ণাশ্রমাদি। যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি। যোগ অষ্টাঙ্গাদি। হোমহবনাদি। ব্রত, দর্শপৌর্ণমাস্যাদি। শুভকর্ম্ম ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি জড় দ্রব্য কাল ও দেশের আশ্রয়ে শুভকর্ম্ম কৃত হয়। বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া সেই সব কর্ম্মকৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎ প্রবৃত্তি নাই। চিৎপ্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়টী অনুভূত হয় না।

তাহার সাধনে সাধ্য জড়ময় ফল।
উচ্চলোক ভোগ সুখ তাহাতে প্রবল॥
সেই সব কর্ম্মভোগে নাহি আত্মশান্তি।
তাহাতে প্রয়াস করা অতিশয় ভ্রান্তি॥
সেই সব শুভকর্ম্ম উপায় হইয়া।
অনিত্য উপেয় সাধে লোক সুখ দিয়া (১১)॥

সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায়।

কভু যদি সাধু সঙ্গে জানিতে সে পারে।
আমি জীব কৃষ্ণদাস যায় মায়া পারে॥
সে বিরল ফল মাত্র সুকৃতিজনিত।
তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডে নাহি করিলে বিহিত॥

জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মলয় সুখ।

আর যিনি মায়ার যন্ত্রণামাত্র জানি।
মুক্তিলাভে যত্নবান তিনি হন জ্ঞানী॥
সে সব লোকের জন্য তুমি দয়াময়।
জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মবিদ্যা দিয়াছ নিশ্চয়॥
সেই বিদ্যা মায়াবাদ করিয়া আশ্রয়।
জড় মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে জীব হয় লয়॥

---

(১১) লোকসুখ স্বর্গাদিলোকে যে অনিত্য সুখ পাওয়া যায় তাহাই লোক সুখ। চিৎসুখ তাহা হইতে বিলক্ষণ।

ব্রহ্মবস্তু কি ?

সেই ব্রহ্ম তব অঙ্গকান্তি জ্যোতির্ম্ময়।
বিরজার পারে স্থিত তাতে হয় লয়॥
যে সব অসুরে বিষ্ণু করেন সংহার।
তাহারাও সেই ব্রহ্মে যায় মায়াপার॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।

কর্ম্মী জ্ঞানী উভয়েই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
কভু নাহি আস্বাদয় কৃষ্ণদাস্য সুখ॥

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি।

ভক্তির উন্মুখী সেই সুকৃতি প্রধান।
তার ফলে জীব ভক্ত সাধুসঙ্গ পান (১২)॥
শ্রদ্ধাবান হয়ে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করে।
নামে রুচি জীবে দয়া ভক্তি পথ ধরে॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রতি কৃপায় গৌণপথবিধান।

দয়ার সাগর তুমি জীবের ঈশ্বর।
কর্ম্মী জ্ঞানী বহির্ম্মুখ উদ্ধারে তৎপর॥
কর্ম্মপথে জ্ঞানপথে পথিক যে জন।
তাহার উদ্ধার লাগি তোমার যতন॥

---

(১২) সুকৃতি তিন প্রকার কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফল ভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।

সেই সেই পথিকের মঙ্গল চিন্তিয়া।
গৌণভক্তিপথ এক রাখিল করিয়া (১৩) ॥

কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মের গৌণ ভক্তি পথ।

কর্ম্মী বর্ণাশ্রমে থাকি সাধুসঙ্গ করি।
কর্ম্ম মাঝে ভক্তি করে গৌণ পথধরি॥
তার কৃত কর্ম্ম সব হৃদয় শোধিয়া।
তিরোহিত হয় শ্রদ্ধা বীজে স্থান দিয়া॥

জ্ঞানীর গৌণপথ,

জ্ঞানী সুকৃতির বলে ভক্তের কৃপায়।
অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা অনায়াসে পায় (১৪)॥
তুমি বল মোর দাস মায়ার বিপাকে।
চাহে অন্য তুচ্ছ ফল ছাড়িয়া আমাকে॥
আমি জানি তার যাতে হয় সুমঙ্গল।
ভুক্তি মুক্তি ছাড়াইয়া দিই ভক্তি ফল॥

গৌণপথের প্রক্রিয়া।

তার কাম অনুসারে চালাঞা তাহারে।
গৌণপথে ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা দিই তারে॥

---

(১৩) বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ ব্রতই কর্ম্ম মার্গীয় গৌণভক্তিপথ।

(১৪) ভক্ত সাধু সঙ্গাদিই জ্ঞানমার্গের গৌণ ভক্তিপথ। শুদ্ধ ভক্তির প্রাপ্ত্যুপায় বর্ণনে রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু এই দুই গৌণ পথকে "বাহ্য" বলিয়া অনাদর করিয়াছেন।

এ তোমার কৃপা প্রভু তুমি কৃপাময়।
কৃপা না করিলে কিসে জীব শুদ্ধ হয়॥

কলিতে গৌণপথের দুর্দ্দশা।

সত্যযুগে ধ্যানযোগে কত ঋষিগণে।
শুদ্ধ করি দিলে প্রভু নিজ ভক্তি ধনে॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ কর্ম্মে অনেক শোধিলে।
দ্বাপরে অর্চ্চনমার্গে ভক্তি বিলাইলে॥
কলি আগমনে নাথ জীবের দুর্দ্দশা।
দেখি জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ছাড়িল ভরসা॥
অল্প আয়ু বহু পীড়া বল বুদ্ধি হ্রাস।
এই সব উপদ্রব জীবে কৈল গ্রাস॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর সাংখ্য যোগ জ্ঞান।
কলি জীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান॥
জ্ঞান কর্ম্ম গত যে ভক্তির গৌণপথ।
কণ্টকে সংকীর্ণ হঞা হইল বিপথ (১৫)॥

---

(১৫) জ্ঞানচর্চ্চা সময়ে প্রকৃত সাধুসঙ্গ এবং নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগের দ্বারা ভক্তিদেবীর মন্দিরাভিমুখে গমনের যে দুইটী গৌণপথ ছিল তাহা কলিকালে দূষিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধুর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মধ্বজীর প্রাবল্য। বিষয় ভোগের লালসায় কর্ম্ম দ্বারা কেবল হৃদ্বিশুদ্ধির অনাদর প্রবল। সুতরাং গৌণপথ দ্বারা আর মঙ্গল হয় না। দ্বাপরে যে মুখ্য পথরূপ অর্চ্চন প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাও নানা দৌরাত্ম্যে দূষিত প্রায় হইল।

পৃথক উপায় ধরি উপেয় সাধনে।
বিঘ্ন বহুতর হৈল জীবের জীবনে (১৬)॥

নামালোচনার মুখ্যপথ,

প্রভু তুমি জীবের মঙ্গল চিন্তা করি।
কলিযুগে নাম সঙ্গে স্বয়ং অবতরি॥
যুগ ধর্ম্ম প্রচারিলে নাম সংকীর্ত্তন।
মুখ্যপথে জীব পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥
নামের স্মরণে আর নাম সংকীর্ত্তন।
এই মাত্র ধর্ম্ম জীব করিবে পালন॥

সাধ্য-সাধন ও উপায় উপেয়ের অভেদতাক্রমে নামের মুখ্যতা।

যেইত সাধন সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল॥

---

(১৬) যাঁহার অবলম্বনে উপেয় বস্তু পাওয়া যায় তাহাই উপায়। উপায় সাধন দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহাই উপেয়। সাধনের নামান্তর উপায়। সাধ্যের নামান্তর উপেয়। পরমেশ্বর প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়। কেন না তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম সাধন সেরূপ নয়। নাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। সুতরাং সাধ্য ও উপেয় রূপে সাধন বা উপায় রূপ নাম স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। এই তত্ত্বটী বিশেষ সৌভাগ্য বলেই জানা যায়।

সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব তোমার কৃপায়॥
আমিত অধম অতি মজিয়া বিষয়ে।
না ভজিনু নাম তব অতি মূঢ় হয়ে॥
দর দর ধারা চক্ষে ব্রহ্ম হরিদাস।
পড়িল প্রভুর পদে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
হরি ভক্ত ভক্তি মাত্রে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি জীবন তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ নামমাহাত্ম্য সূচনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নাম গ্রহণ বিচার।

গদাই গৌরাঙ্গজয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥
মহাপ্রেমে হরিদাস করেন রোদন।
প্রেমে তারে গৌরচন্দ্র দিলা আলিঙ্গন॥

কৃষ্ণ বস্তু হয় চারি ধর্ম্মে পরিচিত (৩)।
নাম রূপ গুণ কর্ম্ম অনাদি বিহিত॥

নাম নিত্যসিদ্ধ,

নিত্য বস্তু রসরূপ কৃষ্ণ সে অদ্বয়।
সেই চারি পরিচয়ে বস্তু সিদ্ধ হয়॥
সন্ধিনী শক্তিতে তাঁর চারি পরিচয়।
নিত্য সিদ্ধ রূপে খ্যাত সর্ব্বদা চিন্ময়॥
কৃষ্ণ আকর্ষয়ে সর্ব্ব বিশ্বগত জন।
সেই নিত্য ধর্ম্মগত কৃষ্ণনাম ধন॥

কৃষ্ণ রূপনিত্য,

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণহৈতে সর্ব্বদা অভেদ।
নাম রূপ এক বস্তু নাহিক প্রভেদ॥
শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে।
রূপ নাম ভিন্ন নয় নাচে নানা রঙ্গে॥

---

(৩) বস্তুমাত্রই নামরূপ গুণ ও কর্ম্মদ্বারা পরিচিত। কৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু। সুতরাং তাঁহাতেও নামরূপ গুণ ও লীলা এই চারিটী পরিচায়ক। যাহাতে এই চারি পরিচয় অভাব সেটী বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যথা ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্ম বস্তু নন, কেবল ভগবত্তত্ত্বের একটী ব্যতিরেক পরিচয় মাত্র।

কৃষ্ণগুণ নিত্যত্ব,

কৃষ্ণ গুণ চতুঃষষ্টি অনন্ত অপার (৪)।
যাঁর নিজ অংশ রূপে সব অবতার॥
যাঁর গুণ অংশে ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বর।
যাঁর গুণে নারায়ণ ষষ্টি গুণেশ্বর॥
সেই সব নিত্যগুণে নিত্য নাম তাঁর।
অনন্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠ ব্যাপার॥

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব,

সেইগুণ তরঙ্গেতে লীলার বিস্তার।
গোলকে বৈকুণ্ঠ ব্রজ সব চিদাকার॥

চিদ্বস্তুতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা বস্তু হইতে পৃথক নয়;

নাম রূপ গুণলীলা অভিন্ন উদয়।
অচিৎ সম্পর্কে বদ্ধ জীবে ভিন্ন হয় (৫)॥

---

(৪) পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রমাণ মালা দেখুন। কৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পূর্ণরূপে বিরাজমান। নারায়ণ হইতে রামাদি অবতার পর্য্যন্ত স্বাংশ বিলাসতত্ত্বে ষষ্টিগুণ প্রকাশিত। গিরীশাদি দেবতায় পঞ্চ পঞ্চাশদ্ গুণ আংশিকরূপে প্রকট। সাধারণ জীবে কেবল পঞ্চাশদ্ গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে লক্ষিত। বিষ্ণুতত্ত্ব মধ্যেও কৃষ্ণে চারিটী অসাধারণ গুণ তাঁহাকে সেই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা রূপে পরিচয় দেয়।

(৫) কৃষ্ণ বিভু চৈতন্য। অতএব তাঁহার নামরূপ গুণ ও লীলা তাঁহার চিন্ময়স্বরূপ হইতে অভিন্ন। জীব চৈতন্যকণ সুতরাং শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাম রূপগুণ ও কর্ম্ম তাঁহার চৈতন্যকণ স্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ অপৃথক্। বদ্ধজীব অচিৎ জগতে স্থূললিঙ্গ দেহ পাইয়া স্ব স্ব রূপ হইতে পৃথক্ নাম রূপ গুণ কর্ম্ম পাইয়াছেন।

শুদ্ধ জীবে নাম রূপ গুণ ক্রিয়া এক।
জড়াশ্রিত দেহে ভেদ এই সে বিবেক ॥
কৃষ্ণে নাহি জড় গন্ধ অতএব তাঁয়।
নাম রূপ গুণলীলা এক তত্ত্ব ভায় ॥

নামের সর্ব্বমূলত্ব,

এই চারি পরিচয় মধ্যে নাম তাঁর।
সকলের আদি সে প্রতীতি সবাকার ॥
অতএব নাম মাত্র বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
নামে প্রস্ফুটিত হয় রূপ গুণ কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের সমগ্রলীলা নামে বিদ্যমান।
নাম সে পরমতত্ত্ব তোমার বিধান ॥

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়ে ভেদ আছে,

সেই নাম বদ্ধ জীব শ্রদ্ধা সহকারে।
শুদ্ধ রূপে লইলে বৈষ্ণব বলি তারে ॥
নামাভাস যার হয় সে বৈষ্ণব প্রায়।
নাম কৃপা বলে ক্রমে শুদ্ধ ভাবপায় ॥

এই মায়িক জগতে কৃষ্ণনাম, ও জীব এই দুইটীমাত্র চিদ্ব্যাপার।

নাম সম বস্তু নাই এ ভব সংসারে।
নাম সে পরম ধন কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ॥

ইহাই তাঁহার বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ কৃপায় মুক্ত হইলে আর সেইরূপ থাকিবে না।

জীব নিজে চিদ্ব্যাপার কৃষ্ণনাম আর।
আর সব প্রাপঞ্চিক জগত সংসার (৬)॥

মুখ্য ও গৌণ ভেদে নাম দুই প্রকার,

মুখ্য গৌণ ভেদে কৃষ্ণ নাম দ্বিপ্রকার।
মুখ্য নামাশ্রয়ে জীব পায় সর্ব্বসার॥
চিল্লীলা আশ্রয় করি যত কৃষ্ণ নাম।
সেই সেই মুখ্য নাম সর্ব্বগুণ ধাম॥

মুখ্য নাম,

গোবিন্দ গোপাল রাম শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ হরি যশোমতীপ্রাণধন॥
মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব।
গোপীনাথ ব্রজগোপ রাখাল যাদব॥
এইরূপ নিত্য লীলা প্রকাশক নাম।
এসব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম॥

---

(৬) এই জড়জগতে সকলই মায়িক, জড়ময়। জীব কৃষ্ণেচ্ছায় এখানে বদ্ধ হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র এই জড়জগতের চিদ্ব্যাপার। কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এ জগতে দ্বিতীয় চিদ্ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই জগতে দুইটী মাত্র চিত্তত্ত্ব অর্থাৎ জীব ও কৃষ্ণনাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ এ স্থলে বিভিন্নাংশ বলিয়া জীব মধ্যে গণিত হইয়াছেন॥

গৌণ নাম ও তাহার লক্ষন,

জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত॥
সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা ব্রহ্ম স্থিতিকর।
জগৎ সংহর্ত্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর॥

মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ,

এইরূপ নাম কর্ম্ম জ্ঞান কাণ্ডগত।
পুণ্য মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত॥
নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তাঁর মুখ্য নামে মাত্র লভে সাধুগণ (৭)॥

নাম ও নামাভাসমাত্র ফলভেদ,

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ পথে অন্তরেতে যায়॥
শুদ্ধ বর্ণ হয় বা অশুদ্ধ বর্ণ হয়।
তাতে জীব তরে এই শাস্ত্রের নির্ণয়॥
কিন্তু এক কথা ইথে আছে সুনিশ্চিত।
নামাভাস হইলে বিলম্বে হয় হিত॥
নামাভাস হইলেও অন্য শুভ হয়।
প্রেমধন কেবল বিলম্বে উপজয়॥

---

(৭) কৃষ্ণের গৌণ নাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষরূপ ফলোদয় হয়। কৃষ্ণের মুখ্য নামই কেবল প্রেমদানে সমর্থ।

নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লভয়ে নিশ্চয় (৮) ॥

ব্যবহিত বা ব্যবধানে দোষ জন্মে,

কিন্তু ব্যবহিত হলে হয় অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় প্রেম লাভে বাধ ॥
নাম নামী ভেদ বুদ্ধি ব্যবধান হয়।
ব্যবহিত থাকিলে কদাপি প্রেম নয় ॥

ব্যবধান দুই প্রকার,

বর্ণ ব্যবধান আর তত্ত্ব ব্যবধান।
ব্যবধান দ্বিপ্রকার বেদের বিধান ॥

মায়াবাদই নামে তত্ত্ব ব্যবধান করে।

তত্ত্ব ব্যবধান মায়াবাদদুষ্ট মত।
কলির জঞ্জাল এই শাস্ত্র অসম্মত (৯) ॥

---

(৮) নামাভাস দ্বারা সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব্ব পাপও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধনাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন শুদ্ধ নাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।

(৯) বর্ণ ব্যবধান এইরূপ হবিকরি এই স্থানে প্রথম ও শেষ অক্ষরে হরি শব্দ হইলেও ঠিক এই ব্যবধান মধ্যে থাকায় নামফলের প্রতিবন্ধক হইল। হারাম শব্দে সেরূপ ব্যবধান নাই। অতএব হা রাম এই সাঙ্কেতিক অর্থ যোগে মুক্তি ফলপ্রদ হয়। তত্ত্ব ব্যবধান অতিশয় দুষ্ট। বস্তুত কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। যদি কেহ মায়াবাদ গ্রহণ পুর্ব্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক কল্পিত বলিয়া জানেন তবে তাহার তত্ত্ব ব্যবধান হইল। তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়।

ব্যবধান শুদ্ধনামই শুদ্ধ নাম,

অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম যাঁর মুখে।
তাঁহাকে বৈষ্ণব জানি সদা সেবি সুখে॥

অনর্থ যত নষ্ট হয় ততই নামাভাসত্ব
দূর হয় ও চিন্ময়নাম প্রকাশ পায়

নামাভাস ভেদি শুদ্ধনাম লভিবারে।
সদ্‌গুরু সেবিবে জীব যত্ন সহকারে॥
ভজনে অনর্থ নাশ যেই ক্ষণে পায়।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়॥
নাম সে অমৃতধারা নাহি ছাড়ে আর।
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার॥
নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন॥

যাহার নামে শ্রদ্ধা হয় তাহারই নামে অধিকার
হইয়া থাকে, নামে সর্ব্বশক্তি আছে।

নামে অধিকার নরমাত্রে কৈলে দান।
সর্ব্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান॥
যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী।
যার মুখে কৃষ্ণ নাম সেই আচারী॥

দেশকাল অশৌচাদির বাধা নামে নাই,

দেশ কাল অশৌচাদি নিয়ম সকল।
শ্রীনামগ্রহণে নাই নাম সে প্রবল॥

কলিজীবের নামে নিষ্কপট বিশ্বাস্
হইলেই নামে অধিকার হইল,

দানে যজ্ঞে স্নানে জপে আছে ত বিচার।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে মাত্র শ্রদ্ধা অধিকার (১০)॥
যুগধর্ম্ম হরিনাম অনন্য শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয় তার সর্ব্বলাভ হয়॥
কলিজীব নিষ্কপটে কৃষ্ণের সংসারে।
অবস্থিত হয়ে কৃষ্ণনাম সদা করে॥

নামের অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন,

ভজনের অনুকূল সর্ব্বকার্য্য করি।
ভজনের প্রতিকূল সব পরিহরি॥
কৃষ্ণের সংসারে থাকি কাটায়ে জীবন।
নিরন্তর হরিনাম করেন স্মরণ॥

অনন্য বুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করিবে,

আর কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু না করিবে।
স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে অন্যে না পূজিবে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণ প্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে॥

---

(১০) দানাদি কর্ম্মে দেশ কালপাত্র শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অধিকার জন্মে। কিন্তু কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।

হরিদাস কাঁদি প্রভু চরণে পড়িয়া।
নামে অনুরাগ মাগে চরণ ধরিয়া॥
হরিদাস পদে ভক্তিবিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি জীবন তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রীনামগ্রহণবিচারো
নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামাভাস বিচার।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তজন॥
হরিদাসে মহাপ্রভু সদয় হইয়া।
উঠায় তখন পদ্মহস্ত প্রসারিয়া॥
বলে শুন হরিদাস আমার বচন।
নামাভাস স্পষ্ট রূপে বুঝাও এখন॥
নামাভাস বুঝাইলে নাম শুদ্ধ হবে।
অনায়াসে জীব নামগুণে তরে যাবে॥

নামাভাস। মেঘ কুজ্‌ঝটিকারূপ অজ্ঞান ও অনর্থ,

নাম সূর্য্য সম নাশে মায়া অন্ধকার।
মেঘ কুজ্‌ঝটিকা নামে ঢাকে বার বার॥
জীবের অজ্ঞান আর অনর্থ সকল।
কুজ্‌ঝটিকা মেঘ রূপে হয় ত প্রবল (১)॥
কৃষ্ণ নাম সূর্য্য চিত্ত গগনে উঠিল।
কুজ্‌ঝটিকা মেঘ পুন তাঁহাকে ঢাকিল॥

অজ্ঞান কুজ্‌ঝটিকা। স্বরূপ ভ্রম,

নামের যে চিৎস্বরূপ তাহা নাহি জানে।
সে অজ্ঞান কুজ্‌ঝটিকা অন্ধকার আনে॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর বলি নাহি জানে যেই।
নানা দেবে পূজি কর্ম্মমার্গে ভ্রমে সেই॥
জীবে চিৎস্বরূপ বলি নাহি যার জ্ঞান।
মায়া জড়াশ্রয়ে তার সতত অজ্ঞান॥
তবে হরিদাস বলে আজ আমি ধন্য।
মম মুখে নাম কথা শুনিবে চৈতন্য॥

---

(১) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নরূপে চিৎসূর্য্য। তমোধর্ম্ম মায়াকে নাশ করেন। বদ্ধজীবে কৃপা করিয়া নামসূর্য্য জগতে উদয় হইয়াছেন! বদ্ধজীবের অজ্ঞান কুজ্‌ঝটিকার ন্যায়। বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায়। নামসূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে। বদ্ধজীবের চক্ষুকে ঢাকে। সূর্য্য বৃহৎ অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না। জীবচক্ষে ছায়া পড়িলেই সূর্য্যকে ঢাকা বলে।

কৃষ্ণ জীব প্রভুদাস জড়াত্মিকা মায়া।
যেনা জানে তার শিরে অজ্ঞানের ছায়া॥ (২)

মেঘ অনর্থ, অসত্তৃষ্ণা হৃদয় দৌর্ব্বল্য অপরাধ।

অসত্তৃষ্ণা হৃদয় দৌর্ব্বল্য অপরাধ।
অনর্থ এসব মেঘরূপে করে বাধ॥ (৩)
নাম সূর্য্য রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃ সিদ্ধ কৃষ্ণ নামে সদা আচ্ছাদয়॥

নামাভাসের অবধি,

সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ নামাভাস জীবের আশ্রয়॥
সাধক যদ্যপি পায় সদ্‌গুরু আশ্রয়।
ভজন নৈপুণ্যে মেঘ আদি দূর হয়॥

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন,

মেঘ কুজ্‌ঝটিকা গেলে নাম দিবাকর।
প্রকাশ হইয়া ভক্তে দেন প্রেমবর॥

---

(২) নামের চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরতা অন্যান্য দেবগণের কৃষ্ণ দাসত্ব, জীবের চিৎস্বরূপ; এবং মায়ার জড়তা না জানাই জীবের অজ্ঞান। কৃষ্ণ প্রভু, জীবদাস এবং মায়া জড়াত্মিকা তত্ত্ব; ইহা জানিলে আর অজ্ঞান থাকে না।

(৩) অসত্তৃষ্ণা, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়-লোভ অসত্তৃষ্ণা, হৃদয় দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ ইহারাই জীবের অনর্থ রূপ মেঘ।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধ জ্ঞান করিয়া অর্পণ।
অভিধেয় রূপে করান নামানুশীলন॥
নাম সূর্য্য স্বল্পকালে প্রবল হইয়া।
অনর্থক কুজ্‌ঝটিকা দেন তাড়াইয়া॥
প্রয়োজন তত্ত্ব তবে দেন প্রেমধন।
প্রাপ্তপ্রেম জীব করে নাম সংকীর্ত্তন॥

সম্বন্ধ জ্ঞান,

সদ্‌গুরু চরণে জীব শ্রদ্ধা সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥
কৃষ্ণ নিত্য প্রভু আর জীব নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য জীব স্বভাব প্রকাশ॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা বিস্মরিয়া।
মায়িক জগতে ফিরে সুখ অন্বেষিয়া॥
মায়িক জগত হয় জীব কারাগার॥
জীবের বৈমুখ্য দোষে দণ্ড প্রতিকার॥ (৪)

---

(৪) এই চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ দেবীধামই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার। আনন্দ ভোগের স্থান নয়। এখানে যে বিষয় সুখ তাহা অনিত্য সুতরাং দুঃখ বিশেষ। দণ্ড প্রতিকার, দণ্ডদ্বারা জীবের প্রবৃত্তি শোধন।

তবে যদি জীব সাধু বৈষ্ণব কৃপায়।
সম্বন্ধ জ্ঞানেতে পুন কৃষ্ণনাম পায়॥ (৫)
তবে পায় প্রেমধন সর্ব্বধর্ম্ম সার।
যাহার নিকটে সাযুজ্যাদির ধিক্কার॥
যাবৎ সম্বন্ধ জ্ঞান স্থির নাহি হয়।
তাবৎ অনর্থে নামাভাসের আশ্রয়॥ (৬)

নামাভাসের ফল,

নামাভাস দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥ (৭)
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥

---

(৫) আমি অণুচৈতন্য নিত্যকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য আমার একমাত্র প্রভু। এই জড় জগত আমার প্রবৃত্তি শোধক কারাগৃহ এই জ্ঞানকে সম্বন্ধ জ্ঞান বলা যায়।

(৬) যে পর্য্যন্ত গুরু কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান উদয় না হয় সে পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান অনর্থ থাকে সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায় তাহা নামভাসই হয়। শুদ্ধ নাম হয় না।

(৭) নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফল প্রদ।

সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত গ্রহ সমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তিপায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়॥
সর্ব্ববেদাধিক সর্ব্ব তীর্থ হইতে বর।
নামাভাস সর্ব্ব শুভ কর্ম্মশ্রেষ্ঠতর॥

নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি প্রাপকত্ব।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা।
সর্ব্ব শক্তি ধরে নামাভাস জীব ত্রাতা॥
জগৎ আনন্দকর শ্রেষ্ঠ পদ প্রদ।
অগতির এক গতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদ॥
বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্ব শাস্ত্র কয়॥

সঙ্কেত, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা, এই চারিপ্রকার নামাভাস।

চতুর্ব্বিধ নামাভাস এই মাত্র জানি।
সঙ্কেত ও পরিহাস স্তোভ হেলা মানি॥ (৮)

---

(৮)। সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা এই চারি প্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য্য সহযোগে নামাভাস চারিপ্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প দোষাবহ।

সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসের প্রকার দ্বয়,

বিষ্ণুলক্ষ্য করি জড় বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি বিষ্ণু নাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তার শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
যবন সকল মুক্ত হবে আনায়াসে।
হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥
অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

পরিহাস নামাভাস,

পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসার তরে॥

স্তোভ নামাভাস,

অঙ্গভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥

হেলা নামাভাস,

মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে।
কৃষ্ণ রাম বলে হেলা নামাভাস তাতে॥
এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে॥

শ্রদ্ধা ও হেলা নামাভাসের ভেদ,

শ্রদ্ধা করি করে নাম অনর্থ সহিত।
শ্রদ্ধা নাম হয় সেই তোমার বিহিত॥
সঙ্কেতাদি অবজ্ঞা পর্য্যন্ত ভাব ধরি।
নাম করে হেলায় যে শ্রদ্ধা পরিহরি॥
নামাভাস অবধি সে হেলা নাম হয়।
তাহাতেও মুক্তিলভে পাপ হয় ক্ষয়॥ (৯)

অনর্থ নাশে নামাভাস নাম হইয়া প্রেমদেয়,

কৃষ্ণ প্রেম ছাড়ি সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধ নাম হয়ে যায়॥
অনর্থ বিগমে যবে শুদ্ধ নাম হয়।
কৃষ্ণ প্রেম তবে তার হইবে নিশ্চয়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি অনুসারে॥

নামাভাস ও নাম অপরাধের ভেদ,

অতএব নাম অপরাধ পরিহরি।
নামাভাস করে যেই তারে নতি করি॥

---

(৯) হেলাতে নাম উচ্চারিত হইলেও মুক্তি পর্য্যন্ত ফললাভ হয়। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নাম করিলে যে কি ফল হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধোদয়ে নাম করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান ও তৎফল রতি উদয় হয়। শ্রদ্ধা নামাভাসে অনর্থ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়।

কর্ম্ম জ্ঞান হইতে অনন্ত শ্রেষ্ঠতর।
বলি নামাভাসে জানি ওহে সর্ব্বেশ্বর॥
রতি মূলা শ্রদ্ধা যদি শুদ্ধ ভাবে হয়।
তবেত বিশুদ্ধ নাম হইবে উদয়॥

ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে আভাস দুই প্রকার। ছায়া নামাভাস,

আভাস দ্বিবিধ হয় প্রতিবিম্ব ছায়া।
শ্রদ্ধাভাস দ্বিপ্রকার সব তব মায়া॥
ছায়া শ্রদ্ধাভাসে ছায়া নামাভাস হয়।
সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রসবয়॥ (১০)

---

(১০)। শাস্ত্রে অনেক স্থানে এইরূপ শব্দ সকল পাওয়া যায়; নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি। সর্ব্বত্র আভাস শব্দের একটী সুন্দর অর্থ আছে। তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে আভাস দুই প্রকার। অর্থাৎ স্বরূপ আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সংকুচিত ভাবে প্রকাশিত হয় যথা মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তি দ্বারা স্বল্প আলোক। প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বিকৃতিমাত্র অন্যাকারে উদয় হয়। যথা আভাসস্তমৃষা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্য্যমুচ্যতে। জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশিত হয় তদ্বৎ। নাম সূর্য্য। জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘ কর্ত্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সংকুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভফল প্রদান করেন।

প্রতিবিম্ব নামাভাস,

অন্য জীবে শুদ্ধা শ্রদ্ধা করিয়া দর্শন।
নিজমনে শ্রদ্ধাভাস আনে যেই জন॥
ভোগ মোক্ষ বাঞ্ছা তাহে থাকে নিত্য মিশি।
অশ্রমে অভীষ্ট লাভে যতে দিবানিশি॥

সেই নামজ্যোতি মায়াবাদ হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেমউৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটি প্রধান নামাপরাধ, এই জন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া নামাভাসকেইনামাভাস বলিয়া চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞান জনিত অনর্থ হইতে ছায়া নামাভাস দুষ্ট জ্ঞান জনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব নামাভাসরূপ ভক্তি বাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাসব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়; কেন না সৎসঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিস বলিয়া কৃপা করিবেন বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিবে না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চামাত্র পূজা প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ ভাগবত সেবোপযোগী সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ বিশ্বাস দেখা যায় তবে তাহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।

শ্রদ্ধার লক্ষণ মাত্র শ্রদ্ধা তাহা নয়।
তাকে প্রতিবিম্ব শ্রদ্ধাভাস শাস্ত্রে কয়॥
প্রতিবিম্ব শ্রদ্ধাভাসে নামাভাস যত।
প্রতিবিম্ব নামাভাস হয় অবিরত॥

প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদ কপটতা উৎপন্ন করে।

এই নামাভাসে মায়াবাদ দুষ্টমত।
প্রবেশিয়া শঠতায় হয় পরিণত॥

কপট প্রতিবিম্ব নামাভাসই নামাপরাধ।

নিত্য সাধ্য নামে সাধন বুদ্ধি করি।
নামের মহিমা নাশি অপরাধে মরি॥

ছায়া নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাসের ভেদ,

ছায়া নামাভাসে মাত্র হয়ত অজ্ঞান।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য হৈতে অনর্থ বিধান॥
সেই সব দোষ নাম করেন মার্জ্জন।
প্রতিবিম্ব নামাভাসে দোষের বর্দ্ধন॥

মায়াবাদ ও ভক্তি ইহারা পরস্পর
বিপরীত ধর্ম্ম, মায়াবাদই অপরাধ,

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলাদি সকল।
মায়াবাদিমতে মিথ্যা নশ্বর সমল॥
সেই মতে প্রেমতত্ত্ব নিত্য নাহি হয়।
ভক্তি বিপরীত মায়াবাদ সুনিশ্চয়॥

ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদের গণন।
অতএব মায়াবাদী অপরাধী হন॥
মায়াবাদী মুখে নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় তবু নামত্ব না পায়॥
মায়াবাদী যদি করে নাম উচ্চারণ।
নামকে অনিত্য বলি লভয়ে পতন॥
নামের নিকটে ভোগ মোক্ষের প্রার্থনা।
নামের নিকটে শাঠ্য ফলেতে যাতনা॥

মায়াবাদীর অপরাধ কখন ছাড়ে,

তবে যদি মায়াবাদী ভুক্তি মুক্তি আশ।
ছাড়িয়া করয়ে নাম হয়ে কৃষ্ণদাস॥
তবে তার ছাড়ে মায়াবাদ দুষ্টমত।
অনুতাপ সহ হয় নামে অনুগত॥
সাধু সঙ্গে করে পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সুসম্বন্ধ জ্ঞান তার উদে ততক্ষণ॥
অবিশ্রান্ত নাম করে পড়ে চক্ষুজল।
নাম কৃপা পায় চিত্ত হয়ত সবল॥

ভক্তিকে অনিত্য বলিয়া মায়াবাদ অপরাধ হইয়াছে,—

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ দাস্য জীবের স্বভাব।
মায়াবাদ অনিত্য কল্পিত বলে সব॥

হেন মায়াবাদ নাম অপরাধে গণি।
মায়াবাদ হয় সর্ব্ব বিপদের খনি ॥

মায়াবাদী নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্যলাভ করে,

নামাভাস কল্পতরু মায়াবাদিজনে।
অভীষ্ট অর্পণ করে সাযুজ্য নির্ব্বাণে ॥
সর্ব্বশক্তি নামে আছে তাই নামাভাস।
প্রতিবিম্ব হইলেও দেন মুক্ত্যাভাস ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি মধ্যে সাযুজ্য আভাস।
ভব ক্লেশ নাশে মাত্র ফলে সর্ব্বনাশ ॥

মায়াবাদী নিত্য সুখ পায় না,

মায়ায় মোহিত জন তাহে সুখ মানে।
সুখাভাস মাত্র পায় সাযুজ্য নির্ব্বাণে ॥
সচ্চিৎ আনন্দ সেবা পরম নির্বৃতি।
সাযুজ্যে না পায় কভু হত কৃষ্ণ স্মৃতি ॥
যাঁহা নাহি ভক্তি প্রেম নিত্যতা বিশ্বাস।
নিত্য সুখ কৈছে তাহে হইবে প্রকাশ ॥

ছায়া নামাভাসী দুষ্টমতে না প্রবেশ
করিলে ক্রমে শুদ্ধ নাম পাইয়া থাকেন,

ছায়া নামাভাসী নাহি জানে দুষ্টমত।
মতবাদে চিত্তবল নহে তার হত ॥

সে কেবল নাহি জানে যথার্থ প্রভাব।
সে প্রভাব জ্ঞান দান নামের স্বভাব॥
মেঘাচ্ছন্নে সূর্য্যপ্রভা প্রতীত না হয়।
কিন্তু মেঘে নাশি সূর্য্য করেন উদয়॥
ছায়া নামাভাসী ধন্য সদ্‌গুরু প্রভাবে।
অল্প দিনে নাম প্রেম অনায়াসে পাবে॥

ভক্তের মায়াবাদীসঙ্গ অবশ্য পরিত্যজ্য,

মায়াবাদী সঙ্গ তেঁহ সতর্কে ছাড়িয়া।
শুদ্ধনামপরায়ণে তুষিবে সেবিয়া॥
এইত তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই আজ্ঞা যেই পালে সেই জীব ধন্য॥
যে না পালে তব আজ্ঞা সেই জীব ছার।
কোটী জন্মে কিছুতেই না হবে উদ্ধার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়ে প্রভু রাখ তব পায়।
তব পাদপদ্ম বিনা না দেখি উপায়॥
হরিদাস পদদ্বন্দ্বে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি সদাগান তার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামাভাস বর্ণনং
নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাম অপরাধ। সাধুনিন্দা।

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং॥

গদাধর প্রাণজয় জয় জাহ্নবা জীবন।
জয় সীতানাথ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥
প্রভু বলে হরিদাস এবে সবিস্তর।
নাম অপরাধ ব্যাখ্যা কর অতঃপর॥
হরিদাস বলে প্রভু মোরে যা বলাবে।
তাহাই বলিব আমি তোমার প্রভাবে॥

দশবিধ নামাপরাধ,

নাম অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।
সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয় (১)॥

---

(১) দশাপরাধ, (১) সাধুনিন্দা, (২) অন্যদেবে স্বতন্ত্র বুদ্ধি এবং কৃষ্ণনাম রূপগুণ ও লীলাকে কৃষ্ণ স্বরূপ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি, (৩) নাম তত্ত্ব গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) নাম মহিমা বাচক শাস্ত্র নিন্দা, (৫) শাস্ত্রেনামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখিয়াছেন তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা, (৬) নাম বলে পাপ বুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা, (৯) নাম গ্রহণ বিষয়ে অনবধান, (১০) আমি ও আমার আসক্তিক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি না করা।

এক এক করি আমি বলিব সকল।
অপরাধে বাঁচি যাতে দেহ মোর বল॥
সাধুনিন্দা অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্য মনন।
নামতত্ত্ব গুরু আর শাস্ত্র কিনিন্দন॥
হরিনামে অর্থবাদ কল্পিত মনন।
নামবলে পাপ, শ্রদ্ধাহীনে নামার্পণ॥
অন্য শুভকর্ম্মের সমান কৃষ্ণনাম।
একথা মানিলে অপরাধ অবিশ্রাম॥

দশবিধ অপরাধ,

নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণ কর্ত্তা বলেন প্রমাদ॥
নামের মাহাত্ম্য জানে তবু নাহি ভজে।
অহং মম আসক্তিতে সংসারেতে মজে॥

সাধু নিন্দাই প্রথম অপরাধ,

সাধু নিন্দা প্রথমাপরাধ বলি জানি।
এই অপরাধে জীবের হয় সর্ব্ব হানি॥

স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ভেদে সাধু লক্ষণদ্বয় বিচার,

সাধুর লক্ষণ তুমি বলিয়াছ প্রভো।
একাদশে উদ্ধবেরে কৃষ্ণরূপে বিভো॥
দয়ালু সহিষ্ণু সম দ্রোহ শূন্যব্রত।
সত্যসার বিশুদ্ধাত্মা পরহিতে রত॥

কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি দান্ত অকিঞ্চন।
মৃদু শুচি পরিমিত ভোজী শান্তমন॥
অনীহ ধৃতিমান স্থির কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত সুগম্ভীর বিজিত ষড়্‌গুণ॥
অমানী মানদ দক্ষ অবঞ্চক জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি॥
এই সব লক্ষণ প্রভু হয় দ্বিপ্রকার।
স্বরূপ তটস্থ ভেদে করিব বিচার (২)॥

স্বরূপ লক্ষণই প্রধান লক্ষণ, তদাশ্রয়ে তটস্থ লক্ষণ সকল উদয় হয়,

কৃষ্ণৈক শরণ হয় স্বরূপ লক্ষণ॥
তটস্থ লক্ষণে অন্য গুণের গণন॥
কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে নামে রুচি হয়।
কৃষ্ণ নাম গায় করে কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥
স্বরূপ লক্ষণ সেই হইতে হইল।
গাইতে গাইতে নাম অন্যগুণ আইল॥
অন্য গুণ গণ তাই তটস্থে গণন।
অবশ্য বৈষ্ণব দেহে হবে সংঘটন॥

---

(২) যে বস্তুর যাহা সাক্ষাৎ নিজ লক্ষণ তাহাই তাহার স্বরূপ লক্ষণ। অন্য বস্তু সম্বন্ধে যে আগন্তুক লক্ষণ যে বস্তুতে উদয় হয় তাহাই তাহার তটস্থ লক্ষণ।

বর্ণাশ্রম লিঙ্গ, নানাপ্রকার বেষদ্বারা সাধুত্ব হয় না,
কৃষ্ণৈক শরণই সাধু লক্ষণ,

বর্ণাশ্রম চিহ্ন নানাবেষের রচনা।
সাধুর লক্ষণে কভু না হয় গণনা॥
শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতি সাধুর লক্ষণ।
তার মুখে হয় কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥
গৃহী ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ন্যাসীভেদে (৩)।
শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্র বিপ্রগণের প্রভেদে॥
সাধুত্ব কথন নাহি হইবে নির্ণীত।
কৃষ্ণৈক শরণ সাধু শাস্ত্রের বিহিত॥

গৃহী সাধু লক্ষণ,

রঘুনাথ দাসে লক্ষ্য করিয়া সেবার (৪)।
গৃহী সাধু জনে শিখায়েছ এই সার॥
স্থির হয়ে ঘরে যাও না হও বাতুল।

---

(৩) যাঁহারা স্ববর্ণ বিবাহের দ্বারা গৃহস্থ হন তাঁহারাই গৃহী। বিবাহের পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিদ্যাভাস করেন তিনি ব্রহ্মচারী। পরিণতবয়সে যিনি বনে প্রস্থান করেন তিনি বানপ্রস্থ। বৈরাগ্য ক্রমে যিনি গৃহত্যাগ করেন, তিনি ন্যাসী বা সন্ন্যাসী।

(৪) রঘুনাথ দাস কায়স্থকুলতিলক সপ্তগ্রামবাসী। দাস গোস্বামী বলিয়া যিনি ছয় গোস্বামীর মধ্যে পরিগণিত।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু কূল ॥
মর্কট বৈরাগ্য ছাড় লোক দেখাইয়া (৫)।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥

গৃহত্যাগী সাধুলক্ষণ,

পুন তুমি তাঁর দেখি বৈরাগ্য গ্রহণ।
এই মত শিক্ষা দিলে অপূর্ব্ব শ্রবণ ॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগীর উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ এক,

স্বরূপ লক্ষণ এক সর্ব্বত্র সমান।
আশ্রমাদি ভেদে পৃথক তটস্থ বিধান ॥

---

(৫) অন্তরে বৈরাগ্যবিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে নাই অথচ কৌপীন বহির্ব্বাসাদি বাহ্যে ধারণ করা হয়, ইহাই মর্কট বৈরাগীর চিহ্ন।

অনন্যশরণে যদি দেখি দুরাচার।
তথাপি সে সাধু বলি সেব্য সবাকার (৬)॥
এইত শ্রীকৃষ্ণ বাক্য গীতা ভাগবতে।
ইহাকে পূজিব যত্নে সদা সর্ব্বমতে॥
ইহাতে আছেত এক নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
কৃপা করি জানায়েছ তাই পাই অন্ত॥

পূর্ব্বপাপের গন্ধাবশেষ ও পূর্ব্বপাপ লক্ষ্য করিয়া যিনি কৃষ্ণৈক শরণ সাধুর নিন্দা করেন তিনি নামাপরাধী।

কৃষ্ণনামে রুচি যবে হইবে উদয়।
একনামে পূর্ব্বপাপ হইবেক ক্ষয়॥
পূর্ব্বপাপ গন্ধ তবু থাকে কিছুদিন।
নামের প্রভাবে ক্রমে হঞা পড়ে ক্ষীণ (৭)॥
শীঘ্র সেই পাপ গন্ধ বিদুরিত হয়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বলি হয় পরিচয়॥

---

(৬) অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সে লক্ষণ যাহার হয় তাহার তটস্থলক্ষণগুলি অবশ্য হইবে। কিন্তু কোন অনন্য কৃষ্ণ শরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয় তথাপি তিনি সাধু।

(৭) নামে রুচি হইলে পূর্ব্ব পাপতো থাকে না কাহার কাহার পূর্ব্ব পাপগন্ধ থাকিতে পারে, তাহাও স্বল্পদিনে ক্ষয় হয়।

যে কয়েক দিন সেই গন্ধ নাহি যায়।
সাধারণ জন চক্ষে পাপ বলি ভায়॥
সে পাপ দেখিয়া যেই সাধু নিন্দা করে।
পূর্ব্ব পাপ লক্ষি পুন অবজ্ঞা আচরে (৮)॥
সেইত পাষণ্ডী বৈষ্ণবের নিন্দা দোষে।
নাম অপরাধে মজি পড়ে কৃষ্ণরোষে॥

কৃষ্ণৈক শরণতাই সাধু লক্ষণ, আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দাম্ভিকতা,

কৃষ্ণৈক শরণ মাত্র কৃষ্ণ নাম গায়।
সাধুনামে পরিচিত কৃষ্ণের কৃপায়॥
কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত নাহিক সাধু আর।
আমি সাধু বলি হয় দম্ভ অবতার (৯)॥

স্বল্পাক্ষরে সাধু নির্ণয়,

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণ নাম যার মুখে সাধু সেই জন॥
তৃণ হৈতে হীন বলি আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে॥

---

(৮) নষ্টপ্রায় পাপগন্ধ এবং শরণাপত্তি গ্রহণের পূর্ব্বে যে পাপ কৃত হইয়াছিল তাহা ধরিয়া বৈষ্ণব নিন্দা করিলে মহদপরাধ হয়।

(৯) দম্ভঅবতার, ধর্ম্মধ্বজী, দাম্ভিক, কেবল বেষোপজীবী।

নিজেত অমানী আর সকলে মানদ।
তার মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ॥

নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু, তন্নিন্দাই অপরাধ,

হেন সাধুমুখে যবে শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম॥
বৈষ্ণব সে জগদ্গুরু জগতের বন্ধু।
বৈষ্ণব সকল জীবে সদা কৃপাসিন্ধু॥
এ হেন বৈষ্ণব নিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়িবে সেই জন্ম জন্মান্তরে॥
ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়॥
ভক্তিলভে সর্ব্ব জীব বৈষ্ণব কৃপায়॥
বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (১০)।
সেই দেহস্পর্শে অন্যে হয় কৃষ্ণভক্তি॥
বৈষ্ণব অধরামৃত আর পদ জল।
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল॥

---

(১০) হ্লাদিনী সম্বিৎ সমবেত সাররূপা ভক্তি শক্তি। জীবের ভক্তিলাভের ক্রম এই যে এক সিদ্ধ ভক্ত অন্যসাধক ভক্তকে ভক্তি শক্তির সঞ্চার করেন। তিনি সিদ্ধ হইয়া অন্যান্য সাধক জীবকে ভক্তি সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী প্রবৃত্তি বিশেষ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্থিতিগতি সিদ্ধ হয়। কোন আত্মা যখন বিরোধী ভাব শূন্য হইয়া ভক্তি প্রবণ হন তখন সিদ্ধ কৃপাময় ভক্তের আত্মা হইতে সেই আত্মায় ভক্তি সঞ্চারিত হন ইহাই এক রহস্য।

বৈষ্ণবের শক্তি সঞ্চার,

বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণ গ্রাম॥

বৈষ্ণবের কি কি দোষ ধরিলে, বৈষ্ণব নিন্দা হয়, জাতি দোষ, পূর্ব্বদোষ, নষ্ট প্রায় অবশিষ্টদোষ, কাদাচিৎক দোষ।

বৈষ্ণবের জাতি আর পূর্ব্বদোষ ধরে।
কাদাচিৎক দোষ দেখি যেই নিন্দা করে॥
নষ্ট প্রায় দোষ লয়ে করে অপমান।
যমদণ্ডে কষ্ট পায় সে সব অজ্ঞান (১১)॥

---

(১১) যিনি বৈষ্ণবের জাতি দোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন তিনি বৈষ্ণব নিন্দুক। কখনই তাঁহার নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণবের মুখে নাম মাহাত্ম্য প্রচার।
সে বৈষ্ণব নিন্দা কৃষ্ণ নাহি সহে আর॥
ধর্ম্ম যোগ যাগ জ্ঞান কাণ্ড পরিহরি।
যে ভজিল কৃষ্ণনাম সেই সর্ব্বোপরি॥

অন্য দেব-শাস্ত্রনিন্দাদি শূন্য নামাশ্রয়ী সাধু।

অন্য দেব অন্য শাস্ত্র না করি নিন্দন।
নামের আশ্রয় লয় শুদ্ধ সাধুজন॥
সে সাধু গৃহস্থ হউ অথবা সন্ন্যাসী।
আহার চরণরেণু পাইতে প্রয়াসী॥
যার যত নামে রতি সে তত বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এইমতে অনুভব (১২)॥
ইথে বর্ণাশ্রম ধন পাণ্ডিত্য যৌবন।
কোন কার্য্য নাহি করে রূপবল জন॥
অতএব যিনি করিলেন নামাশ্রয়।
সাধু নিন্দা ছাড়িবেন এ ধর্ম্ম নিশ্চয়॥
নামাশ্রয়া শুদ্ধাভক্তি ভক্ত ভক্তিরূপা।
ভক্ত ভক্তি বিবর্জ্জিতা হইলে বিরূপা॥
যাঁহা সাধু নিন্দা তাঁহা নাহি ভক্তি স্থিতি।

---

(১২) যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

অতএব অপরাধে তথা পরিণতি ॥

সাধু নিন্দা ছাড়ি ভক্ত সাধুভক্তি করে।

সাধু সঙ্গ সাধু সেবা এই ধর্ম্মাচরে ॥

অসৎসঙ্গ। দুই প্রকার, স্ত্রীসঙ্গী,

অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় বৈষ্ণব আচার।

অসৎসঙ্গে হয় সাধু অবজ্ঞা অপার ॥

অসৎ সে দ্বি প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে কয় (১৩)।

সেই দুয়ের মধ্যে যোষিৎসঙ্গী এক হয় ॥

যোষিৎসঙ্গ সঙ্গী পুন তার মধ্যে গণ্য (১৪)।

তার সঙ্গ ত্যাগে জীব হইবেক ধন্য ॥

যোষিৎসঙ্গী কাহাকে বলে,

কৃষ্ণের সংসারে যে দাম্পত্য ধর্ম্মে থাকে।

অসৎ বলিয়া শাস্ত্র না বলে তাহাকে ॥

অধর্ম্ম সংযোগে আর স্ত্রৈণ ভাবেরত।

যোষিৎ সঙ্গী জন দুষ্ট, শাস্ত্রের সম্মত ॥

---

(১৩) অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎ সঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষ সঙ্গীকে অসৎ বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গী এবং বৈধ স্ত্রী সম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।

(১৪) যাঁহারা যোষিৎসঙ্গী তাঁহাদের সঙ্গ ও নিতান্ত ভক্তি বাধক।

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ কৃষ্ণেতে অভক্ত তিন প্রকার,

কৃষ্ণেতে অভক্ত অসৎ দ্বিতীয় প্রকার ॥
মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নিরীশ্বর আর (১৫) ॥

যিনি বলেন এই সব লোকের নিন্দাকেও
সাধু নিন্দা বলে তিনিও বর্জ্জ্য।

বর্জ্জিলে এ সব সঙ্গ সাধু নিন্দা নয়।
ইহাকে যে নিন্দা বলে সেই বর্জ্জ্য হয় ॥
এই সব সঙ্গ ছাড়ি অনন্য শরণ।
কৃষ্ণ নাম করি পায় কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥

বৈষ্ণবাভাস, প্রাকৃতবৈষ্ণব, বৈষ্ণব প্রায়,
ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব এই সকল একই কথা,

সাধু সেবা হীন অর্চ্চে লৌকিক শ্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায় ॥
বৈষ্ণব আভাস সেই নহেত বৈষ্ণব।
কেমনে পাইবে সাধু সঙ্গের বৈভব ॥
অতএব কনিষ্ঠ মধ্যেতে তারে গণি।
তারে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥

---

(১৫) মায়াবাদী অর্থাৎ যাহারা ভগবৎ নিত্য স্বরূপ মানে না এবং কৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তিকে মায়া নির্ম্মিত মনে করে এবং জীবকে মায়া নির্ম্মিত তত্ত্ব বলিয়া জানে। ধর্ম্মধ্বজী, অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশ রচনা করে। নিরীশ্বর, নাস্তিক।

মধ্যমবৈষ্ণব,

কৃষ্ণে প্রেম কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥
করিলে মধ্যম ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত হন।
কৃষ্ণ নামে অধিকার করেন অর্জ্জন

উত্তমবৈষ্ণব,

সর্ব্বত্র যাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন॥
কৃষ্ণে সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাহি থাকে তাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণ নাম সার॥

মধ্যম বৈষ্ণবই সাধু সেবা করেন,

অতএব মধ্যম বৈষ্ণব মহাশয়।
সাধু সেবারত সদা থাকেন নিশ্চয় (১৬)।

---

(১৬) মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচারের অধিকারী, কেননা শুদ্ধবৈষ্ণব সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণববিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত, অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। উত্তম বৈষ্ণবের যখন বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই তখন তিনি কিরূপে বৈষ্ণবের সেবা করিবেন? উত্তম বৈষ্ণবের শত্রু মিত্র ভেদ নাই, সুতরাং বৈষ্ণবা-বৈষ্ণবে ভেদ কিরূপে থাকে?

প্রাকৃত বৈষ্ণব নামাভাসের অধিকারী,

প্রাকৃত বৈষ্ণব যেই বৈষ্ণবের প্রায়।
নামাভাসে অধিকারী সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

মধ্যম বৈষ্ণব নামাধিকারী ও নামাপরাধ বিচার করিবেন,

মধ্যম বৈষ্ণব মাত্র নামে অধিকারী।
শ্রীনাম ভজনে অপরাধের বিচারী॥
উত্তম বৈষ্ণবে অপরাধ অসম্ভব।
সর্ব্বত্র দেখেন তিনি কৃষ্ণের বৈভব॥
নিজ নিজ অধিকার করিয়া বিচার।
সাধু নিন্দা অপরাধ করি পরিহার (১৭)॥
সাধু সঙ্গ সাধু সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
সর্ব্ব জীবে দয়া এই ভক্ত আচরণ॥

সাধুনিন্দা ঘটিলে কি করা কর্ত্তব্য,

প্রমাদে যদ্যপি ঘটে সাধু বিগর্হন।
তবে অনুতাপে ধরি সে সাধুচরণ॥
কাঁদিয়া বলিব প্রভো ক্ষমি অপরাধ।
এদুষ্ট নিন্দুকে কর বৈষ্ণব প্রসাদ॥
সাধু বড় দয়াময় তবে আদ্র্র মনে।

---

(১৭) স্বীয় স্বীয় স্বভাববিচারপূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকার জানা আবশ্যক। অধিকারনিষ্ঠার সহিত নাম সংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

ক্ষমিবেন অপরাধ কৃপা আলিঙ্গনে (১৮) ॥
এইত প্রথম অপরাধের বিচার।
শ্রীচরণে নিবেদিনু আজ্ঞা অনুসার ॥
হরিদাস পাদপদ্মে ভ্রমর যে জন।
হরিনাম চিন্তামণি তাহার জীবন ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ সাধুনিন্দাপরাধ বিচারো
নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ।

শিবস্থ শ্রীবিষ্ণোর্যইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিতকরঃ।

জয় গদাধর প্রাণ জাহ্নবা জীবন।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগণ ॥
হরিদাস বলে তবে করি যোড়হাত।
দ্বিতীয়াপরাধ এবে শুন জগন্নাথ ॥

---

(১৮) গোপাল চাপালের এই প্রণালিতে বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হইয়াছিল। প্রমাণ মালা দেখুন।

বিষ্ণুতত্ত্ব,

পরম অদ্বয় জ্ঞান বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
চিৎস্বরূপ জগদীশ সদা শুদ্ধ সত্ত্ব॥
গোলোক বিহারী কৃষ্ণ সে তত্ত্বের সার।
চতুষষ্টি গুণে অলঙ্কৃত রসাধার॥
ষষ্টিগুণ নারায়ণ স্বরূপে প্রকাশ।
সেই ষষ্টিগুণ বিষ্ণু সামান্য বিলাস॥
পুরুষাবতারে আর স্বাংশ অবতারে (১)।
সেই ষষ্টিগুণ স্পষ্ট কার্য্য অনুসারে॥

বিষ্ণুর বিভিন্নাংশের প্রকারভেদ,

জীবের পঞ্চাশৎগুণ,

বিষ্ণুর যে বিভিন্নাংশ দুইত প্রকার।
পঞ্চাশত গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু তার॥

---

(১) শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণু বা পরব্যোম পতি নারায়ণ, গোলক-পতি কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। পরব্যোমস্থ সংকর্ষণ বিষ্ণুই কারণ বারিতে মহাবিষ্ণুরূপ প্রথম পুরুষাবতার। ব্রহ্মা ও প্রবিষ্ট মহা বিষ্ণ্বংশই গর্ভোদক শায়ী। তিনি সমষ্টি পুরুষ। প্রত্যেক জীব-গত পুরুষই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। এই তিনটি পুরুষাবতার। ক্ষীরোদ শায়ীই মৎস্য কূর্ম্মাদি বিবিধ স্বাংশ অবতার হন। সকলেই ষষ্টিগুণ শালী বিষ্ণুতত্ত্ব। শক্ত্যাবেশ অবতারগণ বিভিন্নাংশ। যথা পরশু-রাম, বুদ্ধ, পৃথু।

গিরিশাদি দেবতা বিভিন্নাংশ হইয়াও
সামান্য জীব নন, তাঁহারা ৫৫ গুণ বিশিষ্ট,

গিরিশাদি দেবে সেই গুণ পঞ্চাশত।
তদধিক পরিমাণে সর্ব্বদা সংযুত (২)॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ অংশ মানে।
প্রকাশিত আছে তব বিচিত্রবিধানে (৩)॥

ষষ্টি গুণে বিষ্ণুত্ব;

সেই পঞ্চ পঞ্চাশত গুণপূর্ণ তায়।
বিষ্ণুতে বিরাজমান সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ নারায়ণে।
আছে তার সত্ত্বা কভু নাহি অন্য জনে॥
ষষ্টিগুণে বিষ্ণুতত্ত্ব পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি অন্যদেব তাঁহার কিঙ্কর॥
বিভিন্নাংশ গিরিশাদি জীব শ্রেষ্ঠতর।
বিষ্ণু সর্ব্বজীবেশ্বর সর্ব্বদেবেশ্বর॥

অজ্ঞানব্যক্তি অন্য দেবতার সহিত
বিষ্ণুকে সমান মনে করে,

অন্য দেব সহ সম বিষ্ণুকে যে মানে।

---

(২) তদধিক পরিমাণ, জীবের সত্তায় যে বিন্দু বিন্দু পরিমাণ আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ সকল গুণ আছে।

(৩) শিবাদি দেবতায় এই পঞ্চাশত গুণ ব্যতীত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে আছে। অর্থাৎ সেই সকল গুণ বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত আর কাহাতেও পূর্ণ রূপে নাই।

সে বড় অজ্ঞান ঈশ তত্ত্ব নাহি জানে ॥
এজড় জগতে বিষ্ণু পরম ঈশ্বর।
গিরিশাদি যত দেব তাঁর বিধিকর (৪) ॥
কেহ বলে মায়ার ত্রিগুণে ত্রিদিবেশ।
সর্ব্বদা সমান ব্রহ্ম তত্ত্ব সবিশেষ (৫) ॥

নানাবিধ বাদানুবাদের সিদ্ধান্ত,

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তবু পূজ্য নারায়ণ।
ব্রহ্মা শিব সৃষ্টিলয় কার্য্যের কারণ ॥
বাসুদেবে ছাড়ি যেই অন্যদেবে ভজে।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে ॥
কেহ বলে বিষ্ণু পরতত্ত্ব বটে জানি।
সর্ব্ব বিষ্ণুময় বিশ্ব বেদবাক্যমানি ॥
অতএব সর্ব্বদেবে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
সর্ব্ব দেবার্চ্চনে হয় বিষ্ণুর সম্মান ॥
এইত নিষেধ পর বাক্য বিধি নয়।
অন্যদেব পূজার নিষেধ এই হয় (৬) ॥

---

(৪) বিধিকর, কিঙ্কর।

(৫) এইটি মায়াবাদীর মত। তিনি বলেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। প্রকৃতির তিন গুণে তিন দেবতা সর্ব্বদা সবিশেষ।

(৬) সকল দেবতা বিষ্ণুময় বলিয়া অন্যদেবের পূজার বিধান করা হয় নাই। বিষ্ণুপূজাতেই সর্ব্বদেবতার পূজা। অত-এব অন্যদেবের পৃথক পূজা করা অনাবশ্যক।

সর্ব্ব বিষ্ণুময় বিশ্ব একথা বলিলে।
বিষ্ণু পূজা কৈলে সব দেবে পূজা মিলে ॥
তরুমূলে জল দিলে শাখার উল্লাস।
পল্লবে ঢালিলে জল বৃক্ষের বিনাশ ॥
অতএব পূজি বিষ্ণু অন্যদেব ত্যজি।
তাহাতেই অন্যদেব কাজে কাজে পূজি ॥
এই বিধি বেদের সম্মত চিরদিন।
দুর্ব্বিপাকে এই বিধি ছাড়ে অর্ব্বাচীন (৭) ॥
মায়াবাদ দোষে জীব কলি আগমনে।
বহুদেব পূজে বিষ্ণু সামান্য দর্শনে ॥
এক এক দেব এক এক ফলদাতা।
সর্ব্ব ফল দাতা বিষ্ণু সকলের পাতা ॥
কামীজন যদি তত্ত্ব জানিবারে পারে।
বিষ্ণুপূজি ফল পায় ছাড়ে দেবান্তরে ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বিধান,

গৃহস্থ হইয়া যেই বিষ্ণুভক্ত হয়।
সর্ব্বকার্য্যে কৃষ্ণ পূজে ছাড়িয়া সংশয় ॥

---

(৭) দুর্ব্বিপাক, জীবের দুরদৃষ্ট বশতঃ স্বীয় স্বীয় স্বভাব অনুরূপ দেবতা ভজনে প্রবৃত্তি হয়। শুদ্ধ সত্ত্ব বিষ্ণুপূজা যে সনাতন বৈদিক মত তাহা মূঢ়তা প্রযুক্ত অপরিজ্ঞাত থাকে।

নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার যত।
তাহাতে পূজয়ে কৃষ্ণ বেদমন্ত্রমত॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা বেদেতে বিধান।
দেবপিতৃগণে কৃষ্ণ নির্ম্মাল্য প্রদান॥
মায়াবাদীমতে পিতৃশ্রাদ্ধ যেই করে।
যেবা অন্যদেব পূজে অপরাধে মরে॥
বিষ্ণুতত্ত্বে দ্বৈতবুদ্ধি নাম অপরাধ।
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ॥
শিবাদি দেবতাগণে পৃথক ঈশ্বর।
মানিলে নামাপরাধ হয় ভয়ঙ্কর (৮)॥
বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি হৈতে দেব যত।
ভিন্নশক্তি সিদ্ধ নয় বেদের সম্মত॥
শিব-ব্রহ্মা-গণপতি সূর্য্য দিকপাল।
কৃষ্ণশক্তি বলেতে ঈশ্বর চিরকাল॥

---

(৮) বিষ্ণু একটী ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটী একটী ঈশ্বর এরূপ মানিলে অনেক ঈশ্বর মানার অপরাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস বলিয়া জানিলে বা পূজিলে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণু শক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি সিদ্ধ নন।

অতএব পরেশ্বর একমাত্র জানি।
আর সব দেবে তাঁর শক্তিমধ্যে গণি॥
অতএব সর্ব্বকার্য্যে কর্ম্ম জড়ভাব।
ছাড়িয়া গৃহস্থ পায় ভক্তির সদ্ভাব॥

কিরূপ বৈষ্ণব গার্হস্থ্য ধর্ম্ম করিবেন,

ভক্তির সদ্ভাবে থাকি সৎক্রিয়া করণে।
দেব পিতৃগণে তুষে নির্ম্মাল্য অর্পণে॥
বহুদেবদেবী পূজা করিবে বর্জ্জন।
কৃষ্ণভক্ত বলি সবে করিবে তর্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবার্চ্চনে সর্ব্বফল পায়।
নামে অপরাধ নহে সদা নাম গায়॥

বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাত্রা বিধি,

জগতে মানবগণ বর্ণ ধর্ম্মাচরি।
করিবেক দেহ যাত্রা ধর্ম্ম পথ ধরি॥ (৯)

---

(৯) সংসারে বর্ত্তমান জীবগণ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা পুর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পুণ্যভূমি ভারতে এই বর্ণধর্ম্ম সম্পূর্ণ সমাজ বিজ্ঞানে উদিত হইয়াছে এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যদিও এই ব্যবস্থাটি শুদ্ধাকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান আছে। মানব স্বভাব বর্ণ বিভাগ ব্যতীত সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সঙ্কর ও অন্ত্যজগণ সৌভাগ্যক্রমে আপনা আপনাকে শুদ্ধাচারে নিষ্পাপে রাখিয়া কৃষ্ণ সংসারে প্রবেশ করিবেন ইহাই নিত্যবিধি।

অন্ত্যজের বিধি,

সঙ্কর অন্ত্যজ সবে ত্যজি নীচ ধর্ম্ম।
শূদ্রাচারে করে সদা সংসারের কর্ম্ম॥
সঙ্কর অন্ত্যজ থাকিবেক শূদ্রাচারে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য বিনা ধর্ম্ম নাহিক সংসারে॥

বর্ণধর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা করিয়া সংসারিব্যক্তি ভক্তিপথে ভাবার্জন করিবেন,

চাতুর্ব্বর্ণ্য বর্ণধর্ম্মে করিবে সংসার।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি বলে হবে সদাচার।
চতুর্ব্বর্ণ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ নাহি ভজে।
বর্ণ ধর্ম্মাচারে থাকি রৌরবেতে মজে॥
বর্ণ বিনা গৃহস্থের নাহি আর ধর্ম্ম।
বর্ণ ধর্ম্মাচারে গৃহস্থের সব কর্ম্ম॥
বর্ণ ধর্ম্মে এ সংসার নির্ব্বাহ করিবে।
যাবদর্থ পরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে॥
নিসর্গতঃ বিধিবাধ্য যে পর্য্যন্ত নর।
বর্ণধর্ম্মে স্বনির্ব্বাহে করিবে আদর॥
ভক্তি যোগ নামে এই তত্ত্ব নিরূপণ।
ভক্তিযোগে ভাবোদয় সিদ্ধান্ত বচন॥
ভাবোদয়ে বিধির প্রবৃত্তি নাহি রয়।

ভাবোদিত কার্য্যে দেহযাত্রা সিদ্ধ হয়॥ (১০)
গৃহী বৈষ্ণবের এই অদ্বয় সাধন।
শ্রীবিষ্ণু অদ্বয় তত্ত্বে দ্বৈত নিবর্ত্তন॥

নামনামী ও গুণ গুণীর অভেদে বিষ্ণু জ্ঞান শুদ্ধ হয়,

আর এক কথা আছে দ্বৈত নিবর্ত্তনে।
বিষ্ণু নাম বিষ্ণুরূপ বিষ্ণুগুণ গণে॥
বিষ্ণু হৈতে পৃথক্‌রূপে না নামিবে কভু।
অদ্বয় অখণ্ড বিষ্ণু চিন্ময়ত্বে বিভু॥
অজ্ঞানেতে যদি হয় দ্বৈত উপদ্রব।
নামাভাস হয় তার প্রেম অসম্ভব॥
সদ্‌গুরু কৃপায় সেই অনর্থ বিনাশ।
ভজিতে ভজিতে শুদ্ধ নামের প্রকাশ॥

মায়াবাদীর কুতর্ক ও অপরাধ,

মতবাদ জ্ঞানে দ্বৈত হৈলে প্রবর্ত্তন।
অপরাধ হয় আর নহে নিবর্ত্তন॥
মায়াবাদী বলে ব্রহ্ম হয় পরতত্ত্ব।
নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার নিরাকার সত্ব॥

---

(১০) যাবৎ বৈধ জীবনের প্রয়োজন ততদিন বর্ণাশ্রম স্থিতি। তাহাতে স্থিত হইয়া ভজন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাবোদয় হইলে জীবের স্বভাব এত সুন্দর হয় যে বিধির প্রেরণা ছাড়িয়া বৈধজীবনের উচ্চতা লাভ করে। এই ব্যবস্থা সাধারণ জীবের জ্ঞাতব্য নয়। শুদ্ধ ভাবোদয়ে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়।

বিষ্ণুরূপ বিষ্ণুনাম মায়ায় কল্পিত।
মায়া অন্তর্দ্ধানে বিষ্ণু হন ব্রহ্মগত॥
এ সব কুতর্ক মাত্র সত্য শূন্যবাদ।
পরতত্ত্বে সর্ব্বশক্তি অভাবপ্রমাদ॥
শক্তিমান ব্রহ্ম যেই সেই বিষ্ণু হয়।
নামের বিবাদ মাত্র বেদের নির্ণয়॥ (১১)

বিষ্ণু ও ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ,

বিষ্ণু পরতত্ত্ব তার নির্ব্বিশেষ ধর্ম্ম।
সবিশেষ ধর্ম্ম সহ হয় এক মর্ম্ম॥
বিষ্ণুর অচিন্ত্য শক্তি বিরোধ ভঞ্জন।
অনায়াসে করি করে সৌন্দর্য্য স্থাপন॥ (১২)

---

(১১) মায়াবাদী বুদ্ধি, সংকীর্ণ। অচিজ্জগতের বিশেষ বিচিত্রতা দেখিয়া মনে করেন যে চিত্তত্ত্বে এরূপ বিশেষ বিচিত্রতা নাই। এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই তিনি নিরস হইয়া শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্মকে চিন্তা করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ গত নামরূপ গুণ লীলা স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মই বিষ্ণু স্বরূপে পরিজ্ঞাত হন। মায়াবাদই জীবের দুর্ভাগ্য, শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সংকীর্ণ মতবাদ দূর করিয়া ভাগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ননামরূপ গুণলীলা অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

(১২) পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি বিশেষ করিলে কেবল নির্ব্বিশেষ ময় স্থান পায় না। সমস্ত তর্কগত বিরোধ দূর হয়।

জীব বুদ্ধি সহজেতে অতি অল্পতর।
অচিন্ত্য শক্তির ভাব না করে গোচর॥
নিজবুদ্ধ্যে চাহে এক স্থাপিতে ঈশ্বর।
খণ্ড জ্ঞানে পায় ব্রহ্ম তত্ত্বেতে অবর॥
বিষ্ণুর পরম পদ ছাড়ি দেবার্চ্চিত। (১৩)
ব্রহ্মে বদ্ধ হয় নাহি বুঝে হিতাহিত॥
চিন্ময় স্বরূপ জ্ঞান যে বুঝিতে জানে।
বিষ্ণু বিষ্ণু নাম গুণ এক করি মানে॥
এইত বিশুদ্ধ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।
সম্বন্ধ বুদ্ধিতে লভি ভজে নামরূপ॥

শিব বিষ্ণুর কিরূপ অভেদ বুদ্ধি করিবে,

জড় নাম জড় রূপ গুণে যেই ভেদ।
সে ভেদ চিত্তত্ত্বে নাই এইত প্রভেদ॥
বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ জ্ঞান অনর্থ বিকার।
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ অতি অবিচার॥ (১৪)

ভক্ত ও মায়াবাদীর আচার ও প্রবৃত্তি ভেদ,

নামৈক শরণ যেই ভক্ত মহাজন।
একেশ্বর কৃষ্ণ ভজি ছাড়ে অন্য জন॥

---

(১৩) বিষ্ণুর সর্ব্ব দেবার্চ্চিত বিষ্ণু পদছাড়িয়া খণ্ডবুদ্ধি এক কল্পিত ব্রহ্মে আবদ্ধ হইয়া নিজ হিতাহিত বুঝিতে পারে না।

(১৪) বিষ্ণু তত্ত্বে ভেদ জ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানিলে সেই ভেদ জ্ঞান উদয় হয়।

অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা নাহি করে।
কৃষ্ণদাস বলি অন্যে পূজে সমাদরে॥ (১৫)
প্রতিদিন গৃহীভক্ত নির্ম্মাল্য অর্পণে।
দেব পিতৃ সর্ব্ব জীবে করেন তর্পণে॥
যথা যথা অন্য দেবে করেন দর্শন।
কৃষ্ণ দাস বলি তাঁরে করেন বন্দন॥
মায়াবাদীগণ যদি বিষ্ণু পূজাকরে।
প্রসাদ নির্ম্মাল্য ভক্ত নাহি লয় ডরে॥
মায়াবাদী হরি।।মে অপরাধী হয়।
তাহার প্রদত্ত পূজা হরি নাহি লয়॥
অন্য দেব নির্ম্মাল্য গ্রহণে অপরাধ।
শুদ্ধ ভক্তি সাধনে সর্ব্বদা সাধে বাদ॥
তবে যদি শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া।
অন্য দেবে পূজাকরে তৎপ্রসাদ দিয়া॥

---

(১৫) কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্র নিন্দা করেন না। কেননা তিনি শুষ্কতর্ক হইতে দূরে থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্রে অন্যান্য দেবের ঈশ্বরত্ব স্থাপন কেবল জীবের অধিকার সম্মত এক একটী পথমাত্র। সকল শাস্ত্রই তত্তদধিকারীকে চরমে কৃষ্ণ ভক্ত করিবার চেষ্টা করেন সুতরাং অন্যান্য দেবতা ও শাস্ত্রের কথনই নিন্দা করিবে না। সেরূপ নিন্দা ও অপরাধ। ভেদজ্ঞান অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির কৃপা হয়।

সে প্রসাদ গ্রহণেতে নাহি অপরাধ।
সেইরূপ দেবার্চ্চনে নহে ভক্তিবাধ॥
শুদ্ধ ভক্ত নাম অপরাধী নাহি হয়।
নাম করি প্রেম পায় নামে দেয় জয়॥

এই অপরাধের প্রতিকার,

প্রমাদে যদ্যপি হয় অন্যে বিষ্ণু জ্ঞান।
তবে অনুতাপে করি বিষ্ণু তত্ত্ব ধ্যান॥
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া করি অপরাধ ক্ষয়।
যত্নে দেখি আর নাশে অপরাধ হয় (১৬)॥
পূর্ব্ব দোষ ক্ষমাশীল ভক্তের বান্ধব।
দয়ার সাগর কৃষ্ণ ক্ষমার অর্ণব॥
বহুদেবসেবী সঙ্গ করিব বর্জ্জন।
একেশ্বর বৈষ্ণবের করিব পূজন॥
হরিদাস পদে ভক্তি বিনোদ যে জন।
হরিনাম চিন্তামণি তাহার জীবন॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ বিচারো নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

---

(১৬) শ্রীবিষ্ণু স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই। বিপন্ন ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুপদ দর্শনের উপদেশ বেদশাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনাম স্মরণ ও বিষ্ণুপদ দর্শন একই কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুর্ব্ববজ্ঞা।

গুরোরবজ্ঞা।

পঞ্চতত্ত্ব জয় জয় শ্রীরাধামাধব।
জয় নবদ্বীপ ব্রজ যমুনা বৈষ্ণব॥
হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন।
তৃতীয়াপরাধ নামে যেরূপে ঘটন॥
বিস্তারি বলিব আমি তোমার আজ্ঞায়।
যেই সব অপরাধ গুরু অবজ্ঞায়॥

বহুযোনি ভ্রমি, মানব শরীর, (১)
দুল্লভ শুভদ অতি।
তথাপি অনিত্য, পাইলেক যেই,
যাবৎ জীবনে স্থিতি॥
পরম মঙ্গল, লভিবার তরে,

---

(১) চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে অজ্ঞাত স্নকৃতি বলে জীবের মানব শরীর লাভ হয়। মানব শরীর দুর্লভ যেহেতু মানব শরীরে যে পরমার্থ সাধন হয় তাহা অন্য শরীর হইতে পারে না। দেব শরীরে কর্ম্মফলমাত্র ভোগ হয়, কোন সাধুকর্ম্ম-কৃত হয় না। পশু পক্ষী ইত্যাদি শরীরে জ্ঞানের অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম্ম হয় না। মানবই কেবল ঈশ্বরের ভজনের উপযুক্ত।

যদি না যতন করে।
পুনরায় ভবে, অনিত্য শরীর,
লভিয়া আবার মরে ॥
সুবোধ যে হয়, দুর্ল্লভ নৃদেহ,
লভিয়া ভব সংসারে।

সংসারী জীব অবশ্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবেন,

গুরু কর্ণধার, (২) সমাশ্রয় করি,
কৃষ্ণ আনুকূল্যে তরে ॥
শান্ত কৃষ্ণভক্ত, লক্ষণ যে গুরু,
সদৈন্য বচনে তাঁরে।
সন্তোষ করিয়া, কৃষ্ণ দীক্ষালয়,
যায় সংসারের পারে ॥
সহজে জীবের, আছে কৃষ্ণে মতি,
বৃথা তর্কে তাহা যায়।

---

(২) এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই একমাত্র কর্ণাধার যে সকল ব্যক্তি গুরুচরণ আশ্রয় না করিয়া কেবল নিজ বুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে তাহারা বড়ই নির্ব্বোধ। জগতে কোন বিষয়ই গুরু উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ লাভ তাহা কৃতকর্ম্মা গুরু উপদেশ ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরমার্থ বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।

বিতর্ক ছাড়িয়া, সুমতি আশ্রয়ে,
গুরু হৈতে মন্ত্র পায় ॥
গৃহী জীবগণ, বর্ণাশ্রমে থাকি,
সদ্‌গুরু আশ্রয় করে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে সৎপাত্র থাকিলে
তিনি গুরু হইবার যোগ্য

ব্রাহ্মণ আচার্য্য, সর্ব্ববর্ণে হয়,
যদি কৃষ্ণভক্তি ধরে ॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে, সুপাত্র অভাবে,
অন্য কুলে দীক্ষা পায়।
উচ্চ বর্ণ গুরু, গৃহীর উচিত,
গুরু শিষ্য পরীক্ষায় ॥

বর্ণবিচার অপেক্ষা সুপাত্রের বিচার অধিক শ্রেয়,—

কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা, প্রকৃত যে হয়,
সে হইতে পারে গুরু।
কিবা বিপ্র শূদ্র, কি গৃহী সন্ন্যাসী,
গুরু হন কল্পতরু ॥
বর্ণের মর্য্যাদা, পাত্রের বিচারে,
পরমার্থে লঘু অতি।
সুপাত্র মিলন, প্রয়োজন সদা,
যদি চাই শুদ্ধারতি।

সুপাত্রের প্রাপ্তি, মূল প্রয়োজন,
পবিত্র সুবর্ণ হেন ॥
তাহে উচ্চ বর্ণ, লভিলে সংযোগ,
সোহাগা সুবর্ণে যেন ॥ (৩)

গৃহত্যাগী অগৃহী গুর্ব্বাশ্রয় করিতে পারেন,

যে কোন কারণে, সেই গৃহী ধর্ম্ম,
ছাড়ি অন্যাশ্রম লয়।
তাহে পরমার্থ, না পাইয়া শেষে,
সাধু গুরু অন্বেষয় ॥
তাহার পক্ষেতে, অগৃহী আচার্য্য,
প্রশস্ত সকল মতে।
তার দীক্ষা শিক্ষা, পাইয়া সে জন,
ভাসে নাম রসামৃতে ॥ (৪)

গৃহীভক্ত গৃহত্যাগ করিলেও পূর্ব্ব গুরুত্যাগ করিতে হয় না,

গৃহী ভক্তজনে, বিরাগ লভিলে,

---

(৩) সুপাত্রকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে। উচ্চবর্ণ গুরুসমাজে সুখকর। সুতরাং উচ্চবর্ণে সুপাত্র পাইলে নীচবর্ণে গুরু অন্বেষণ করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে উচ্চবর্ণ বা কুলগুরু সম্মানের জন্য অপাত্রকে গুরু বলিয়া বরণ করা না হয়।

(৪) গৃহত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু অন্বেষণ আবশ্যক হইলে গৃহত্যাগী কৃতকর্ম্মা পুরুষকেই গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত।

ছাড়য়ে সংসার বিধি।
তবু পূর্ব্ব গুরু, চরণ আশ্রয়,
করিবে জীবনাবধি॥
গৃহীজন মধ্যে, গৃহী গুরুশস্ত,
যদি শুদ্ধ ভক্তহন।
নতুবা অগৃহী, সুযোগ্য হইলে,
গুরু যোগ্য সর্ব্বক্ষণ॥ (৫)
সদ্‌গুরু পাইয়া, ভক্তিতে ভজিতে,
ভাবের উদয় যবে।
সংসার বিরক্তি, সংসার ছাড়িয়া,
বৈরাগী হইবে তবে॥

যিনি বৈরাগ্য আশ্রম লইবেন তিনি বৈরাগী গুরু করিবেন।

বৈরাগ্য আশ্রম, গ্রহণেতে ত্যাগী,
পুরুষ হইবে গুরু॥ (৬)
তাঁহার চরণে, শিখিবে বিরাগ,
গুরু শিক্ষা কল্পতরু॥

---

(৫) গৃহী যদি গৃহস্থ সদ্‌গুরু গ্রহণ করিতে পারেন।

(৬) গৃহী যখন বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিবেন তখন কোন সুযোগ্য বৈরাগী গুরুর নিকট ভিক্ষাশ্রমের বেষাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য।

দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু উভয়কেই সমান সম্মান করা আবশ্যক,

দীক্ষা শিক্ষা ভেদে, গুরু দুপ্রকার,
উভয়ে সমান মান॥
অর্পিবে সুজন, পরমার্থ ধন,
অনায়াসে যদি চান॥
কৃষ্ণ নাম মন্ত্র, দেন দীক্ষা গুরু, (৭)
শিক্ষা গুরু তত্ত্ব দাতা।
বৈষ্ণব সকল, শিক্ষা গুরু হন,
সর্ব্ব শুভ জনয়িতা॥

সম্প্রদায়ের আদিগুরুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আচরণ করিবে,

সাধু সম্প্রদায়ে, (৮) আচার্য্য সকল,
শিক্ষাগুরু প্রতিষ্ঠিত।

---

(৭) গুরু দুই শ্রেণী, যিনি মন্ত্রদীক্ষা মাত্র দেন তিনি দীক্ষা গুরু। যিনি সম্বন্ধ তত্ত্বাদি শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষা গুরু। দীক্ষা গুরু একজন মাত্র শিক্ষা গুরু অনেক হইতে পারেন। উভয়কেই সমান সম্মান করিতে হয়।

(৮) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই সাধু সম্প্রদায়। সাধু পরম্পরা মন্ত্র, তত্ত্ব, সাধ্য সাধন শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, মায়াবাদ আদি অসৎ সম্প্রদায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধু সম্প্রদায় হইতে গুরু বরণ করা উচিত। সাধু সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকে বিশেষ সম্মান করিবে। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী, ইহারা নিজ নিজ সাধু সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য। মধ্বমুনি আমাদের আদি।

আদ্যাচার্য্য যিনি, গুরু শিরোমণি,
পূজি তাঁরে যথোচিত ॥
তাঁর সুসিদ্ধান্ত, অনুগত হয়ে,
না মানিব অন্য শিক্ষা।
তাঁহার আদেশ, পালিব যতনে,
না লইব অন্য দীক্ষা ॥

সম্প্রদায়গুরু বরণ করা কর্ত্তব্য,

সম্প্রদায় গুরুগণে শিক্ষা গুরু জানি।
অন্যমত পণ্ডিতের শিক্ষা নাহি মানি ॥
সেই মতে সুশিক্ষিত সাধু সুচরিত।
দীক্ষা গুরু যোগ্য সদা জানে সুপণ্ডিত ॥

মায়াবাদীর নিকট কৃষ্ণ মন্ত্র লইলে পরমার্থ হয় না,

মায়াবাদী মতে থাকে কৃষ্ণ মন্ত্র লয়।
তার পরমার্থ লাভ কভু নাহি হয় ॥

শুদ্ধ ভক্তব্যতীত অন্যকে গুরু করিবে না,

যে অন্যায় শিখে যেই শিক্ষা দেয় আর।
উভয়ে নরকে যায় না পায় উদ্ধার ॥
শুদ্ধভক্তি ছাড়ি যিনি শিখিলেন বাদ।
তাঁহার জীবন মাত্র বাদ বিসম্বাদ ॥
সে কেমনে গুরু হবে উদ্ধারিবে জীবে।

আপনি অসিদ্ধ অন্যে কিবা শুভ দিবে ॥
অতএব শুদ্ধভক্ত যে সে কেনে নয়।
উপযুক্ত গুরু হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

গুরুতত্ত্ব,

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুঁহে কৃষ্ণদাস।
দুঁহে ব্রজজন কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ ॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্য প্রভু (৯) ॥
এই বুদ্ধি সহ সদা গুরুভক্তি করে।
সেই গুরু ভক্তিবলে সংসারেতে তরে ॥

গুরুপূজা,

অগ্রে গুরু পূজা পরে শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সমর্পণ (১০) ॥
গুরু আজ্ঞালয়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে।

---

(৯) শ্রীগুরুতে সামান্য জীব বুদ্ধি করিবে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিপুষ্ট কৃষ্ণ পরিকর বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। সাধু ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন মায়াবাদ শূচাক্ষরে সাধন মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

(১০) শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করত তদনুমতি লইয়া যুগল পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণবও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।

শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে॥

গুরুতে কিরূপ শ্রদ্ধা করা উচিত,

গুরুতে অবজ্ঞা যাঁর তাঁর অপরাধ।
সেই অপরাধে তাঁর হয় ভক্তিবাধ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি॥
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেই জন।
শুদ্ধনাম বলে সেই পায় প্রেমধন॥

কোন স্থানে গুরু ত্যাগ করিতে হইবে,

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়।
অসৎ সঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয়॥
প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্‌গুরু প্রধান।
পরে নাম অপরাধে হৈঞা হতজ্ঞান॥
বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি ছাড়ি নাম রস।
ক্রমে ক্রমে হন অর্থ কামিনীর বশ॥
সেই গুরু ছাড়ি শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়।
সদ্‌গুরু লভিয়া পুনঃ শুদ্ধনাম গায়॥

গুরুশিষ্যসম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরস্পরের পরীক্ষা,

অযোগ্য শিষ্যেরে গুরু করিবেন দণ্ড।
ভজিয়া অযোগ্য গুরু শিষ্য হয় পণ্ড॥

দুঁহের যোগ্যতা যতদিন স্থির রয়।
পরস্পর সম্বন্ধ কখন ত্যজ্য নয় (১১)॥

শুদ্ধগুরুপরীক্ষা করিয়া বরণ করিবে,

সদ্‌গুরুর প্রতি যেই অবজ্ঞা আচরে।
সে পাপিষ্ঠ অপরাধী সর্ব্বত্র সংসারে॥
অতএব প্রথমে বিশেষ যত্ন করি।
শুদ্ধ ভক্তে লইবেন গুরু রূপে বরি (১২)॥
গুরুত্যাগ ক্লেশ যেন কভু নাহি ঘটে।

---

(১১) গুরু শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে ততদিন সে সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব। এরূপ সম্বন্ধত্যাগের প্রমাণাদি প্রমাণমালায় দেখুন।

(১২) গুরু বরণের পুর্ব্বেই গুরু শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। কুলগুরু যোগ্য পাত্র হইলেত কথাই নাই। অযোগ্য হইলে সাধু গুরু অন্বেষণ পূর্ব্বক গুরু বরণ করিবে। যদি সকল বস্তু সংগ্রহ কালে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হয় তবে জীবনের পরমবন্ধু গুরুলাভ কালে যিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের যত্ন না করেন তিনি নিতান্ত দুর্ভাগা। অযোগ্যকুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।

এরূপ চিন্তিলে কভু না পড়ে সঙ্কটে ॥
গুরু যথা ভক্তিহীন শিষ্য তার প্রায়।
অতএব শুদ্ধ গুরু লবে পরীক্ষায় ॥
সদগুরু অবজ্ঞা অপরাধ ভয়ঙ্কর।
এই অপরাধে নষ্ট হয় দেবনর ॥

গুরুসেবার প্রক্রিয়া,

গুরু শয্যাসন আর পাদুকাদি যান।
পাদপীঠ স্নানোদক ছায়ার লঙ্ঘন ॥
গুরুর অগ্রেতে অন্য পূজাদ্বৈত জ্ঞান।
দীক্ষা ব্যাখ্যা প্রভুত্বাদি করিবে বর্জ্জন ॥
যথা যথা গুরুর পাইবে দরশন।
দণ্ডবৎ পড়ি ভূমে করিবে বন্দন ॥
গুরুনাম ভক্তিতে করিবে উচ্চারণ।
গুরু আজ্ঞা হেলা না করিবে কদাচন ॥
গুরুর প্রসাদ সেবা অবশ্য করিবে।
গুরুর অপ্রিয় বাক্য কভু না কহিবে ॥
গুরুর চরণে দৈন্যে লইবে শরণ।
করিবে গুরুর সদা প্রিয় আচরণ ॥
এরূপ আচারে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় প্রভো বলে শ্রুতিগণে ॥

নামগুরু প্রতি যদি অবজ্ঞা ঘটয়ে (১৩)।
দুষ্ট সঙ্গে দুষ্ট শাস্ত্র মত সমাশ্রয়ে॥
তবে সেই সঙ্গ সেই শাস্ত্র দূর করি।
বিলাপ করিব সেই গুরু পদে ধরি॥
কৃপা করি গুরু দেব হইবে সদয়।
নামে প্রেম দিবে সে বৈষ্ণব দয়ামায়॥
হরিদাস পদরেণু ভরসা যাহার।
নাম চিন্তামণি গায় তৃণাধিক ছার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ গুর্ব্ববজ্ঞা বিচারো
নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা।

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনঃ।

জয় জয় গদাই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।
জয় সীতাপতি জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

---

(১৩) নাম গুরু, যিনি নাম তত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন পূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন তিনিই নাম গুরু। দীক্ষা গুরুই নাম গুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল নাম উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ হয়।

হরিদাস বলে প্রভু চতুর্থাপরাধ।
শ্রুতিশাস্ত্রবিনিন্দন ভক্তিরসবাধ॥

আম্নায়ই একমাত্র প্রমাণ,

শ্রুতিশাস্ত্রবেদ উপনিষৎ পুরাণ।
কৃষ্ণ নিশ্বসিত হয় সর্ব্বত্র প্রমাণ॥
বিশেষতঃ অপ্রাকৃত তত্ত্বে জ্ঞান যত।
সকলি আম্নায়সিদ্ধ তাহে হই রত॥
জড়াতীত বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
কৃষ্ণকৃপা বিনা তাহা না হয় গোচর (১)।
করণাপাটব ভ্রম বিপ্রলিপ্সা আর।
প্রমাদসর্ব্বত্র নরজ্ঞানে এই চার॥
সেই সব দোষশূন্য বেদ চতুষ্টয়।
বেদ বিনা পরমার্থে গতি নাহি হয়॥
মায়াবদ্ধ জীবে কৃষ্ণ বহু কৃপা করি।
বেদপুরাণাদি দিল আর্ষজ্ঞানে ধরি (২)॥

---

(১) জড়ীয় বস্তুই কেবল ইন্দ্রিয় গোচর। জড়াতীত বস্তুতে ইন্দ্রিয়গণের গতি শক্তি নাই। চিদ্বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জড়াতীত। সুতরাং কৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক যে আম্নায় জ্ঞান দিয়াছেন তাহাতেই জীবের মঙ্গল হয়। আম্নায় শব্দে সৎসম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদবাক্য।

(২) আর্ষজ্ঞান, ঋষিগণ সমাধিক্রমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহাই আর্ষজ্ঞান।

আম্নায় হইতে দশমূল শিক্ষা, প্রমেয় নয়টী,

সেই শ্রুতি শাস্ত্রে জানি কর্ম্ম জ্ঞান ছার।
নির্ম্মল ভক্তিতে মাত্র পাই সর্ব্বসার॥
মায়া মূঢ় জীবে কর্ম্ম জ্ঞানে শুদ্ধ করি।
শুদ্ধভক্তি অধিকার শিখাইলে হরি (৩)॥
প্রমাণ সে বেদ বাক্য নয়টী প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ প্রয়োজন অভিধেয়॥
এই দশমূল সার অবিদ্যা বিনাশ (৪)।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥

১। হরি একপরতত্ত্ব, ২। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ৩। তিনির সমূর্ত্তি,

প্রথমে শিখায় পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্ব্বশক্তিমান রসমূর্ত্তিধারী॥

---

(৩) সেই শ্রুতিসিদ্ধজ্ঞানে কর্ম্মও জ্ঞানকে তুচ্ছ ফলদাতা বলিয়া নির্ম্মল ভক্তিতে সার তত্ত্ব প্রাপ্তির বিধান শিক্ষা দিয়াছেন।

(৪) দশমূল এই। প্রমাণ এক অর্থাৎ আম্নায় বাক্য। প্রমেয় নয়। ১।হরিই পরতত্ত্ব ২। তিনি শ্যামসুন্দর সর্ব্বশক্তিমান্। ৩ শ্যামসুন্দর পরম রসময়। সংব্যোম পরব্যোম তাঁহার ধাম। ৪ জীব অনন্ত চিৎপরমাণু কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। নিত্য বদ্ধ ও নিত্য মুক্তভেদ জীব দুই প্রকার। ৫ কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবগণ মায়াবদ্ধ ৬ শুদ্ধভক্তগণ মায়ামুক্ত। ৭জীব ও জড়ময় সমস্তজগৎ অচিন্ত্যশক্তি প্রসূত নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ। ৮ নববিধ কৃষ্ণ ভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব ৯ কৃষ্ণ প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব।

জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোম ধামেতে তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান॥
এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।
বেদ শাস্ত্র শিক্ষাদেন জীবের হৃদয়ে॥

৪। জীবতত্ত্ব,

দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্ত সংখ্যক চিৎ পরমাণু সত্ত্ব॥

৫। নিত্যবদ্ধ ৬। ও নিত্য মুক্তভেদে জীব দুই প্রকার,

নিত্যবদ্ধ নিত্যভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম ব্রহ্মাণ্ড ভরি সংস্থিতি তাহার॥

বদ্ধজীব,

বদ্ধ জীব মায়াভজি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভোগ করে দুঃখ সুখ॥

মুক্তজীব,

নিত্য মুক্ত কৃষ্ণ ভজি কৃষ্ণ পারিষদ।
পরব্যোমে ভোগ করে প্রেমের সম্পদ॥
তিনটী প্রমেয় এই জীবের বিষয়ে।
শ্রুতি শাস্ত্র শিক্ষা দেন কৃষ্ণদাসী হয়ে॥

৭। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ,

চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।

সকলি অচিন্ত্য ভেদাভেদের প্রকার ॥
জীব জড় সর্ব্ব বস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ॥
এই জ্ঞানে জীব জানে আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্য প্রভু চিৎসূর্য্য প্রকাশ ॥
শক্তি পরিণাম মাত্র বেদশাস্ত্রে বলে।
বিবর্ত্তাদি দুষ্টমতে বেদনিন্দে ছলে (৫) ॥

সাতটী প্রমেয় সম্বন্ধজ্ঞান,

এইত সম্বন্ধ জ্ঞান সাতটী প্রমেয়।
শ্রুতি শাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয় সার।
নববিধ কৃষ্ণভক্তি বিধিরাগ আর ॥

৮। অভিধেয়। নববিধভক্তি,

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন ॥
ভক্তির প্রকার মধ্যে নাম সর্ব্বসার।
প্রণব মাহাত্ম্য বেদ করেন প্রচার ॥

---

(৫) ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি পরিণামই বেদের শিক্ষা। ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম বা বিবর্ত্ত নিতান্ত বেদ বিরুদ্ধ মত।

৯। প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম,

শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণ কৃপা বলে পায় প্রেমের বৈভব (৬)॥

এই শ্রুতিশিক্ষা নিন্দা অপরাধ,

এ নব প্রমেয় শ্রুতি করেন প্রমাণ।
শ্রুতি তত্ত্বাভিজ্ঞ গুরু বলেন সন্ধান॥
এ হেন-শ্রুতিরে যেই করে বিনিন্দন।
নাম অপরাধী সেই নরাধম জন॥

বেদবিরুদ্ধ বাদসমূহ,

জৈমিনী কপিল নগ্ন নাস্তিক সুগত।
গৌতম এ ছয়জন হেতুবাদে হত॥
বেদ মানে মুখে তবু ঈশ নাহি মানে।
কর্ম্মকাণ্ড শ্রেষ্ঠ বলি জৈমিনী বাখানে॥
ঈশ্বর অসিদ্ধ কপিলের কল্পনায়।
তবু যোগমানে অর্থ বুঝা নাহি যায়॥

---

(৬) শুদ্ধ ভক্তি; যে চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করে অথচ তাহাতে ভক্তির উন্নতি ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা না থাকে এবং যাহা জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি দ্বারা আবৃত না হয় সেই চিত্তবৃত্তিই শুদ্ধ ভক্তি। কর্ম্ম মিশ্রা বা জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি বলা যায় না। শুদ্ধভক্তিতে নামাশ্রয় করাই সর্ব্ববেদ সম্মত শিক্ষা।

নগ্ন সে তামস তন্ত্র করয় বিস্তার।
বেদের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম করয়ে প্রচার॥

এই সব মতবাদ দ্বারা শ্রুতিনিন্দা হয়,

নাস্তিক চার্ব্বাক কভু বেদ নাহি মানে।
সুগত বৌদ্ধের এক প্রকার বাখানে॥
গৌতম ন্যায়ের কর্ত্তা ঈশ্বর না ভজে।
তার হেতুবাদমতে নরমাত্র মজে॥
এই সব দুষ্ট মতে শ্রুতির নিন্দন।
কভু স্পষ্ট কভু গুপ্ত বুঝে বিজ্ঞজন॥
এই সব মতে থাকি অপরাধী হয়।
অতএব এই সবে ত্যজিবে নিশ্চয়॥

মায়াবাদীর অতি দুষ্ট মত ; বেদ বিরুদ্ধ,

এ সব কুমত ছাড়ি আর মায়াবাদ।
শুদ্ধ ভক্তি অনুভবি হয় নির্ব্বিবাদ॥
মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র গুপ্ত বৌদ্ধমত।
বেদার্থ বিকৃতি কলিকালেতে সম্মত॥
উমাপতি ব্রাহ্মণ রূপেতে প্রকাশিল।
তোমার আজ্ঞায় তেঁহ আচার্য্য হইল॥
জৈমিনী যেরূপ মুখে বেদ মাত্র মানে।
বিকৃত শ্রুতির অর্থ জগতে বাখানে॥

মায়াবাদী গুরু সেইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম।
বেদবাক্যে স্থাপি আচ্ছাদিল ভক্তি মর্ম্ম (৭)॥
এই সব মতবাদে ভক্তি দূরে যায়।
শ্রীকৃষ্ণ নামেতে জীব অপরাধ পায় (৮)॥

শ্রুতি বিচারের শুদ্ধ প্রক্রিয়া

শ্রুতির অভিধা বৃত্তি করি সংযোজন।
শুদ্ধভক্তি লভি পায় জীব প্রেম ধন (৯)॥
শ্রুতিতে লক্ষণা করে অযথা প্রকারে।
নিত্য সত্য দূরে যায় অপরাধে মরে॥
সর্ব্ব বেদ সম্মত প্রণব কৃষ্ণ নাম।

---

(৭) অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, গোবিন্দ, গৌড়পাদ, শঙ্কর এবং শঙ্করানুগত ব্রহ্মমীমাংসকগণই মায়াবাদ গুরু। জীবের নির্ব্বাণ-লয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানমত। বৌদ্ধ যদিও ব্রহ্ম মানেন না তথাপি তাঁহার শূন্যবাদাদিতে যে চরমতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তাহা মায়া-বাদীর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে এক। এই মতটী নিত্য ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

(৮) এই সব মত স্বীকার করেন অথচ কৃষ্ণনাম করেন তাহাতে কোন কোন মায়াবাদী নামাপরাধে হত হন।

(৯) যেখানে অভিধালক্ষণ চলিতে পারে সেখানে লক্ষণা করা অনুচিত। এই কথা স্থির রাখিয়া বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের শিক্ষা পাওয়া যায়। অভিধা ও লক্ষণার অর্থ প্রমাণমালায় দৃষ্টি করুন।

সেই নামে জীব সব পায় নিত্য ধাম ॥
প্রণব সে মহাবাক্য হয় কৃষ্ণ নাম।
তাহাতেই শ্রীভক্তের সতত বিশ্রাম ॥
বেদ বলে নাম চিৎস্বরূপ জগতে।
নামের আভাসে সিদ্ধি হয় সর্ব্ব মতে ॥

বেদ কেবল শুদ্ধ নাম ভজন শিক্ষা দেন,

এই সব বেদশিক্ষা অভাগা না মানে।
নামে অপরাধ করে বেদের নিন্দনে ॥
শুদ্ধনামপরায়ণ যেই মহাজন।
বেদাশ্রয়ে পায় নাম রস প্রেমধন ॥
সর্ব্ববেদ বলে গাও হরিনাম সার।
পাইবে পরমাপ্রীতি আনন্দ অপার ॥
বেদ পুন বলে যত মুক্ত মহাজন।
পরব্যোমে সদা করে নাম সংকীর্ত্তন ॥

তামসতন্ত্র শিক্ষা বেদ বিরুদ্ধ

কলিযুগে বহুজন মায়াশক্তি ভজে।
চিদাত্মা পুরুষ কৃষ্ণনাম রস ত্যজে ॥
তামসিক তন্ত্রধরি শ্রুতি নিন্দা করে।
মদ্য মাংসে প্রীতি করি অধর্ম্মেতে মরে ॥
সে সব নিন্দুক নাহি পায় কৃষ্ণ নাম।

কভু নাহি পায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন ধাম ॥

মায়া দেবীর নিষ্কপট কৃপাই প্রয়োজন,

মায়াদেবী সে সব পাষণ্ডে অধোগতি।
দিয়া নামামৃতে আর নাহি দেন মতি ॥
তবে যদি সাধু সেবায় তুষ্ট হন মায়া।
অকপটে দেন তবে কৃষ্ণপদছায়া ॥
মায়া কৃষ্ণদাসী বহির্ম্মুখ জীবে দণ্ডে।
মায়া পূজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে ॥
কৃষ্ণনাম করে যেই মায়াদেবী তারে।
নিষ্কপটে কৃপা করি লয় ভব পারে (১০) ॥
অতএব শ্রুতি নিন্দা অপরাধ ত্যজি।
অহরহ নাম সংকীর্ত্তন রসে মজি ॥

---

(১০) জগতে মায়াদেবীকে দুর্গা কালী নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গত শক্তি। মায়া তাঁহার ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুই প্রকার কৃপা অর্থাৎ নিষ্কপট কৃপা ও সকপট কৃপা। যেই স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন সেখানে স্বীয় বিদ্যা বৃত্তিতে কৃষ্ণ ভক্তি দান করেন। যেস্থলে সকপট কৃপা সেস্থলে জড়ীয় অনিত্য সুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যেস্থলে নিতান্ত অনন্নুগ্রহ সেস্থলে ব্রহ্ম নির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন। তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ।

তদপরাধের প্রতিকার,

প্রমাদে যদ্যপি হয় সে শ্রুতি নিন্দন।
অনুতাপে করি পুন সে শ্রুতি বন্দন॥
কুসুম তুলসী দিয়া সেই শ্রুতিগণে।
ভাগবতসহ সদা পূজিব যতনে॥
ভাগবত শ্রুতিসার কৃষ্ণ অবতার।
অবশ্য করিবে মোরে করুণা অপার (১১)॥
হরিদাস পদরজ ভরসা যাহার।
নাম চিন্তামণি হার গলায় তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ শ্রুতিনিন্দা অপরাধ বিচারো নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নামে অর্থবাদ অপরাধ।

তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।

জয় গৌর গদাধর শ্রীরাধামাধব।
জয় গৌর লীলা স্থলি জাহ্নবী বৈষ্ণব॥

---

(১১) শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদ সার। যে ব্যক্তিদিগের শুভদিন উদয় হইতে বিলম্ব থাকে তাহারা শ্রীভাগবতের প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করে। ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা চিন্তন।
পঞ্চমাপরাধ প্রভো শ্রীশচীনন্দন (১) ॥

নাম মহিমা,

স্মৃতি কহে হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লয়।
কৃষ্ণ তারে কৃপা করি হয়েন সদয় ॥
নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নির্ম্মল।
নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল
নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এজগতে।
নামের সদৃশ ফল নাহি কোনমতে ॥
নামের সদৃশ ত্যাগ কোনরূপে নয়।
নামের সদৃশ সম কভু নাহি হয় ॥
নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এ সংসারে।
নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে ॥
নামই পরম মুক্তি নাম উচ্চগতি।
নামই পরম শান্তি নাম উচ্চস্থিতি ॥

---

(১) হরিনাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করা সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। হরিনামের যে মহিমা লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নয়, কেবল নামে রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য অতিবাদ মাত্র এরূপ বলাকে অর্থবাদ বলে। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল মহিমা উল্লিখিত আছে সে সকল বস্তুতঃ রুচি উৎপাদক ফল মাত্র কিন্তু নাম সম্বন্ধে সেরূপ নয়। নাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করিলে অপরাধ হয়।

নামই পরম ভক্তি নাম শুদ্ধামতি।
নামই পরম প্রীতি নাম পরাস্মৃতি॥
নামই কারণ তত্ত্ব নাম সর্ব্বপ্রভু।
পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতা,

সহস্র নামের তুল্য হয় নাম রাম।
তিন রাম নাম তুল্য এক কৃষ্ণ নাম॥

নামের অর্থবাদে নরকগমন অবশ্য ঘটে,

শ্রুতিগণ নামের মাহাত্ম্য সদা গায়।
নামকে চিত্তত্ত্ব বলি জগতে জানায়॥
শ্রুতি স্মৃতি প্রদর্শিত নামের যে ফল।
তাহে অর্থবাদ করে পাষণ্ড প্রবল॥
হরিনামে অর্থবাদ যে অধম করে।
সে পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি পচি মরে॥
যে বলে নামের ফলশ্রুতি সত্যনয়।
নামে রুচি দিতে মাত্র তত ফল কয়॥
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আর জীব হিতাহিত।
সে অধম নাহি জানে বুঝে বিপরীত (২)॥

---

(২) যে ব্যক্তির ভক্তিসুকৃতি না থাকে তাহার কখনই ভক্তি তত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব সুকৃতি অভাবে নামে রুচি জন্মে না। নামের যে অপার ফল শ্রুতি তাহাতেও বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রের একাঙ্গে যাহাদের প্রসক্তি তাহারা শাস্ত্র তাৎপর্য্য জানিতে পারে না।

নামের ফল সত্য। তাহাতে অর্থবাদের প্রয়োজন নাই,

কর্ম্মকাণ্ডে আছেত কৈতব (৩) স্বার্থজ্ঞান।
ভক্তিতত্ত্বে নামে তাহা নহে বিদ্যমান॥
কর্ম্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি রোচনার্থ জানি।
ভক্তিতত্ত্বে ফলশ্রুতি নিত্য সত্য মানি॥
নামতত্ত্বে শাঠ্য নাহি পায় কভু স্থান।
নিজের নাহিক স্বার্থ নাম করি দান॥

কর্ম্মফলের অর্থবাদ অপরিত্যজ্য,

নাম দান শ্রদ্ধাবানে যেই জন করে।
কৃষ্ণ দাস্য করে সেই স্বার্থ পরিহারে॥
কর্ম্ম করাইলে যাজকের অর্থলাভ।
অতএব তাহে কৈতবেরত প্রভাব॥
বেদস্মৃতি নাম ফল অনন্ত বাখানে।
স্বার্থ বুদ্ধি (৪) শূন্য সে যে তাহা নাহি মানে॥
কর্ম্ম সব শুভাশুভ জড়ের আশ্রয়ে।
জড়ময়ফল যাচে যজমান চয়ে॥
কর্ম্ম ফল দূরে ফেলি যেবা করে কর্ম্ম।
হৃদয় বিশুদ্ধ তার হয় এই মর্ম্ম॥

---

(৩) কৈতব ধূর্ত্ততা।

(৪) স্বার্থ বুদ্ধি, জীবের নিজ উন্নতি চেষ্টাময়ী বুদ্ধি।

বিশুদ্ধহৃদয়ে আত্মরতি (৫) সুনির্ম্মল।
উদয় হইয়া হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥

নাম চিন্ময়। তাহাতে অর্থবাদ হইতে পারে না;

নাম সেই আত্মরতি নিজে উপস্থিত।
সাধন কালেতে সাধ্য বস্তুর বিহিত ॥
কর্ম্মের চরম ফল নাম রস হয়।
সাধুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেতে নিশ্চয় ॥
অতএব চৌদ্দলোক ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ।
যেই ফল নাহি পান নাম তাহা হন ॥
নামফল সর্ব্বোপরি অবশ্য হইবে।
কর্ম্মী জ্ঞানী হিংসা করি নামে কি করিবে ॥

নামাভাসে সর্ব্বকর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইয়া থাকে।

সর্ব্বকর্ম্মফল নামাভাসে লব্ধ হয়।
সর্ব্ব জ্ঞান ফল নামাভাসাতে মিলয় ॥
আভাসে মিলিল যদি এত উচ্চফল।
নাম বস্তু ততোধিক প্রদানে প্রবল (৬) ॥

---

(৫) আত্ম রতি, আত্ম তত্ত্বে রতি সুতরাং অনাত্ম্য তত্ত্বে বিরাগ।

(৬) নামাভাসে কর্ম্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা অধিক ফল। যখন নামাভাসে এত ফল হয় তখন সাক্ষাৎ নাম উদয় হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল দিতে পারেন। তাহাতে সন্দেহ কি ?

অতএব শাস্ত্রে যত নাম ফল গায়।
শুদ্ধ নামাশ্রিত জন নিশ্চয়তা পায়॥

নামফলে যাহার সন্দেহ তাহার মঙ্গল নাই।

ইহাতে সন্দেহ যার সে অধম জন।
নামঅপরাধে তার অবশ্য পতন॥
বেদে রামায়ণে আর ভারতে পুরাণে।
আদি অন্ত মধ্যে হরি নামের বাখানে॥
নাম ফল শ্রুতিবাক্য অনাদি নিশ্চল।
তাহে অর্থবাদ কল্পনার কিবা ফল॥

কর্ম্মজ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তি নামে আছে।

নাম নামী এক নামে দিয়া সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্বোপরি করিয়াছ তব নামভক্তি॥
তুমিত স্বতন্ত্র তত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান।
তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান॥
কর্ম্মকে করেছ জড় আর ব্রহ্মজ্ঞানে।
দিয়াছ নির্ব্বাণ শক্তি স্বতন্ত্র বিধানে॥
ইচ্ছাময় তুমি প্রভু স্বীয় নামাক্ষরে।
অর্পিয়াছ সব শক্তি আর কে কি করে (৭)॥

---

(৭) তুমি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ, তুমি স্বীয় নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি চলিতে পারে ?

অতএব তব নাম সর্ব্বশক্তিমান।
নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিদ্বান্ ॥

তদপরাধের প্রতিকার।

নামে অর্থবাদ অপরাধ ঘটে যদি।
দন্তে তৃণ ধরি যাই বৈষ্ণব সংসদি (৮) ॥
অপরাধ জানাইয়া বৈষ্ণব চরণে।
ক্ষমা মাগি কাকুতি করিয়া ঋজুমনে ॥
নামের মহিমা জ্ঞাতা ভাগবত জন।
ক্ষমা করি কৃপা করি দিবে আলিঙ্গন ॥
নামে অর্থবাদ আর কল্পন মনন।
কভু নাহি হবে চিত্তে মায়া বিড়ম্বন (৯) ॥
অর্থবাদকারী সহ হৈলে সম্ভাষণ।
সচেলে জাহ্নবী জলে করিব মজ্জন (১০) ॥

---

(৮) বৈষ্ণব সংসদি, বৈষ্ণব জন যেখানে সভা করিয়া কৃষ্ণ কথা আলোচনা করেন তথায়।

(৯) নামের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অর্থবাদ করিবার যে চেষ্টা সে কেবল মায়ার বিড়ম্বন মাত্র।

(১০) নামে যে সকল লোক অর্থবাদ করেন তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনা ক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই সেখানে অন্য পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে তবে মানস স্নান করিয়া আত্ম শুদ্ধির বিধান করিবে।

কৃষ্ণ প্রিয়া বংশী কৃপা ভরসা যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি তার অলঙ্কার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ নাম্নিঅর্থবাদ অপরাধ-
বিচারো নাম অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

নামবলে পাপ বুদ্ধি।

নাম্নোবলাদ্যস্যহি পাপবুদ্ধি
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।

গৌর গদাধর জয় জাহ্নবা জীবন।
জয় জয় সীতাদ্বৈত জয় ভক্তগণ॥

নাম গ্রহণে সমস্ত অনর্থ দূর হয়।

হরিদাস বলে নাম শুদ্ধ সত্বময়।
ভাগ্যবান জীব করে নামের আশ্রয়॥
অতি শীঘ্র তাহার অনর্থ দূরে যায়।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য আর স্থান নাহি পায়॥
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি।
পূর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয় চিত্ত শুদ্ধ অতি॥
পাপ আর পাপ বীজ পাপের বাসনা।

অবিদ্যা তাহার মূল এতিন যন্ত্রণা (১) ॥
সর্ব্বজীবে দয়া আসি হইবে উদয়।
জীবের মঙ্গল চেষ্টা সতত করয় ॥
জীবের সন্তাপ কভু সহিতে না পারে।
যাহে পরতাপ (২) যায় তার চেষ্টা করে ॥
বিষয় পিপাসা অতি তুচ্ছ মনে হয়।
ইন্দ্রিয় লালসা তার চিত্তে নাহি রয়।
কনক কামিনী চেষ্টা প্রতি ঘৃণা করে।
যথা ধর্ম্মলাভে তুষ্ট থাকি প্রাণধরে ॥
ভক্তি অনুকূল সব করয়ে স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূল নাহি করে অঙ্গীকার ॥
কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র বলি জানে।
জীবনে পালনকর্ত্তা কৃষ্ণ ইহা মানে ॥
অহং মম বুদ্ধ্যাসক্তি নারাখে হৃদয়ে (৩)।
দীনভাবে নাম লয় সকল সময়ে ॥
স্বভাবতঃ যার এই রূপ নামাশ্রয়।

---

(১) অবিদ্যা হইতে পাপ বীজ বা পাপ বাসনা এবং পাপ বাসনা হইতে পাপ, এই তিন প্রকার বদ্ধ জীবের ক্লেশ।

(২) পরতাপ, অন্য জীবের ক্লেশ জনিত তাপ।

(৩) এই জড় দেহে অহং ও মম এইরূপ বুদ্ধিগত আসক্তি।

পাপে মতি পাপাচার তাহার কি হয়॥

পূর্ব্বপাপ ও পাপগন্ধ শীঘ্র দূর হয়,

পূর্ব্ব দুষ্টভাব তার ক্রমে হয় ক্ষীণ।
পবিত্র স্বভাব শীঘ্র হইবে প্রবীণ॥
এই সন্ধিকালে পূর্ব্ব পাপের সম্বন্ধ।
থাকিতেও পারে কিছুদিন পাপ গন্ধ (৪)॥
নামের সংসর্গে যত সুমতি উদয়।
হয়ে সেই পাপগন্ধ শীঘ্র করে ক্ষয়॥
প্রতিজ্ঞা করেছ নাথ অর্জ্জুন নিকটে।
মোর ভক্ত কভু নাহি পড়িবে সঙ্কটে॥
সঙ্কট সময়ে আমি হইব সহায়।
অতএব পাপ যায় তোমার কৃপায়॥
জ্ঞানমার্গী কষ্টে পাপ করিয়া দমন।
তবাশ্রয় ছাড়ি শীঘ্র হয়ত পতন॥
তব পদাশ্রয় যার সেই মহাজন।
বিঘ্ন না পাইবে কভু সিদ্ধান্ত বচন॥

---

(৪) নামে মতি হইতেছে। তৎপূর্ব্বের অবস্থা ও তৎপর অবস্থা এই দুই অবস্থার মধ্যগত অবস্থাকে সন্ধিকাল বলেন। এই সন্ধিকালে নূতন পাপে মতি হয় না। অভ্যাস ক্রমে পূর্ব্ব পাপের কিছু কিছু ক্ষয়োন্মুখ গন্ধ থাকিতে পারে।

প্রমাদে পাপ উপস্থিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

যদি কভু প্রমাদে ঘটয় কোন পাপ।
ভক্ত তবু নাহি সহে প্রায়শ্চিত্ত তাপ (৫) ॥
সে পাপ ক্ষণিক, নাহি পায় অবস্থিতি।
নামরসে ভেসে যায় না দেয় দুর্গতি ॥

নামাশ্রয়ী নূতন পাপ বিচার করিয়া করিলে নামবলে পাপাচরণ হয়।

কিন্তু যদি কোন জন নামে করি বল।
আচরে নূতন পাপ সে জন চঞ্চল ॥
সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয়।
নাম অপরাধে পায় শোকমৃতিভয় ॥

প্রমাদ ও বিচারিত কর্ম্মের ভেদ।

প্রমাদ ঘটনা আর বিচারিত কর্ম্মে।
সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে ভক্তিশাস্ত্র মর্ম্মে (৬) ॥

---

(৫) ভক্তের যদি প্রমাদে কোন পাপকার্য্য ঘটিয়া পড়ে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

(৬) পাপ ঘটন দুই প্রকারে হয় অর্থাৎ অকস্মাৎ প্রমাদ হইতে পাপ হইয়া পড়ে এবং বিচার হইতে পাপ হয়। অর্থাৎ আমি একটী পাপ আচরণ করিব ইহার বিচার পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই দুয়ে অনেক প্রভেদ।

নামাশ্রয়ীর পাপ করা দূরে থাকুক পাপে মতি হইলেই নামাপরাধ হয়।

সংসারী মানব যেবা আচরয়ে পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত আছে তার আর অনুতাপ॥
কিন্তু নামবলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বড়ই দুর্গতি॥
বহু যম যাতনাদি পাইলেও তার।
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার॥
পাপে মতিমাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রণা।
পাপাচারে যত দোষ তার কি গণনা॥

প্রবঞ্চক শঠের নাম ভরসায় পাপক্রিয়া মর্কট বৈরাগ্য মাত্র।

শাস্ত্রে শুনিয়াছে নাম যত পাপ হরে।
কোটী জন্মে মহাপাপী করিতে না পারে॥
পঞ্চবিধ পাপ মহাপাতক অবধি।
নামাভাসে যায় শাস্ত্র গায় নিরবধি॥
সেইত ভরসা করি প্রবঞ্চক জন।
শঠতা করিয়া নাম করয়ে গ্রহণ॥
কষ্টের সংসার ছাড়ি বৈরাগীর বেশে।
কনক কামিনী আশে ফিরে দেশে দেশে॥
তুমিত বলেছ প্রভু মর্কট বৈরাগী।

কামিনী সম্ভাষি ফিরে ধর্ম্ম গৃহত্যাগী (৭) ॥

নিষ্কপটে নামাশ্রয় না করিলে এই অপরাধ অনিবার্য্য,

বৈরাগ্যের ছলে কেহ গৃহে কাটে কাল।
সম্ভাষ্য না হয় সব বিশ্বের জঞ্জাল ॥
গৃহে থাকু বনে যাউ তাহে নাহি দোষ।
নিষ্পাপে করুক নাম পাইয়া সন্তোষ (৮) ॥
নামবলে পাপমতি মহা অপরাধ।
তাহাতে মজিলে হয় ভক্তিতত্ত্বে বাধ ॥

নামাভাসী-ব্যক্তিগণ এই কপট লোকের সঙ্গে অপরাধী হন।

নামাভাসী জনের কুসঙ্গ যদি হয়।
তবে এই অপরাধ ঘটিবে নিশ্চয় ॥
শুদ্ধ নামোদয় যার হৃদয়ে হইবে।
এই নাম অপরাধ তার না ঘটিবে ॥

শুদ্ধ নামাশ্রিত ব্যক্তির দশবিধ অপরাধ স্পর্শ করে না,

শুদ্ধ নামাশ্রিত জনে অপরাধ দশ।

---

(৭) ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভু মর্কট বৈরাগীর যে নিন্দা করিয়াছেন তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী সম্ভাষণ করেন তিনি মর্কট বৈরাগী।

(৮) নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান তাহাতে কোন বিচার নাই, কেন না গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

কোনরূপে কোন কালে না করে পরশ ॥
নামাশ্রিত জনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তার না হইতে পারে ॥
যতদিন শুদ্ধ নাম না হয় উদয়।
ততদিন অপরাধ আক্রমণে ভয় ॥
অতএব নামাভাসী যদি ভাল চায়।
নাম বলে পাপবুদ্ধি হইতে পলায় ॥

কতদিন সাবধানে অপরাধ পরিত্যাগ করা চাই,

শুদ্ধ নামাশ্রিত জন সঙ্গবল ধরি (৯)।
অপরাধে সতর্কতা সর্ব্বদা আচরি ॥
শুদ্ধ নাম যার মুখে তার দৃঢ় মন।
কৃষ্ণ হৈতে বিচলিত নহে একক্ষণ ॥
অতএব নামে বল যতদিন নয়।
ততদিন অপরাধে করিবেক ভয় ॥
বিশেষ যতনে পাপ বুদ্ধি দূর করি।
অহর্নিশি মুখে বলিবেক হরি হরি ॥
শ্রীগুরু কৃপায় হবে সুসম্বন্ধ জ্ঞান।

এই অপরাধ হইলে তাহার প্রতিকার।

কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণনাম তাহাতে বিধান ॥

---

(৯) সঙ্গবল, শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গবল।

যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবুদ্ধি।
শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে করি তার শুদ্ধি॥
পাপস্পৃহা বাটপার পথে আসি ধরে (১০)।
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ পথ রক্ষা করে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি রক্ষকের নাম ধরি।
পলাইবে বাটপার আসিবে প্রহরী॥
আদরে বলিবে ভাই নাহি কর ভয়।
আমিত রক্ষক তব শুন মহাশয়॥
কেবল বৈষ্ণব পদ দাস্যব্রত যার।
হরিনাম চিন্তামণি গায় সেই ছার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ নামবলেন পাপবুদ্ধি বিচারো নাম নবম পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

---

(১০) বাটপার, পথে যাহারা চুরী করে।

করযুড়ি হরিদাস বলেন বচন।
আর নাম অপরাধ করহ শ্রবণ॥

নামে দৃঢ় বিশ্বাস কে শ্রদ্ধাবলি, তাহা হইলেই নামে অধিকার হয়,

যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা না হইল উদয়।
নাম নাহি শুনে বহির্ম্মুখ দুরাশয়॥
নাহি জন্মে সে জনার নামে অধিকার।
শ্রদ্ধামাত্র অধিকার এই তত্ত্ব সার॥
সজ্জাতি সৎকুল জ্ঞান বল বিদ্যাধন।
নামে অধিকার দিতে না হয় কারণ॥
নামের মাহাত্ম্যে যেই সুদৃঢ় বিশ্বাস।
শাস্ত্রমতে শ্রদ্ধা সেই সর্ব্বত্র প্রকাশ (১)॥

শ্রদ্ধাহীনজনকে নাম দিলে নাম অপরাধী হয়,

শ্রদ্ধা নাহি জন্মে যার হরিনাম তারে।
সাধুজন নাহি দেন বৈষ্ণব আচারে॥
শ্রদ্ধাহীন জন যদি হরিনাম পায়।
অবজ্ঞা করিবে মাত্র সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
শূকরকে দিলে রত্ন সে চূর্ণ করিবে।
বানরকে দিলে বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে॥

---

(১) কৃষ্ণ নামই জীবের সর্ব্বস্ব ধন। কৃষ্ণনামাশ্রয় করিলেই সর্ব্বশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, এইরূপ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা যায়। যাহার এইরূপ শ্রদ্ধা হয় নাই সে হরিনামের অধিকারী নয়।

শ্রদ্ধাহীন পেয়ে নাম অপরাধে মরে।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে অভক্ত শীঘ্র করে ॥

শ্রদ্ধাহীন নাম পাইতে প্রার্থনা করিলে তাহাকে
কিরূপ ব্যবহার করা উচিত,—

শ্রদ্ধা বিরহিত জন শঠতা করিয়া।
হরিনাম মাগে বৈষ্ণবের কাছে গিয়া ॥
তাহার বঞ্চনা বাক্য বুঝি সাধুজন।
হরিনাম নাহি দেন তারে কদাচন ॥
সাধু বলে ওরে ভাই শাঠ্য পরিহর।
প্রতিষ্ঠাশা দূরে রাখি নামে শ্রদ্ধাকর (২) ॥
নামে শ্রদ্ধা হৈলে নাম অনায়াসে পাবে।
নামের প্রভাবে এ সংসারে তরে যাবে ॥
যতদিন নাহি তব নামে শ্রদ্ধা ভাই।
নাম লৈতে তোমারত অধিকার নাই ॥
শ্রীনাম মাহাত্ম্য সাধু শাস্ত্র মুখে শুন।

---

(২) সর্ব্বপাপহারী নাম পাইলে পাপ করিবার আর ভয় থাকিবে না। সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিলে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট হইতে অনেক কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব। পাপাচারে আমার যে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে তাহা হরিনাম গ্রহণ করিলে আবার হইবে। হরিনামের ফলে সংসারে অনেক সুখ হইবে। এই সব অভিপ্রায় নাম গ্রহণে শাঠ্য।

প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি দৈন্য করহ গ্রহণ ॥
নামে শ্রদ্ধা হোলে তবে গুরু মহাজন।
নাম অর্পিবেন ভাই নাম মহাধন ॥
শ্রদ্ধাহীন জনে অর্থ লোভে নাম দিয়া।
নরকেতে যায় নামাপরাধে মজিয়া (৩) ॥

এই অপরাধের প্রতিকার,

প্রমাদে যগুপি নাম উপদেশ হয়।
শ্রদ্ধাহীনে তবে গুরু পায় মহাভয় ॥
বৈষ্ণব সমাজে তাহা করি বিজ্ঞাপন।
সেই দুষ্ট শিষ্যত্যাগ করে মহাজন ॥
তাহা না করিলে গুরু অপরাধ ক্রমে।
ভক্তিহীন দুরাচার হয় মায়াভ্রমে ॥
অতএব প্রভু যারে আদেশ করিলে।
নাম প্রচারিতে তারে এই আজ্ঞা দিলে ॥

এবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা,

শ্রদ্ধাবান জনে কর নাম উপদেশ।

---

(৩) নাম প্রাপ্তির জন্য যিনি আসিয়াছেন তিনি শঠ অতএব শ্রদ্ধাহীন এইরূপ জানিয়া যিনি অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে অপাত্রে হরিনাম অর্পণ করেন তিনি নামাপরাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমে শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান মনে করিয়া নামার্পণ করিলেন, পরে জানিলেন শিষ্যটী শ্রদ্ধাহীন শঠ। তবে গুরু অবশ্য তাহার প্রতিকার করিবেন।

নাম মহিমায় পূর্ণ কর সর্ব্বদেশ ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার।
শ্রদ্ধা লভি জীব করে সদ্‌গুরু বিচার ॥
সদ্‌গুরু নিকটে করে শ্রীনাম গ্রহণ।
অনায়াসে পায় তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
চোর বেশ্যা শঠ আদি পাপাসক্ত জনে।
ছাড়াইয়া পাপমতি দিবে শ্রদ্ধাধনে ॥
সুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম উপদেশ।
এইরূপে নাম দিয়া তার সর্ব্বদেশ ॥

এরূপ অপরাধের ফল,

ইহা না করিয়া যিনি দেন নাম ধন।
সেই অপরাধে তাঁর নরকে পতন ॥
নাম পেয়ে শিষ্য করে নাম অপরাধ।
তাহাতে গুরুর হয় ভক্তিরস বাধ ॥
এই নাম অপরাধে দুঁহে শিষ্য গুরু।
নরকেতে যায় এই অপরাধ উরু ॥

অগ্রে শ্রদ্ধাদিয়া নাম উপদেশ দিবে,

জগা মাধা প্রতি তুমি মহা কৃপা করি (৪)।

---

(৪) শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ রায় বংশীয় মহোদয়গণের পূর্ব্ব পুরুষ দুইভাই জগদানন্দ ও মাধবানন্দ। তাঁহারা সে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলে বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে মহাপাপী দেখিয়া জগা মাধা বলিত।

নামে শ্রদ্ধা দিয়া নাম দিলে গৌরহরি॥
অদ্ভুত চরিত্র তব সর্ব্ব জগজন।
শ্রদ্ধায় করুক অনুকরণ চরণ॥
ভক্ত পাদ ভক্তিতে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি অলঙ্কার তার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ শ্রদ্ধাহীন জনে নামাপরাধ
বিচারো নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান।

ধর্ম্মব্রতত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব
শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র নাম অবতার।
জয় জয় হরিনাম সর্ব্বতত্ত্ব সার॥
হরিদাস বলে প্রভু কর অবধান।
অন্য শুভকর্ম্ম নহে নামের সমান॥

নামের স্বরূপ,

তুমিত চিন্ময় সূর্য্য তোমার স্বরূপ।
সম্পূর্ণ চিন্ময় এই তত্ত্ব অপরূপ॥
সর্ব্বত্র চিন্ময় তব শ্রীবিগ্রহ হয়।
নাম ধাম লীলা তব সম্পূর্ণ চিন্ময়॥
তব মুখ্য নাম সব তোমাতে অভিন্ন।
জড়ীয় বস্তুর নাম বস্তু হৈতে ভিন্ন॥
ভক্ত মুখে আইসে নাম গোলক হইতে।
আত্মা হৈতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহ্বাদিতে॥
এইজ্ঞানে নাম লৈলে হয় তব নাম।
নামে জড়বুদ্ধি যায় তার দুঃখ গ্রাম (১)॥

কৃষ্ণ পাদ উপেয়। অধিকার ভেদে উপায় বহুবিধ।

তোমারে পাইতে শাস্ত্র উপায় কহিল।
অধিকার ভেদে তাহা নানাবিধ হৈল (২)॥

---

(১) যাহারা মনে করে কৃষ্ণনাম মায়িক জড় জনিত তাহারা বহুকাল নরকভোগ করে। তাহাদের মুখ দেখিলে সচেলে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করা কর্ত্তব্য।

(২) কৃষ্ণলাভের জন্য অধিকার ভেদে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি বেদাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। নিতান্ত জড়াধিকার পক্ষে চিত্তশোধিনী কর্ম্মময়ী বুদ্ধি। নিতান্ত মায়াসক্তের পক্ষে অদ্বৈত জ্ঞান। সর্ব্বজীবের পক্ষে শুদ্ধ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয় (১১)
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়॥

বিক্ষেপত্যাগের উপায়,

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিহারে।
যতিবে সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব আচারে (১২)॥
প্রথমেতে হরিদিনে ভোগচিন্তা ত্যজি(১৩)।
সাধুসঙ্গে রাত্রদিন হরিনাম ভজি।
হরিক্ষেত্রে হরিদাস হরিশাস্ত্র লয়ে (১৪)।
উৎসবে মজিবে সুখে পরম নির্ভয়ে॥
ক্রমে ভক্তিকাল মন করিবে বর্দ্ধন।
হরিকথা মহোৎসবে মজাইয়া মন॥
শ্রেষ্ঠরস ক্রমে চিত্তে হইবে উদয়।
জড়ের নিকৃষ্ট রস ছাড়িবে নিশ্চয়॥
মহাজন মুখে হরিসংগীত শ্রবণে।
মুগ্ধহবে মনঃকর্ণ রস আস্বাদনে॥

---

(১১) আকৃষ্টি, আকর্ষণ।

(১২) যতিবে, যত্ন করিবে।

(১৩) হরিদিন, হরিবাসর একাদশী জয়ন্তী প্রভৃতি দিবস।

(১৪) হরিক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন পুরুষোত্তম ইত্যাদি হরিদাস, রূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ। হরিশাস্ত্র, শ্রুতি, গীতা, ভাগবত, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল।

নিকৃষ্ট বিষয়স্পৃহা হইবে বিগত।
নামগানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত॥
অতএব বহু যত্নে এ প্রমাদ ত্যজে।
স্থির চিত্তে নামরসে চিরদিন মজে॥

আগ্রহ,

সঙ্কল্পিত নাম সংখ্যা পূর্ণ করিবারে।
না হয় অযত্ন নামে দেখিবারে বারে (১৫)॥
সতর্ক হইয়া করি নাম সংকীর্ত্তন।
প্রমাদ ছাড়িয়া করি নামের ভজন॥
সংখ্যাধিকে স্পৃহা ছাড়ি একাগ্রমানসে (১৬)।
নিরন্তর করিনাম তব কৃপাবশে॥
এইকৃপা কর প্রভু নামেতে প্রমাদ।
নাবাধে আমার চিত্তে নাম রসাস্বাদ॥
একাগ্র মানসে নির্জ্জনেতে স্বল্পক্ষণ।

প্রক্রিয়া,

নাম স্মৃতি অভ্যাস করিবে ভক্তজন॥

---

(১৫) যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত তাঁহারা নিরূপিত নাম সংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। নামসাধনে সেরূপ অযত্ন না হয় ইহা বারবার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।

(১৬) নাম অধিক সংখ্যা হইবে এ চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষর ভাবযুক্ত নাম হইবে ইহার যত্ন করা উচিত।

অতএব স্পষ্ট নাম ভাবলগ্ন মনে ॥
সদা হয় এ প্রার্থনা তোমার চরণে ॥
আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা এ ভব সংসারে (১৭) ॥

যত্নাগ্রহের আবশ্যকতা। নিষ্কপটনাম
গ্রহণে তাহা অবশ্য থাকে নতুবা অপরাধ,

যত্ন করি কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে ॥
তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
তবে আমি ভাগ্যহীন হে শচীনন্দন (১৮) ॥

---

(১৭) এইরূপ প্রমাদ বর্জ্জন কার্য্যে কেবল নিজচেষ্টায় কোন জীব কিছু করিতে পারে না। তোমার কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হয়। অতএব এই সব কার্য্যে কাকুতি করিয়া তোমার নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

(১৮) যে সকল ব্যক্তি কেবল নিজবুদ্ধি ও অর্থ চেষ্টা বলে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই ফললাভ করিতে পারেন না কৃষ্ণকৃপাই সকল কার্য্যের মূল। সুতরাং যিনি কৃষ্ণ কৃপা পাইবার চেষ্টা না করেন তিনি নিতান্ত ভাগ্যহীন।

এই পরিচ্ছেদশেষে একাগ্রমানসে যে নাম স্মৃতি অভ্যাস করিবে বলা হয়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩(৬৫০) আপন সবারে প্রভু করে উপদেশে। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরিনাম চিন্তামণি অলঙ্কার যার।
হরিদাস পদযুগ ভরসা তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌনামাপরাধ প্রমাদবিচারো
নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" প্রভু বলে হরিনাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ। ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার॥ সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর। এস্থলে নির্ব্বন্ধ শব্দের অর্থ এই যে সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে এক লক্ষ নাম নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজন-গণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখনও এই নাম জপ দ্বারা সকলেরই সর্ব্ব সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেই এই নামের অধিকারী। মুক্ত প্রভৃতির নামে কিছু কিছু ভাবনা ভেদ দেখা যায়। বিরহ ও সম্ভোগ উভয় অবস্থাই এই নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অহংমম ভাবাপরাধ।

শ্রুতেপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোবমঃ।
অহং মমাদি পরমোনাম্নিসোপ্যপরাধকৃৎ॥

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবী জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় জয় গৌর ভক্তগণ॥
প্রেমে গদ গদ হরিদাস মহাশয়।
শেষ নাম অপরাধ প্রভু পদে কয়॥
শুন প্রভু এই অপরাধ সর্ব্বাংম।
এই দোষে নামে প্রেম না হয় উদ্গাম (১)॥

নামে শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা,

অন্য নয় অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।

(১) দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড় দেহে অহংতা ও মমতা বুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈষ্ণব, আমি রাজা আমার দেহগেহ, পুত্র পৌত্র ধন জন এইরূপে অযথা অভিমানে নামের ভজনে প্রবৃত্ত হয় না। ইহাই একটী বিষম অপরাধ। নামের প্রতি শরণাপত্তি হইলেই এ অপরাধ থাকে না।

নামেতে শরণাপন্ন হইবে সজ্জন ॥
ষড়্‌বিধ শরণাগতি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
বিস্তারিত বলিতে আমার সাধ্য নয় ॥

শরণাপত্তির প্রকার,

সংক্ষেপে চরণে তব করি নিবেদন।
আনুকূল্যে সংকল্প প্রাতিকূল্য বিসর্জ্জন (২) ॥
কৃষ্ণে রক্ষাকারী বুদ্ধি পালক ভাবন।
নিজে দীন বুদ্ধি আর আত্ম নিবেদন ॥
এ জীবন না রহিলে না হয় ভজন।
জীবন রক্ষায় মাত্র বিষয় গ্রহণ ॥
ভক্তি অনুকূল যে বিষয় যতক্ষণ।
তাহে রোচমান বৃত্ত্যে জীবন যাপন (৩) ॥
ভক্তি প্রতিকূল যে বিষয় যবে হয়।
তাহাতে অরুচি তাহা বর্জ্জিবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি কেহ আর ॥
কৃষ্ণ সে পালক মাত্র জানিবে আমার ॥

---

(২) আনুকূল্যে সঙ্কল্প, জীবন ব্যাপারে যে বিষয়টী ভক্তির অনুকূল তাহাই মাত্র স্বীকার করিব। এই প্রতিজ্ঞাই আনুকূল্য বিষয়ে সংকল্প। যে বিষয় ভক্তি প্রতিকূল হয় তাহা দূর করিব এই প্রতিজ্ঞাই প্রাতিকূল্য বিসর্জ্জন।

(৩) রোচমানবৃত্তি কৃষ্ণসম্বন্ধ রুচির অনুকূল ভাব।

আমি দিন অকিঞ্চন সকলের ছার।
অধম দুর্গত কিছু নাহিক আমার॥
কৃষ্ণের সংসারে আমি আছি চিরদাস।
কৃষ্ণ ইচ্ছামত ক্রিয়া আমার প্রয়াস॥
আমি কর্ত্তা আমি দাতা আমি পালয়িতা।
আমার এ দেহ গেহ সন্তান বনিতা॥
আমি বিপ্র আমি শূদ্র আমি পিতাপতি।
আমি রাজা আমি প্রজা সন্তানের গতি॥
এই সব বুদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণে করি মতি।
কৃষ্ণ কর্ত্তা কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বলবতী॥
কৃষ্ণের যে হয় ইচ্ছা তাহাই করিব।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে কিছু না চিন্তিব॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা মতে হয় আমার সংসার॥
কৃষ্ণ ইচ্ছামতে আমি হই ভব পার।
দুঃখে থাকি সুখে থাকি আমি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণেচ্ছায় সর্ব্বজীবে দয়ার প্রকাশ॥
মম ভোগ কর্ম্মভোগ কৃষ্ণ ইচ্ছামত।
আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুগত (৪)॥

---

(৪) আমার জগতে কর্ম্মভোগ বা বৈরাগ্য উভয়েই কৃষ্ণ ইচ্ছামত হইতেছে।

শরণাপত্তি হইলে আত্ম নিবেদন হয়,

সরল ভাবেতে যবে এই ভাব হয়।
আত্ম নিবেদন তারে বলি মহাশয়॥

শরণাপত্তি ব্যতীত নামাশ্রয়ে যাহা হয়,

ষড়্‌বিধ শরণাগতি নাহিক যাহার।
সে অধম অহংমম বুদ্ধি দোষে ছার॥
সে বলে আমিত কর্ত্তা সংসার আমার।
নিজকর্ম্ম ফলভোগ সুখ দুঃখ আর॥
আমার রক্ষক আমি আমিত পালক।
আমার বনিতা ভ্রাতা বালিকা বালক॥
আমিত অর্জ্জন করি আমার চেষ্টায়।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় সর্ব্ব শোভা পায়॥
অহংমমবুদ্ধিক্রমে বহির্ম্মুখ জন।
নিজজ্ঞান বলে বহু করয়ে মানন॥
সেই জ্ঞান বলে শিল্প বিজ্ঞান বিস্তারে।
ঈশ্বরের ঈশিতা না মানে দুষ্টাচারে (৫)॥
শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনি বিশ্বাস না করে।

---

(৫) বহির্ম্মুখ লোক মনে করে যে আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধি করিতেছি। বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণ ইচ্ছায় হইয়া থাকে একথা একবারও স্মরণ করে না।

লোকব্যবহারে কভু কৃষ্ণ নামোচ্চারে ॥
কৃষ্ণ নাম করে তবু নাহি পায় প্রীতি।
ধর্ম্মধ্বজী শঠজন জীবনে এ রীতি ॥
হেলায় উচ্চারে নাম কিছু পুণ্য হয়।
প্রীতি ফল নাহি ফলে সর্ব্বশাস্ত্র কয় ॥

ইহার মূল কি?

মায়াবদ্ধ হৈতে এই অপরাধ হয়।
ইহাতে নিষ্কৃতি লাভ কঠিন নিশ্চয় ॥
শুদ্ধভক্তিফলে যাঁর বিরক্তি হইল।
সংসার ছাড়িয়া সেই নামাশ্রয় নিল ॥

এই দোষ ত্যাগের উপায়,

নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই সাধু জনে অন্বেষিয়া তাঁর সঙ্গ।
করিবে সেবিবে ছাড়ি বিষয় তরঙ্গ ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা মমতা যাবে মায়া হবে পার ॥
নামের মাহাত্ম্য শুনি অহংমমভাব।
ছাড়িয়া শরণাগতি ভক্তের স্বভাব ॥
নামের শরণাগত যেই মহাজন।

কৃষ্ণনাম করে পায় প্রেম মহাধন ॥

দশাপরাধ শূন্য ব্যক্তির লক্ষণ.

অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া (৬)।
পরতত্ত্ব বিষ্ণু শুদ্ধমনেতে জানিয়া ॥
নামগুরু নামশাস্ত্র সর্ব্বোত্তম জানি।
বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি ॥
পাপস্পৃহা পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে।
প্রচারিয়া শুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিত জনে ॥
অন্য শুভকর্ম্ম হৈতে লইয়া বিরাম।
স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম ॥

নিরপরাধে নাম লইলে অল্পদিনে ভাবোদয় হয়,

সেই ধন্য ত্রিজগতে সেই ভাগ্যবান।
কৃষ্ণকৃপা যোগ্য সেই গুণের নিধান ॥
অতি অল্পদিনে তাঁর শ্রীনাম গ্রহণে।
ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে ॥

উন্নতি ক্রম.

এবম্ভূত জনের সাধন দশা প্রায়।
অতি স্বল্পদিনে যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

---

(৬) দশটী অপরাধ পরিত্যাগ মাত্রই যে সকল লাভ হয়, তাহা নয়, সেই দশ অপরাধের ব্যতিরেক দশটী ক্রিয়া আছে তাহার অনুষ্ঠান। উপদেশ স্থলে অপরাধ পরিত্যাগের বিধান।

ভাবদশা হৈতে হৈতে প্রেমদশা হয়।
প্রেমদশা সর্ব্বসিদ্ধি, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় (৭)॥
তুমি বলিয়াছ নাম যেই মহাজন।
লইবে নিরপরাধে পাবে প্রেমধন॥

ব্যতিরেক ভাবে ইহার চিন্তা,

অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয়।
সহস্র সাধনে তার ভক্তি নাহি হয়॥
জ্ঞানে মুক্তি কর্ম্মে ভুক্তি জ্ঞানী কর্ম্মীজনে।
সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মলসাধনে॥
ভুক্তি মুক্তি শুক্তিসম ভক্তিমুক্তাফল।
জীবের মহিমা ভক্তি প্রাপ্তি সুনির্ম্মল॥
সাধনে নৈপুণ্য যোগে অত্যল্প সাধনে।
ভক্তিলতা প্রেমফল দেন ভক্ত জনে (৮)॥

ভজননৈপুণ্য,

দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণ।
ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজন॥

---

(৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উপদেশ মত নামাশ্রয় করিলে সাধন দশা অতি অল্প দিনে অতিবাহিত হয়।

(৮) এইরূপে সাধনে নৈপুণ্য যোগ করিলে অল্প সাধনেই ভক্তিলতার ফল যে প্রেম তাহা ভক্তজন লাভ করেন।

নামাপরাধের গুরুতা,

অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়।
দশ অপরাধ ছাড়ি করি নামাশ্রয়॥
এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া।
যতনেতে ছাড়ি চিত্তে বিলাপ করিয়া॥
নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন।
নাম কৃপা হলে অপরাধ বিধ্বংশন॥
অন্য শুভ কর্ম্মে নাম অপরাধ ক্ষয়।
কোন প্রায়শ্চিত্ত যোগে কভু নাহি হয়॥

নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়,

অবিশ্রান্ত নামে নাম অপরাধ যায় (৯)।
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায় নাম ফল ধরে॥
অপরাধগতে শুদ্ধ নামের উদয়।
শুদ্ধ নাম ভাবময় আর প্রেমময়॥
দশ অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে।

---

(৯) অবিশ্রান্ত নাম কেবল দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদির আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভ কর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।

কৃপা কর মহাপ্রভু মজি নামরসে ॥
এ ভক্তিবিনোদ হরিদাসকৃপাবলে।
হরিনাম চিন্তামণি গায় কুতূহলে ॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ অহং মমভাবাপরাধবিচারো
নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সেবাপরাধ।

জয় গৌর গদাধর জাহ্নবা জীবন।
জয় সীতাপতি শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ॥

নামতত্ত্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে
আচার্য্য বলিয়া উক্তি করিয়াছেন,

মহাপ্রভু বলে শুন ভক্ত হরিদাস।
নাম অপরাধ তত্ত্ব করিলে প্রকাশ ॥
ইহাতে কলির জীব লভিবে মঙ্গল।
নাম তত্ত্বে তুমি হও আচার্য্য প্রবল (১) ॥

---

(১) শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীনামতত্ত্বের আচার্য্য। ঠাকুর জীবকে যেরূপ নাম, নামাভাস মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ বর্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন তদ্রূপ নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

তব মুখে নামতত্ত্ব করিতে শ্রবণ।
আমার উল্লাস বড় শুন মহাজন॥
আচারে আচার্য্য তুমি প্রচারে পণ্ডিত।
তোমার চরিত নাম রত্নে বিভূষিত॥
রামানন্দ শিখাইল মোরে রসতত্ত্ব।
তুমি শিখাইলে মোরে নামের মহত্ত্ব॥
এবে বল সেবা অপরাধ কি প্রকার।
শুনিয়া ঘুচিবে জীবের চিত্ত অন্ধকার॥
হরিদাস বলে সে সেবক জন জানে।
আমি নামাশ্রয়ে থাকি জানিব কেমনে॥
তবু তব আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
যাহা বলাইবে তাহা বলিব বিস্তারি॥

সেবাপরাধ সংখ্যা

সেবা অপরাধ হয় অনন্ত প্রকার।
শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে সব শাস্ত্রের বিচার॥
কোন শাস্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ গণি
কোন শাস্ত্রে পঞ্চাশৎ গণি গুণমণি॥

চতুর্ব্বিধ,

সেই অপরাধ চতুর্ব্বিধাদি প্রকারে।
বিভাগ করেন বুধগণ শাস্ত্রদ্বারে॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবক নিষ্ঠ কতগুলি তার।
শ্রীমূর্ত্তি স্থাপকনিষ্ঠ অপরাধ আর॥
শ্রীমূর্ত্তি দর্শক নিষ্ঠ আর কতিপয়।
সর্ব্বনিষ্ঠ অপরাধ কতিবিধ হয় (২)॥

সেবাপরাধ প্রকার,

পাদুকা সহিত যায় ঈশ্বর মন্দিরে।
যানে চড়ি যায় তথা স্বচ্ছন্দ শরীরে॥
উৎসবে না সেবে আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ দেহে বন্দন আচরে॥
এক হস্তে প্রণাম সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসরে পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যা কথা উচ্চভাষা জল্পনাদি চয়।
নিগ্রহানুগ্রহ যুদ্ধ অভক্তি রোদন।
ক্রূর ভাষা পরনিন্দা কম্বলাবরণ॥

---

(২) সেবাপরাধ গুলি শ্রীবিগ্রহ সেবা সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ। যাহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পরস্তুতি অশ্লীলতা বায়ু বিমোক্ষণ।
শক্তি সত্বে গৌণ উপচারের যোজন॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণে স্বীকার (৩)।
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর॥
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য নিবেদন (৪)।
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি সম্মুখে আসন॥

দ্বাত্রিংশ প্রকার,

দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন পূজন।
গুরু প্রতি মৌন নিজ স্তোত্র আলোচন (৫)॥
দেবতা নিন্দন এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার॥

অন্যশাস্ত্রমতে প্রকার বর্ণন,

অন্যত্র আছয়ে অপরাধ অন্যমত।
সংক্ষেপে বলিব প্রভু তব ইচ্ছা মত॥
রাজান্ন ভোজন আর অন্ধকার ঘরে।

---

(৩) দেবতাকে যে খাদ্য বা পেয় নিবেদন করা হয় নাই তাহা ভক্ষণ বা পান করা সকলের পক্ষেই সেবা অপরাধ।

(৪) যে খাদ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যে খাইয়াছে তাহা দেবতাকে দেওয়া অপরাধ।

(৫) দেবমন্দিরে দেবতার অগ্রে অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবে না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবে।

প্রবেশিয়া দেবমূর্ত্তি সংস্পর্শন করে॥
অবিধি পূর্ব্বক হরি মূর্ত্ত্যুপসর্পণ।
বিনা বাদ্যে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন॥
সারমেয় দৃষ্ট খাদ্য দেবে সমর্পণ।
অর্চ্চন সময়ে মৌনভঙ্গ অকারণ॥
বহির্দ্দেশ গমনাদি পূজার সময়ে।
গন্ধমাল্য নাহি দিয়া ধূপন করয়ে॥
অনর্হ পুষ্পেতে কৃষ্ণপূজাদি করণ।
অধৌত বদনে কৃষ্ণ পূজা আরম্ভন॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া কিম্বা রজঃস্বলানারী।
দীপ, শব স্পর্শিয়া অযোগ্য বস্ত্রপরি॥
শব হেরি অধোবায়ু করিয়া মোক্ষণ।
ক্রোধ করি শ্মসানেতে করিয়া গমন॥
অজীর্ণ উদরে আর কুসুম্ভ পৈনাক।
সেবন করিয়া আর তাম্বূল গুবাক॥
তৈল মাখি করে হরি শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।
এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পে করয় অর্চ্চন॥
আসুরিক কালে পূজে পীঠে ভূমে বসি।
স্বপন সময়ে মূর্ত্তি বামহস্তে স্পর্শি॥
বাসী বা যাচিত ফুলে দেবতা অর্চ্চন।

পূজাকালে গর্ব্ব উক্তি অযথা ষ্ঠীবন ॥
তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধরে আর অধৌতচরণে ॥
মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার কারণে ॥
অবৈষ্ণব পক্ক করে দেবে নিবেদন।
অবৈষ্ণবে দেখাইয়া করয়ে পূজন (৬) ॥
বিশ্বক্সেনে না পূজিয়া কাপালি দেখিয়া।
হরি পূজে নখজলে শ্রীমূর্ত্তি স্মরিয়া ॥
ঘর্ম্মাম্বু সংস্পৃষ্ট জলে করয়ে অর্চ্চন।
কৃষ্ণের শপথ করে, নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন ॥
এই সব কার্য্যে হয় সেবা অপরাধ।
সেবাকারী জনের যাহাতে ভক্তিবাধ ॥

সেবাপরাধ যাঁহার পক্ষে যাহা তাহা তিনি বর্জ্জন করিবেন,

শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে যার ভজন পূজন।
সেবা অপরাধ তেঁহ করুন বর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব সর্ব্বদা নাম সেবা অপরাধ।
বর্জ্জিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করুন আস্বাদ ॥
এই সব অপরাধ মধ্যে যাঁর যাহা।

---

(৬) শুদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারা যে অন্নপক্ক হয় তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণ পূজা সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।

সম্বন্ধে পড়িবে তাঁর বর্জ্জনীয় তাহা ॥

নামাপরাধ সকল বৈষ্ণব মাত্রেরই বর্জ্জনীয়।

কিন্তু নাম অপরাধ সকল বৈষ্ণব।

সর্ব্বকাল ত্যজি লভে ভক্তির বৈভব (৭) ॥

ভাবসেবায় সেবাপরাধ বিচার স্বল্প,

শ্রীমূর্ত্তি বিরহে যিনি নির্জ্জনেতে বসি।

ভজন করেন ভাব মার্গে অহর্নিশি ॥

নাম অপরাধ সদা বর্জ্জনীয় তাঁর।

নাম অপরাধ দশ সর্ব্বক্লেশাধার ॥

নাম অপরাধগতে ভাব সেবা হয়।

অতএব অপরাধ তাহে নাহি রয় (৮) ॥

---

(৭) দশটী নাম অপরাধ বৈষ্ণব মাত্রেরই বর্জ্জনীয়। সেবা অপরাধ যখন যাহা ঘটনীয় হয় তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে। এই অপরাধ বর্জ্জন একটী প্রধান বলিয়া বৈষ্ণব মাত্রের জানা আবশ্যক।

(৮) ভাবমার্গে মানস সেবাই প্রবল। তাহাতে সেবাপরাধ বিশেষ নাই। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার সেবা সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলেন। প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরেতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥ এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরি। সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ দুই দিকে দুইপত্র মধ্যে কমলমঞ্জরী। এই

নাম স্মরণকারীদের ভাব সেবাই কর্ত্তব্য,

শ্রীনাম স্মরণে ভাব সেবার উদয়।
তোমার কৃপায় প্রভু জীবে ভাগ্যোদয়॥
ভক্তির সাধন যত আছয় প্রকার।
সে সব চরমে দেয় নামে প্রেমসার॥
অতএব নাম লয় নামরসে মজে।
অন্য যে প্রকার সব তাহা নাহি ভজে॥
হরিদাস আজ্ঞাবলে অকিঞ্চন জন।
হরিনামচিন্তামণি করিলা কীর্ত্তন॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ সেবাপরাধবিচারো
নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়া একখানি। স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি॥ এই মত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ জল তুলসী সেবার যত সুখ হয়। ষোড়শ উপচারে পূজার তত সুখ নয়॥ তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন। অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভজন প্রণালী।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সব ছাড়ি হরিনাম যে করে ভজন।
জয় জয় ভাগ্যবান সেই মহাজন॥
প্রভু বলে হরিদাস তুমি ভক্তিবলে।
পেয়েছ সকল জ্ঞান এজগতী তলে॥
সর্ব্ববেদ নাচে দেখি তোমার জিহ্বায়।
সকল সিদ্ধান্ত দেখি তোমার কথায় (১)॥

নামরস জিজ্ঞাসা,

এবে স্পষ্টবল নাম রস কি প্রকার।

(১) ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, মায়াতত্ব নামতত্ব, নামাভাস তত্ব, নামাপরাধ তত্ব, প্রভৃতি সকল তত্ত্বের যথাযথ বৈদিক সিদ্ধান্ত তোমার কথায় পাওয়া যাইতেছে, অতএব সর্ব্ববেদই তোমার জিহ্বায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাপ্রভু হরিদাসের দ্বারা নামরস তত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এই সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন নামতত্বের চরমলাভই রস।

কিরূপে লভিবে জীব তাহে অধিকার ॥
হরিদাস মহাপ্রেমে করে নিবেদন।
তোমার প্রেরণাবলে করিব বর্ণন ॥

রসতত্ত্ব,

শুদ্ধ তত্ত্ব পরতত্ত্ব যেই বস্তু সিদ্ধ।
রস নামে সর্ব্ববেদে তাহাই প্রসিদ্ধ (২) ॥
সেই সে অখণ্ড রস পরব্রহ্মতত্ত্ব।
অনন্ত আনন্দধাম চরণ মহত্ত্ব ॥
শক্তি শক্তিমান রূপ বিশেষ তাহায়।
ভেদ নাই ভেদ সম দর্শনেতে ভায় (৩) ॥

---

(২) সাধারণ আলঙ্কারিকদিগের যে রস তাহা জড় ধর্ম্মনিষ্ঠ বস্তুতঃ তাহা রস নয়, রসের বিকৃতি মাত্র। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত সে চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব তাহাই রস। আত্মারামগণ প্রকৃতির সীমা পার হইয়া ও শুদ্ধসত্ত্ব তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিচিত্রতা দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহারা নীরস। শুদ্ধসত্ত্বে যে চিদ্বিশেষ আছে তাহাই নিত্য রস।

(৩) সে রসের প্রক্রিয়া বলিতেছেন। সেই শুদ্ধ সত্ত্বে যে অখণ্ড পরব্রহ্ম বস্তু তাহা স্বভাবতঃ শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিশিষ্ট। শক্তিমান তত্ত্ব দুর্লক্ষ্য। শক্তি ও শক্তিমানে বস্তুগত ভেদ নাই। বিশেষকৃত এক একপ্রকার ভেদের প্রতীতি আছে। শক্তিমান সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাময় পুরুষ। শক্তি তৎপ্রভাব প্রকাশিনী। চিৎ, জীব ও মায়াভেদে ত্রিবিধ ব্যাপার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শক্তিমান সুদুর্লক্ষ্য শক্তি প্রকাশিনী।
ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া বিশ্ব বিকাশিনী॥

চিচ্ছক্তিদ্বারা বস্তু প্রকাশ,

চিচ্ছক্তি স্বরূপে প্রকাশয়ে বস্তুরূপ।
বস্তুনাম বস্তুধাম তৎক্রিয়া স্বরূপ॥
কৃষ্ণ সে পরম বস্তু শ্যামতার রূপ।
কৃষ্ণধাম গোলোকাদি লীলার স্বরূপ॥
নাম ধাম রূপগুণ লীলা আদি যত।
সকলই অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান অন্তর্গত॥
বিচিত্রতা যত সব পরাশক্তি কর্ম্ম।
কৃষ্ণ ধর্ম্মী, পরাশক্তি কৃষ্ণ নিত্যধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম ধর্ম্মী ভেদ নাই অখণ্ড অদ্বয়ে।
বিচিত্র বিশেষ মাত্র সচ্চিন্মিলয়ে (৪)॥

মায়াশক্তির স্বরূপ,

সেই শক্তি ছায়া এক মায়া সংজ্ঞাপায়।
বহিরঙ্গ বিশ্ব সৃজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় (৫)॥

---

(৪) কৃষ্ণই ধর্ম্মী এবং কৃষ্ণের পরাশক্তিই তাঁহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মা-ধর্ম্মতে স্বগতাদি কোন প্রকার ভেদ নাই। তথাপি বিচিত্র বিশেষ দ্বারা ভেদপ্রায় লক্ষিত হয়। এই ব্যাপারটি সচ্চিন্মিলয় অর্থাৎ চিজ্জগতে প্রতীত।

(৫) সেই পরাশক্তির ছায়াই মায়াশক্তি। ছায়াত্ব প্রযুক্ত তাহাকে বহিরঙ্গা শক্তিবলা যায়। তিনিই কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই বহিরঙ্গ দেবীধামরূপ বিশ্ব সৃজন করেন।

জীবশক্তি,

ভেদাভেদময়ী জীবশক্তি জীবগণে।
তাটস্থ্যে প্রকাশে কৃষ্ণ সেবার কারণে (৬) ॥

দুই প্রকার দশাবিশিষ্ট জীব,

নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত জীব দ্বিপ্রকার।
নিত্য মুক্তে নিত্য কৃষ্ণ সেবা অধিকার।
নিত্যবদ্ধ মায়াগুণে করয়ে সংসার।
বহির্ম্মুখ অন্তর্ম্মুখ ভেদে দ্বিপ্রকার (৭) ॥
অন্তর্ম্মুখ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম পায়।
কৃষ্ণ নাম প্রভাবেতে কৃষ্ণ ধামে যায় (৮) ॥

রস নামস্বরূপ,

নামত অখণ্ড রস কলিকা তাহার ॥

---

(৬) সেই পরাশক্তির তটস্থ প্রভাবময়ী জীবশক্তি নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদময় জীবগণকে প্রকাশ করিয়াছেন। জীবও কৃষ্ণশক্তি বিশেষ সুতরাং কৃষ্ণসেবার উপকরণ।

(৭) নিত্যবদ্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি চেষ্টাময়। আর সকলেই বহির্ম্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরক্ত।

(৮) অন্তর্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবান তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। যাঁহারা অতি ভাগ্যবান হইতে পারেন নাই তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞান মার্গে বহুদেবারাধন বা নির্ব্বিশেষ অবস্থার আশা করেন।

কৃষ্ণ আদি সংজ্ঞারূপে বিশ্বেতে প্রচার (৯) ॥

রসরূপ স্বরূপ,

স্বল্প স্ফুট কলিকা সেরূপ মনোহর।
শ্রীগোলোকে বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর (১০) ॥

রসগুণ স্বরূপ,

সৌরভিত কলিকা সে চতুঃষষ্ঠি গুণ।
প্রকাশে নামের তত্ত্ব জানেন নিপুণ (১১) ॥

রসলীলা স্বরূপ,

পূর্ণ প্রস্ফুটিত নাম কুসুম সুন্দর।
অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির পর (১২) ॥

ভক্তি স্বরূপ,

জীবে নাম কৃপোদয়ে স্বরূপ হ্লাদিনী।

---

(৯) সেই শুদ্ধসত্ব তত্ত্ব গত অখণ্ডরস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।

(১০) সেই নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদিমনোহর চিন্ময়রূপ বিকাশিত হয়।

(১১) পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ সৌরভ অনুভূত হয়।

(১২) নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্ট কাল চিন্ময় নিত্যলীলা প্রকৃতি অতীত হইয়া ও জগতে উদিত হন।

সম্বিতের সারযুতা ভক্তি স্বরূপিণী (১৩) ॥

ভক্তিক্রিয়া,

আবির্ভূত হয়ে নামে প্রস্ফুটিত করি।
রসের সামগ্রী প্রকাশয়ে সর্ব্বেশ্বরী (১৪) ॥

বিশুদ্ধ চিন্ময় জীব লভিয়া স্বরূপ।
সেই রসে প্রবেশয় এই অপরূপ [১৫] ॥

রসের বিভাব আলম্বন,

রসের বিভাব সেই তত্ত্ব আলম্বন [১৬]।

---

(১৩) কৃপা ক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্রসম্বিৎ ও হ্লাদশক্তিতে স্বরূপ শক্তির হ্লাদিনী সম্বিতের সমবেত সার আসিয়া ভক্তি স্বরূপিণী বৃত্তি হইয়া থাকে।

(১৪) সেই সর্ব্বেশ্বরীশক্তি আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রীসকল প্রকাশ করেন।

(১৫) জীবভক্তির প্রভাবে চিন্ময় স্বস্বরূপ লাভ করত সেই শক্তি প্রকাশিত রসতত্ত্বে প্রবেশ করেন।

(১৬) রসে স্থায়ী ভাব বলিয়া একটী সিদ্ধভাব আছে। তাহার নাম রতি। আর চারিটী সামগ্রী ভাব সংযোগে রতিই রসত্ব লাভ করে। সামগ্রী চারিটী যথা। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। বিভাবে আলম্বন ও উদ্দীপন আছে। আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিপ্রকার। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি আশ্রয়। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষয়। কৃষ্ণের রূপগুণাদি উদ্দীপন। আলম্বনও উদ্দীপনাত্মক বিভাবের কার্য্যের সঙ্গে যে সকল ফলোদয় হয় তাহাই অনুভাব। পরে সেই সকল ফল গাঢ়তা লাভ করিয়া সাত্বিক বিকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিভাব সকল কার্য্য করিতে থাকে।

তদাশ্রয় ভক্ত তদ্বিষয় কৃষ্ণধন ॥
নাম করে অবিরত ভক্ত মহাশয়।
কৃপা করি রূপ গুণলীলার উদয় ॥

রসের বিভাব; উদ্দীপন,

উদ্দীপন কৃষ্ণরূপ গুণাদিক যত।
আলম্বন উদ্দীপন বিভাবে সংযুত ॥

বিভাব হইতে অনুভাব,

বিভাব সম্পূর্ণ হৈলে অনুভাব হয়।
প্রেমের বিকার সব শুদ্ধ প্রেমময় ॥

সঞ্চারিভাবও সাত্বিকমিশ্রে বিভাব ক্রিয়া করে। স্থায়ী ভাবই রস হয়,

সঞ্চারি সাত্বিক ক্রমে উদিত হইলে।
স্থায়ীভাব রস হয় সর্ব্ব শাস্ত্র বলে [১৭] ॥
সেই রস সর্ব্বসার সিদ্ধিসার জানি।

তাহা পাইবার ক্রম,

পরম পুরুষ অর্থ সর্ব্ব শাস্ত্রে মানি [১৮] ॥

---

(১৭) রস একটী যন্ত্রের মত। স্থায়ীভাব রূপ রতিই তাহার ধুর। বিভাবাদি যোগে কল চলিতে চলিতে সেই স্থায়ীভাবই রস হয়। আশ্রয়রূপ ভক্ত সে রসের রসিক হইয়া পড়েন।

(১৮) এই রসই ব্রজরস। সর্ব্বসার। এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী পুরষার্থ হইলেও তাহাদের চরম গতি স্থানেই এই রস। পূর্ণমুক্ত পুরুষেরাই এই রসের অধিকারী।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব শুদ্ধ গুরুর কৃপায় (১৯)।
শ্রীযুগল ব্রহ্মনাম সৌভাগ্যেতে পায় ॥
তুলসী মালায় নাম সংখ্যা করি স্মরে।
অথবা কীর্ত্তন করে পরমআদরে (২০) ॥
এক গ্রন্থ সংখ্যা করি আরম্ভিবে নাম।

---

(১৯) অন্তর্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে শুদ্ধ ভক্ত্যুন্মুখ জীবগণই শ্রেষ্ঠ। পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি বলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয় তাহারই শ্রদ্ধা উদিত হইলে শুদ্ধ সাধুগুরু লাভ হয়। গুরু কৃপায় যুগলনামরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্তি হয়।

(২০) শ্রদ্ধা হইলেও প্রথমে বিষয় চেষ্টা রূপ প্রতিবন্ধক থাকে। তাহা অতিক্রম করিয়া নাম বল লাভ করিবার জন্য একটী সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন। সংখ্যা করিয়া তুলসীর মালায় নাম স্মরণ বা কীর্ত্তনই সেই উপাসনা ক্রমই সকল লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নাম সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানু-শীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। ভক্তি সাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটী অর্চ্চন প্রবৃত্তি একটী স্মরণ কীর্ত্তন প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ কীর্ত্তন প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজনগণ নাম মালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎ পরিমাণ নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে তাহাতে শ্রবণ স্মরণ ও কীর্ত্তন এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।

ক্রমে তিন লক্ষ স্মরি পুরে মনস্কাম ॥
সংখ্যা মধ্যে কিছু নাম করিবে কীর্ত্তন।
তাহে সর্ব্বেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি আনন্দ নর্ত্তন ॥
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয়।
তথাপি কীর্ত্তন স্মৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥

অর্চ্চন মার্গ ও শ্রবণকীর্ত্তনের অধিকারভেদে ক্রিয়াভেদ

অর্চ্চন মার্গেতে গাঢ়তর রুচি যাঁর।
শ্রবণ কীর্ত্তন সিদ্ধি তাঁহাতে তাঁহার ॥
নামে ঐকান্তিকী রতি হইবে যাঁহার।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি কেবল তাঁহার ॥

নাম শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণে যে ক্রম

সেবা নতি দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন।
সহজে নামের সঙ্গে হয় প্রবর্ত্তন ॥
নাম নামী এক তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া।
দশ অপরাধ ছাড়ি নির্জ্জনে বসিয়া (২১) ॥

---

(২১) বিষয়ী কর্ম্মী ও জ্ঞানী তিনজনই বহির্ম্মুখ কেননা মিথ্যা স্বার্থসুখের জন্য সচেষ্ট। এই দেহের ইন্দ্রিয় তর্পণই বিষয়ীর চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়া জীব অন্তর্ম্মুখ হয়। অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখ অন্যদেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন কিন্তু স্বস্বরূপ,

অতি স্বল্প দিনে নাম হইয়া সদয় (২২)।
শ্রীশ্যাম সুন্দর রূপে হয়েন উদয় ॥

কৃষ্ণস্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ অনভিজ্ঞ। মূঢ় হইলেও অপরাধী নন ইহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ প্রবৃত্তি। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণব প্রায়। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধ বৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত কথাই নাই। তিনি নিরপেক্ষ নাম নামীতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না। অন্তর্ম্মুখ মাত্রেরই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধা আছে সুতরাং নামের অধিকারী।

(২২) সাধনক্রম এই। অন্তর্ম্মুখ ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ অপরাধত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য সাধন করিবেন। স্পষ্ট২ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণকীর্ত্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট, স্থির ও সুখকর হইলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা মনে বা মুখে কৃষ্ণনামানুসন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যে রূপ তাহা চিন্নয়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নামরূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে প্রথমে মন্ত্র ধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নামরূপ গুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। এই সময়েই নাম রসের উদয় হয়। মন্ত্রধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হইলে স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভ কালে সাধক প্রায় কনিষ্ঠ ভাব প্রাপ্ত। অনতিবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত

যবে নাম রূপে ঐক্য হয়ত সাধনে।
নাম লৈতে রূপ আইসে চিত্তে সর্ব্বক্ষণে।
তার কিছু দিনে রূপে গুণ করি যোগ।
শ্রীনাম স্মরণে গুণ করয় সম্ভোগ॥

নামরূপ গুণের একতা

স্বল্পদিনে নাম রূপ গুণ এক হয়।
নাম লৈতে সর্ব্বক্ষণ তিনের উদয়॥

উপাসনা মন্ত্রধ্যানময়ী

মন্ত্রধ্যানময়ী এই নাম উপাসনা।
প্রাথমিক ধারা জানি করে বিভাবনা॥
স্মৃতি কালে যোগ পীঠে কল্পদ্রুম তলে।
গোপ গোপী বৃত কৃষ্ণে দেখে কুতূহলে॥
সাত্ত্বিক বিকার সব হয় প্রস্ফুটিত।
ভজন আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত॥
ক্রমে যবে নাম স্ব সৌরভে প্রফুল্লিত।
অষ্টকাল কৃষ্ণলীলা হইবে উদিত॥

স্বারসিকী উপাসনা

স্বারসিকী উপাসনা হইবে উদয়।

হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধ নামাধিকার ও বৈষ্ণব সেবাধিকার হয়।

লীলোচিত পীঠে কৃষ্ণে দর্শন করয় ॥
সঙ্গে সঙ্গে গুরু কৃপা সিদ্ধ স্বরূপেতে।
লীলায় প্রবেশে ভক্ত সখীর সঙ্গেতে ॥
মহাভাব স্বরূপিণী বৃষভাণুসুতা।
তাঁর অনুগত ভক্তি সদা প্রেম যুতা (২৩) ॥
সখী আজ্ঞা মতে করে যুগল সেবন।
মহা প্রেমে মগ্ন হয় সেরসিক জন ॥

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি

সাধন ভজন সিদ্ধি লাগালাগি তায় (২৪)।

---

(২৩) শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পাঁচটী রস হইলেও শৃঙ্গাররসই চরম রস। এই রসের অধিকারীগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমানুগৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যূথেশ্বরী থাকিলে ও শ্রীমতী বৃষভাণুনন্দিনী সকলের প্রার্থনা। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনাই তাঁহার রসকায় ব্যূহ। শ্রীমতীর যূথমধ্যে গণিত হওয়াই রসিকমাত্রের প্রয়োজন। গোপী আনুগত্য বিনা ব্রজে কৃষ্ণ সেবা লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীমতীর যূথে ললিতাদিরগণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন।

(২৪) এই প্রণালিতে রস সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভজন সিদ্ধি পরস্পর অতি সন্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্প দিনের মধ্যেই স্বরূপ সিদ্ধি উদয় হয়। যূথেশ্বরীর কৃপায় কৃষ্ণেচ্ছা সহজে হয়। তাহা হইলেই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন যে মায়িক লিঙ্গ দেহ তাহা অনায়াসেই নষ্ট হয়। এবং জীব বিশুদ্ধ বস্তু স্বরূপে ব্রজে বাস করেন।

লিঙ্গ ভঙ্গে বস্তু সিদ্ধি তোমার কৃপায় ॥

তদুত্তরাবস্থা বর্ণন হয় না, কেবল অনুভূত হয়

ইহার অধিক আর বাক্য নাহি চলে।
তদুত্তর অনুভব লভি কৃপা বলে (২৫) ॥
এইত উজ্জ্বল রস পরম সাধন।
ইহাতে নিশ্চয় মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন (২৬) ॥

সাধনে একাদশ ভাব

সাধিতে উজ্জ্বল রস আছে ভাব একাদশ
সম্বন্ধ বয়স নাম রূপ।
যূথ বেশ আজ্ঞাবাস, সেবাপরাকাষ্ঠাশ্বাস,
পাল্যদাসী এই অপরূপ (২৭) ॥

---

(২৫) এই পর্য্যন্ত জীবগতি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ইহার উত্তর অর্থাৎ পর যে ভাবগত অবস্থা তাহার আর বাক্য দ্বারা বলা যায় না। তোমার কৃপাবলে তাহা অনুভূত হয় মাত্র।

(২৬) এই শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বল রস বলা যায়। কেমনা চিজ্জগতে এই তত্ত্বই পরম উজ্জ্বল। ভৌম ব্রজরস অবলম্বনে ইহা লব্ধ হয়।

(২৭) রায় রামানন্দ বলিয়াছেন "অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ সিদ্ধদেহে চিন্তিকর তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেই নাহি পায়

ভাব সাধনে পঞ্চদশা,

এই একাদশ ভাব সম্পূর্ণ সাধনে।
পঞ্চদশা লক্ষ্য হয় সাধক জীবনে॥
শ্রবণ বরণ আর স্মরণ আপন।
সম্পত্তি এ পঞ্চবিধ দশায় গণন (২৮)॥

ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥" যাঁহার উজ্জ্বল রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তিনি ব্রজের গোপী আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। ব্রজগোপী স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণ ভজনা হয়। একাদশপ্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। ১ সম্বন্ধ, ২ বয়স ৩ নাম ৪ রূপ ৫ যূথপ্রবেশ ৬ বেশ, ৭ আজ্ঞা ৮ বাসস্থান, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠা ১১ পাল্যদাসীভাব। সাধক জগতে যে আকারে থাকুন না কেন হৃদয়ে এই একাদশটি ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক ভজন করিবেন।

(২৮) এই একাদশভাব সাধন কার্য্যে সাধকের পাঁচটী দশা ক্রমশঃ উদয় হয়। শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা, আপন দশা, ও সম্পত্তিদশা। সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদ ধর্ম্মত্যাজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥ ব্রজলোকের কোন ভাবলঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহপাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ এই বাক্য দ্বারা রায় রামানন্দ এই কথা শিক্ষা দেন যে উজ্জ্বল রস সাধিত হইলে সাধকের গোপীদেহ প্রাপ্তির আবশ্যক। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া যখন এই ভাবে রতি হয়, তখন উপযুক্ত সদ্গুরুর নিকটে সেই ভাব শিক্ষা করিতে হয়। শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্ব শ্রবণই সাধকের শ্রবণদশা। সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব

প্রথম শ্রবণ দশা,

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ভাবুক যে জন।
ভাবমার্গে গুরুদেব সেই মহাজন॥
তাঁহার শ্রীমুখে ভাবতত্ত্বের শ্রবণ।
হইলে শ্রবণ দশা হয় প্রকটন॥

ভাবতত্ত্ব,

ভাব তত্ত্ব দ্বিপ্রকার করহ বিচার।
নিজ একাদশ ভাব কৃষ্ণ লীলা আর॥

ক্রমে বরণ দশা প্রাপ্তি,

রাধাকৃষ্ণ অষ্টকাল যেইলীলা করে।
তাহার শ্রবণে লোভ হয় অতঃপরে॥
লোভ হইলে গুরুপদে জিজ্ঞাসা উদয়।
কেমনে পাইব লীলা কহ মহাশয়॥
গুরুদেব কৃপা করি করিবে বর্ণন।
লীলা তত্ত্বে একাদশ ভাব সঙ্ঘটন॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করিবে আদেশ।

অঙ্গীকার করেন তাহাই বরণ দশা। রসস্মৃতি দ্বারা সেইভাব অভ্যাস করেন তাহাই স্মরণ দশা। আপনাতে সেই সুষ্ঠু ভাবকে আনিতে পারার নাম আপন বা প্রাপ্তি দশা। এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরী-ভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি দশা।

এই ভাবে লীলা মধ্যে করহ প্রবেশ (২৯) ॥
শুদ্ধরূপে সিদ্ধভাব করিয়া শ্রবণ।
সেই ভাব স্বীয় চিত্তে করিবে বরণ ॥

নিজরুচি শ্রীগুরুদেবকে বলিবে,

বরণ কালেতে নিজ রুচি বিচারিয়া।
গুরুপদে জানাইবে সরল হইয়া ॥
প্রভু তুমি কৃপা করি যেই পরিচয়।
দিলে মোরে তাহে মোর পূর্ণ প্রীতি হয় ॥
স্বভাবত মোর এই ভাবে আছে রুচি।

---

(২৯) গুরুদেব শিষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে শিষ্য শৃঙ্গার রসের অধিকারী বটে তখন তাঁহাকে শ্রীরাধার যূথে, শ্রীললিতাগণমধ্যে সাধকের সিদ্ধমঞ্জরী স্বরূপ অবগত করাইবেন। সাধকগত একাদশ ভাবও সাধ্যগত অষ্ট কালীয় লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিবেন। সাধকের সিদ্ধদেহ গত নাম, রূপ, গুণ, সেবা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তাহা বলিয়া দিবেন। বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করত শ্রীযূথেশ্বরীর পাল্যদাসীভাব ও তাঁহার অষ্ট কালীয় নিত্য সেবা দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা সেই ভাব বরণ করিয়া স্মরণ দশায় প্রবেশ করিবেন। ইহাই সাধকের ব্রজে গোপী জন্ম। যাঃ শ্রুত্বাতৎপরোভবেৎ এই ভাগবত আজ্ঞাই এ স্থলে পালনীয়।

অতএব আজ্ঞা শিরে ধরি হয়ে শুচি ॥

অন্যরুচি হইলে গুরুদেব অন্যভাব দিবেন,

রুচি যদি নহে তবে অকপট মনে।
নিবেদিবে নিজ রুচি শ্রীগুরু চরণে ॥
বিচারিয়া গুরুদেব দিবে অন্যভাব।
তাহে রুচি হইলে প্রকাশিবে নিজভাব (৩০) ॥

নিজ সিদ্ধভাব গুরুদেবকে জানাইবে,

এইরূপে গুরু শিষ্য সংবাদ ঘটনে।
নিজ সিদ্ধভাব স্থির হইবে যে ক্ষণে ॥
শিষ্য গুরুপদে পড়ি করিবে মিনতি।

---

(৩০) সাধিকার আত্মগত শুদ্ধরুচি শ্রীগুরুদেব যখন নির্ণয় করেন, তখন সাধিকা ও স্বরুচি বলিয়া গুরুদেবকে সাহায্য করিবেন। স্বাভাবিক রুচি স্থির না হইলে উপদেশ শুদ্ধ হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কার রূপ দ্বিবিধ সুকৃতি দলিত প্রবৃত্তিকেই রুচি বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গার রসে রুচি নাই, দাস্য বা সখ্যে আছে তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামা নন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই এই জন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল। পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার স্বরুচি সম্মত ভজন লাভ হয়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।

মাগিবে ভাবের সিদ্ধি করিয়া আকুতি॥
কৃপা করি গুরুদেব করিবে আদেশ।
শিষ্য সেই ভাবে তবে করিবে প্রবেশ॥

দৃঢ়বরণ,

শ্রীগুরু চরণে পড়ি বলিবে তখন।
তবাদিষ্ট ভাব আমি করিনু বরণ (৩১)॥
এ ভাব কখন আমি না ছাড়িব আর।
জীবনে মরণে এই সঙ্গী যে আমার॥

ভজনে প্রতিবন্ধক বিচার,

নিজ সিদ্ধ একাদশ ভাবে ব্রতী হয়ে।

---

(৩১) সাধকের স্বরুচি বিরুদ্ধ অন্যভাব যাহা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় তাহাই তাঁহার পতিগ্রহণ। কিন্তু তত্ত্বত্তর শুদ্ধ গুরুদেবের কৃপায় স্বরুচি সম্মত কৃষ্ণ সেবা লাভই পরম পারকীয় রস। পারকীয় রস ব্যতীত রসের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। সুতরাং প্রকটাপ্রকট উভয় লীলায় শৃঙ্গাররসের পারকীয় অভিমানের নিত্যত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষা মহিমা। এই শৃঙ্গার রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই। চিন্ময় জীব রস সঞ্চারে চিন্ময়ী গোপী হইয়া চিন্ময় রাধা কৃষ্ণের নিত্য দাস্য চিন্ময় বৃন্দাবনে লাভ করেন। ইহাতে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ ভাব নাই, কেবল সেই ভাবের বিশুদ্ধ আদর্শ তত্ত্বই স্বীয় চিন্ময়ী স্বভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহা শুদ্ধ গুরুর নিকটেই অবগত হওয়া যায়। কৃপা ব্যতীত এই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। ইহা জড়ীয় তর্কের অগোচর এবং অত্যন্ত বিরল।

স্মরিবে সুদৃঢ় চিত্তে নিজ ভাব চয়ে ॥
স্মরণে বিচার এক আছেত সুন্দর।
আপনের যোগ্য স্মৃতি কর নিরন্তর ॥
আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়।
বহুযুগ সাধিলেও সিদ্ধ কভু নয় (৩২) ॥

আপন দশা,

আপন সাধনে স্মৃতি যবে হয়ে ব্রতী।
অচিরে আপন দশা হয় শুদ্ধঅতি ॥
নিজ শুদ্ধভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি।
তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধ মতি ॥

---

(৩২) স্মরণ দশাকে আপন দশায় প্রাপ্তি যোগ্য করিয়া সাধন না করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভজন তত্ত্বে কর্ম্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর বা যোগাড়ম্বর প্রভৃতি কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। বাহ্যে কেবল নিবৃত্তি ভাবের সহিত নামানুশীলন কিন্তু অন্তরে মহারসের মহাড়ম্বর নিরন্তর থাকে। যে সকল সাধক বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত বা অন্তর স্থির করিতে যত্ন করেন না তাঁহাদের স্মরণ আপন যোগ্য হয় না। সুতরাং বহু জন্ম সাধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন, কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার উপাধি খল উপস্থিত হইলে সাধনানন্তর হইয়া পড়ে ব্রজ সাধন হয় না। শ্রীগুরুদেবের নিকট সরল অন্তকরণে এই ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইয়া ভজন করিবেন।

বদ্ধজীব যে ক্রমে ভাব প্রাপ্ত হন,

জড়বদ্ধ জীব ভুলি নিজ সিদ্ধসত্ত্ব।
জড় অভিমানে হয় জড় দেহে মত্ত (৩৩)॥
তবে যদি কৃষ্ণ লীলা করিয়া শ্রবণ।
লোভ হয় পাইবারে নিজ সিদ্ধধন॥
তবে ভাবতত্ত্বস্মৃতি অনুক্ষণ করে।
ভাব যত বাড়ে তার ভ্রান্তি তত হরে॥

স্মরণ দশা ; তাহাতে বৈধ ও রাগানুগতা ভাবের ভেদ।

শেষটীরই প্রয়োজন,

স্মরণ দ্বিবিধ বৈধ রাগানুগা আর।

---

(৩৩) এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল তাহা বলিতেছেন। জীব শুদ্ধ চিৎকণ জীবের চিৎস্বরূপগত একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে উপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধ গুরু কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয় লাভই পরম সহজ বস্তু। এই স্থল হইতে স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে। বদ্ধজীবের ভক্তি সাধনেই সেই ক্রম আছে। তন্মধ্যে একটী বৈধ ক্রম একটী রাগানুগ সাধ্য ক্রম। বৈধক্রম ও রাগানুগার ক্রমদ্বয় প্রথমে পৃথক রূপে প্রতীত হয় কিন্তু ভাবাপন্নে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্র বিধি শাসনে বৈধ ক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ হইতে রাগানুগ ক্রমের উদয় সুতরাং প্রথম ক্রমটী সাধারণ এবং শেষোক্ত ক্রমটী বিরল।

রাগানুগা স্মৃতি যুক্তি শাস্ত্র হৈতে পার ॥
মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে করয় স্মরণ।
অচিরেতে প্রাপ্ত হয় দশা ভাবাপন ॥

বৈধ ভক্তের উন্নতি ক্রম

বৈধভক্ত স্মৃতি কালে সদা বিচারয়।
অনুকূল যুক্তি শাস্ত্র যখন যে হয় ॥
ভাবাপনে হয় ভাব আবির্ভাব কাল।
শাস্ত্র যুক্তি ছাড়ে তবে জানিয়া জঞ্জাল ॥
শ্রদ্ধা নিষ্ঠারুচ্যাশক্তি ক্রমে যেই ভাব।
আপন সময়ে তাহা হয় আবির্ভাব (৩৪) ॥

আপন দশায় রাগানুগ ও বৈধভাবের ভেদ নাই

ভাবাপনে রাগানুগা বৈধ ভক্ত ভেদ।
নাহি থাকে কোন মতে গায় স্মৃতি বেদ ॥

পঞ্চবিধ স্মরণ

স্মরণ ধারণা ধ্যান অনুস্মৃতি আর।
সমাধি এ পঞ্চবিধ স্মরণ প্রকার (৩৫) ॥

---

(৩৪) আপন সময়ে, আপন দশা আগমনে।

(৩৫) স্মরণ অবস্থায় প্রথমে কেবল স্মরণ অর্থাৎ নিজের একাদশ ভাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক অষ্টকাল সেবা ভাবনা। তখনও নৈরন্তর্য্য সিদ্ধ হয় নাই। কখন কখন স্মরণ হয়। কখন বিক্ষেপ। স্মরণ করিতে করিতে ধারণা অর্থাৎ স্মরণের স্থৈর্য্যভাব সাধন,

ভাবাপন দশার উদয় কাল

সমাধি স্বরূপ স্মৃতি যে সময়ে হয়।
ভাবাপন দশা আসি হইবে উদয়॥

যে সময়ে যে অবস্থা হয়

সেই কালে নিজ সিদ্ধ দেহ অভিমান।
পরাজিয়া জড় দেহ হবে অধিষ্ঠান (৩৬)॥
তখন স্বরূপে ব্রজবাস ক্ষণেক্ষণ।
ভাবাপনে স্ব স্বরূপে হেরি ব্রজবন (৩৭)॥

আপনে স্বরূপ সিদ্ধি, বস্তু সিদ্ধি লিঙ্গ ভঙ্গে,

আপনে স্বরূপ সিদ্ধি লভে ভাগ্যবান।

ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভাবনা করিতে করিতে ধ্যান হয়। অনুস্মৃতি, সর্ব্বকালে ধ্যান। সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অন্তধ্যানাবসরাভাবে পূর্ণ কৃষ্ণলীলা ধ্যান। এই সমাধিরূপ স্মরণ হইতে হইতেই আপন দশা উপস্থিত হয়। স্মরণে এই পঞ্চদশা অতিক্রম করিতে অনিপুণ লোকের পক্ষে বহুযুগ যাইতে পারে নিপুণ ব্যক্তির পক্ষে অল্পদিনেই আপন দশা উপস্থিত হয়।

(৩৬) ভাবাপন দশায় জড় দেহের অভিমান দূর হইয়াছে। সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।

(৩৭) তখন স্বস্বরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রজ বাস হয়। স্বস্বরূপগত রাধাকৃষ্ণ সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমত কি অনেক ক্ষণ ব্রজ ধাম দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।

লিঙ্গ ভঙ্গে বস্তু সিদ্ধি সম্পত্তি বিধান (৩৮)॥

সাধন সিদ্ধার ফল

হইয়া সাধনসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাসহ।
সমতা লভিয়া কৃষ্ণ সেবে অহরহ (৩৯)॥

নাম দ্বারা সিদ্ধি লাভ,

সেবা ভঙ্গ আর তার কভু নাহি হয়।
পরম উজ্জ্বল রসে সতত মাতয়॥
নাম সে পরম ধন নামের আশ্রয়ে।
এত সিদ্ধি পায় জীব শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে॥

সংক্ষেপে ক্রম পরিচয়,

অতএব ভক্ত্যুন্মুখ জন সাধু সঙ্গে।
নির্জ্জনে করিবে নাম ক্রমের অভঙ্গে॥
ক্রমে ক্রমে অল্পকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

---

(৩৮) এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছা ক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গ দেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চ ভৌতিক দেহ পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মন বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃত ভাবে উদয় হইয়া চিদ্ধামে যুগল সেবা করিতে থাকে।

(৩৯) এই অবস্থায় সাধন সিদ্ধাভাবে নিত্যসিদ্ধাদিগের সালোক্য লাভ হয়।

কুসঙ্গ বর্জ্জিয়া সাধু সঙ্গে ফলোদয় (৪০) ॥

(১) সাধুসঙ্গ, (২) সুনির্জ্জন, (৩) দৃঢ়ভাব

সাধুসঙ্গ সুনির্জ্জন নিজদৃঢ় ভাব (৪১)।
এই তিন বলে লভি মহিমা স্বভাব ॥
আমি হীন ক্ষুদ্র মতি বিষয়ে বিভোর।
সাধু সঙ্গ বিবর্জ্জিত সদা আত্ম চোর (৪২) ॥

---

(৪০) কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য শ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নাম ভজনই সুলভ ধন। পূর্ব্বোক্ত ক্রম ধরিয়া নাম ভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্প কালে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করে। ইহাতে নৈপুণ্যমাত্র এই যে কুসঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটী পরম শুদ্ধ চিদ্ধর্ম্ম ফলক বিশেষ। সাধু চিত্তই তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ। অসাধু চিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎ সম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্য্যকর। অর্থাৎ বিদ্যুৎ মায়িক ধর্ম্ম বিশেষ। প্রেম চিদ্ধর্ম্ম। উভয়ে একটু লক্ষণের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

(৪১) অতএব যিনি নাম সাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটী বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধু সঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা পরাকাষ্ঠা ইহাকে নির্ব্বন্ধ বলা যায়।

(৪২) শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ হইলেও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিলেন। দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার।

অহৈতুকী কৃপা কভু করিয়া বিস্তার (৪৩)।
ভক্তি রসে গতি দেহ প্রার্থনা আমার ॥
এত বলি হরিদাস প্রেমে অচেতন।
শ্রীগৌরাঙ্গ পদে করে দেহ সমর্পণ ॥
প্রেমে গদ গদ্ প্রভু তাহারে উঠায়।
আলিঙ্গন দিয়া চিত্তকথা বলে তায় ॥

প্রভুর আজ্ঞা

শুনি হরিদাস এই লীলা সংগোপনে।
বিশ্ব অন্ধকার করিবেক দুষ্ট জনে (৪৪) ॥

---

(৪৩) অহৈতুকী কৃপা, হেতুরহিতা কৃপা। আমি এমত কোন সৎকর্ম্ম করি নাই যাহাতে কৃষ্ণ কৃপা হইতে পারে। সে স্থলে কৃষ্ণ যে কৃপা করেন তাহা অহৈতুকী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কেবল নাম ভজন শিক্ষাই সর্ব্বত্র দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্র হরিদাস। তাঁহার নামরসতত্ত্বে বিশেষ অধিকার ও শিক্ষা। ললিত মাধব ও বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের বিষয়ে শ্রীহরিদাসের অঙ্গনে যখন রামানন্দ সার্ব্বভৌম, প্রভৃতিকে লইয়া মহাপ্রভু আস্বাদন করেন তখন হরিদাসের মুখে নাম রসের মহিমা সহসা বাহির হইয়াছিল। চৈ, চ, অন্ত্য ১ম।

(৪৪) এই দুষ্ট জন কাহারা? বোধ হয় যে সকল লোকেরা পরে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষাষ্টক সম্মত পবিত্র নাম ধর্ম্মকে গোপন করিয়া বহুবিধ সহজিয়া, বাউল ও নানা প্রকার দুষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছে তাহাদিগকেই প্রভু উল্লেখ করিয়া এই রূপ বলিয়াছেন।

সেই কালে তোমার এ চরমোপদেশ (৪৫)।
অবশিষ্ট সাধুজনে বুঝিবে বিশেষ ॥
এই তত্ত্ব সমাশ্রয়ে নিষ্কিঞ্চন জন।
নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণ করিবে ভজন (৪৬) ॥

---

(৪৫) চরমোপদেশ, যাহার পর আর উপদেশ হইতে পারে না। সাধুসঙ্গ নামানুশীলনই চরমোপদেশ।

(৪৬) নিষ্কিঞ্চন রসিক ভক্ত হরেকৃষ্ণ নাম নিম্নলিখিত ভাবের সহিত আস্বাদন করেন যথা পদ কল্পতরু ১৮৩ পর্ব্বে অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রলাপমিতি। সুহই রাগ। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরি-লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই। হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহা আকর্ষকঠাম, তুয়া বিনে দেখিতে না পাই। হে হরে ধরম হরি, গুরুভয় আদি করি, কুলের ধরম কৈলে দূর। হে কৃষ্ণ বংশীরস্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে, দেহগেহ স্মৃতি কৈলাদূর। হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি কঞ্চুলিকর্ষহ তুমি,তা দেখি চমকমোহেলাগে॥ হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরজ কর্ষহ বলে, স্থির নহ অতি অনুরাগে। হে হরে আমারে হরি, লৈয়া পুষ্প তল্পোপরি, বিলাসের লালসে কাকুতি। হে হরে গোপত বস্ত্র,হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র, ব্যক্তকর মনের আকুতি। হে হরে বসনহর, তাহাতে যেমন কর, অন্তরের হার মত বাধা। হে রাম রমণ অঙ্গ, নানাবৈদগধিরঙ্গ,প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা। হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলি, সবার সে বাক্য না রাখিলা। হে রাম রমণরত,তাহে প্রকটিয়া কত, কি রস আবেশে ভাসাইলা॥ হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ,মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ, তুয়া সুখে আপনি না জানি। হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে, সে রস মূরতি তনু-খানি॥ হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর, চেতন হরিয়া

নিজ নিজ ভাগ্য বলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি ॥
সুকৃত জনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাম যুগধর্ম্ম নামের প্রচারে (৪৭) ॥

হরিদাস ঠাকুর নাম প্রচারে সহায়

তুমিত সহায় মোর এ কার্য্য সাধনে।
তব মুখে নাম তত্ত্ব শুনি একারণে ॥

কর ভোর। হে হরে আমার লক্ষ্য, হরসিংহ প্রায়দক্ষ, তোমা বিনা কেহ নাহি মোর। তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন, ক্ষণেকে কলপ শত যায়। সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায় ॥ ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম, কৈছে রহ করি মনঝুরে। চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায় তবে বন্ধু মিলয় অদূরে ॥ এই ভাব বিয়োগ দশায় আর এই নামেই সম্ভোগে অষ্টসখী যুক্ত রাধিকার সহিত কৃষ্ণ সম্ভোগ ভাবিত হয়। সেখানে হরে শব্দ শ্রীমতীর নাম হরা শব্দে সম্বোধন। ভাবুক নিজ নিজ ভাবের হরিকৃষ্ণ নামের সর্ব্বরস লীলা আচ্ছাদন করেন।

(৪৭) জীব সকল স্বীয় সুকৃতি বলেই ভক্তিলাভ করেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রচারের তাৎপর্য্য কি? প্রভু বলিতেছেন যে সকল জীব সুকৃতি বলে হরিনামে শ্রদ্ধা করিবে তাহাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমি নামকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছি। বস্তুত ইহা জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম।

হরিনাম চিন্তামণি অখিল অমৃত খনি
কৃষ্ণকৃপা বলে যে পাইল।
কৃতার্থ সে মহাশয় সদা পূর্ণানন্দময়
রাগভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল॥
তাঁহার চরণ ধরি সদাই কাকুতি করি
কাঁদে এই অকিঞ্চন ছার।
এ অমৃত রস লেশ পিয়াইয়া অবশেষ
করসার আনন্দ বিস্তার॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ ভজন প্রণালীপ্রদর্শনং
নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥